✻ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

সেচের জন্য নির্ভরশীল
ভারত
ইঞ্জিন ও পাম্প
অ্যাসোসিয়েটেড আয়রন এণ্ড স্টীল কো: প্রা: লি:
৯৫/এন, ব্লক-এ, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩
ফোন-৪৫-০৪৪৯

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

# আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৫০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা | শুক্রবার, ১৯ চৈত্র, ১৩৭৭ ([illegible]) Friday, April 2, 1971 | মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

কে, হোড়
আয়ুর্বেদীয়
চুল উঠা বন্ধ করে মহাভৃঙ্গরাজ তৈল মাথা ঠাণ্ডা রাখে

# স্থলে জলে অন্তরীক্ষে পাক ফৌজের সর্বাত্মক অভিযান

শহর যশোহর ও মুক্তিফৌজ শহর দখল করে অপেক্ষা করছেন শত্রুসৈন্যের। পরিখার ভিতরে আগেকার ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, এখন মুক্তিযোদ্ধা, আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পাহারা দিচ্ছেন খানিক আগে দখলকরা যশোহর শহরকে। এই ছবি বৃহস্পতিবার আমাদের ফটোগ্রাফারের তোলা।

পরাস্ত, বিপর্যস্ত পাক-দখলদার বাহিনী এখন মরীয়া হয়ে বাংলা দেশ-এর সর্বত্র মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে। আক্রমণ—জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে দিশেহারা পাক-সেনাদল প্রধানত শহরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট। সর্বত্র পাক-বাহিনীর নগ্ন বীভৎস আক্রমণ। বিমান থেকে ফেলা হচ্ছে নাপাম বোমা, ট্যাংক থেকে বর্ষিত হচ্ছে গোলা, আর সেইসঙ্গে উপকূলবর্তী এলাকায় জাহাজ থেকেও ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ছে গোলা। বৃহস্পতিবার প্রায় সারাদিন স্যাবার জেট নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয়—ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। এর মুখোমুখি মুক্তিফৌজের প্রতিরোধ সংগ্রাম। প্রতিরোধ আরও তীব্র, আরও সংহত। নতুন নতুন মুক্তাঞ্চল তৈরি হচ্ছে। ঢাকার কাছে জয়দেবপুরের অস্ত্র-কারখানা মুক্তি-ফৌজের দখলে।

এক কথায় বলা যেতে পারে : পাক-সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ আছে ঢাকা শহরের কয়েকটি এলাকায়। আর চট্টগ্রাম, রংপুর, সৈয়দপুর, যশোর, রাজসাহী ও কুমিল্লার শহরাঞ্চলে। অন্যদিকে মুক্তিফৌজের আওতায় : ময়মনসিংহ জেলা পুরাপুরি। রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহীর অধিকাংশ। ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের শহর এলাকার বাইরে সর্বত্র। যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনা জেলার পশ্চিমবঙ্গ-সীমান্তবর্তী এলাকা।

মঙ্গল ও বুধবার—দু'দিন ধরে জঙ্গীশাহী পশ্চিম পাকিস্তানে সিংহল ও চীনের মধ্য দিয়ে বিমানে, জাহাজে প্রচুর সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী আমদানী করেছে।

বিভিন্ন রণাঙ্গনে সংগ্রামরত মুক্তিফৌজের ইউনিটগুলিকে একই কমানডের অধীনে আনা এবং পরস্পরের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে।

সারাদিন ধরে মুক্তি ফৌজ ও পাক-দখলকার বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও খুলনায়। ক্যানটনমেনট ও বিমান-ঘাঁটি বাদ দিয়ে যশোরের সর্বত্র মুক্তি ফৌজের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ। মুক্তি ফৌজের আক্রমণে পিছু হটার আগে যশোর শহরে পাক-বাহিনী আগুন লাগিয়ে দেয়। ক্যানটনমেনট-এর পাক-সেনাদের আজ বিমান থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী পাঠানো হয়েছে।

কুমিল্লায় প্রচণ্ড গোলাগুলি বর্ষণ করেও মুক্তি ফৌজকে কাবু করতে পারেনি। মেঘালয়ের সমীপবর্তী শ্রীহট্ট শহরেও পাক-সেনারা আজ প্রচণ্ড দাপটে আক্রমণ চালায়। এখানে পূর্ব পাক রাইফেল বাহিনী মুক্তি ফৌজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রতি-রোধের দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলেছে। রংপুর ক্যানটনমেনটের মুক্তি ফৌজের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ। খাদিম-নগরে পূর্ব পাক রাইফেলস-এর প্রায় ৬০০ জনকে শ্রম-শিবিরে আটক রাখা হয়েছে। আসাম থেকে পাওয়া খবরে প্রকাশ, রাজসাহী ও নবাবগঞ্জে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে মুক্তি ফৌজের সহায়ক পুলিশবাহিনীর ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ৭০ জন পুলিশ অফিসার নিহত হয়েছেন বলে খবরে প্রকাশ। চট্টগ্রামে পূর্ব পাক রাইফেল-এর সদর দফতরটি পাক-সেনারা দখল করে নিয়েছে।

কয়েকটি জায়গায় মুক্তি ফৌজ ও পূর্ব-পাক রাইফেলস-এর গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে। ঢাকার কাছে জয়দেবপুরের অস্ত্র নির্মাণ কারখানাটি

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

### হিন্দুদের উপর বেপরোয়া অত্যাচার

আগরতলা থেকে পি টি আই-র সংবাদে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ভারতের মনোভাবের জন্য আক্রোশবশত পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু অধিবাসীদের প্রতি বেপরোয়া অত্যাচার চালিয়েছে।

### রেডক্রশের বিমান ঢাকায় যাওয়ার অনুমতি পায়নি

জেনিভা, ১ এপ্রিল—বাংলাদেশ-এর জন্য ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে রেড-ক্রস বাহিনীর একটি বিমানকে পিনডি কর্তৃপক্ষ ঢাকায় যাওয়ার অনুমতি দেননি। ২ দিন অপেক্ষা করার পর বিমানটি করাচি থেকে ফিরে গিয়েছে। —এ পি

## দখলদারবাহিনীর সেনাপতি বন্দী

কৃষ্ণনগর, ১ এপ্রিল—সীমান্তের অপর পার থেকে এখানে পাওয়া সংবাদে জানা যায়, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খাঁ গত রাত্রে ঢাকা কুর্মিটোলা ক্যানটনমেনটে মুক্তিফৌজদের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়ে বন্দী হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধারা অকস্মাৎ ক্যানটনমেনট আক্রমণ করেন। দু পক্ষে তুমুল লড়াইয়ের পর জেঃ খাঁ বন্দী হন বলে জানা যায়।

খবরে আরও প্রকাশ, আজ বগুড়া, খুলনা, রংপুর এবং দিনাজপুরে দখলদার পাক বিমান বাহিনী কয়েকবার হানা দিয়েছে। এই শহরগুলি মুক্তি ফৌজদের দখলে। দখলদার বাহিনী এইসব এলাকায় আক্রমণও চালায়।

—ইউ এন আই

### বাঙালী ব্রিগেডিয়ার মজুমদার বন্দী

শিলং, ১ এপ্রিল—সীমান্তের ওপার থেকে বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া সংবাদে প্রকাশ, চট্টগ্রামের সামরিক আইন প্রশাসক ও পূর্ববঙ্গ রাইফেল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার বন্দী হয়েছেন।

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

উঁচুদের মিস্ত্রীরা
ফরমাইকা
ডেকোরেটিভ
ল্যামিনেট
ব্যবহার করতে
বলেন।

ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন।
উনি বিলক্ষণ জানেন। ওঁর কাজে
উনি গর্ববোধ করেন। আর বলেন,
"সেরা কাজ পেতে হলে ফরমাইকা
ল্যামিনেট ব্যবহার করুন!"

ফরমাইকা ল্যামিনেট আবরণী হিসেবে চমৎকার ও দীর্ঘস্থায়ী। টেবিল্ ডেস্ক, শেলফ ও কাউন্টারের ওপর এবং কাবার্ডে, ক্যাবিনেটে ও প্যানেলিংয়ের জন্য ব্যবহার করুন। এটি পরিষ্কার করা সহজ। তাপ সইতে পারে। আঁচড় বা দাগ পড়তে দেয় না। বছরের পর বছর নতুনের মতো দেখায়।

ফরমাইকা ল্যামিনেট যে কোন সময় পছন্দ করার মত নানা বৈচিত্র্যময় রঙে ও প্যাটার্নে পাবেন। এবং প্রত্যেকটি ডিজাইন ম্যাট ও গ্লস ফিনিশে পাবেন। যাঁরা পার্থক্য বোঝেন তাঁরা ফরমাইকা ব্যবহার করতে বলেন—কেননা এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ডেকোরেটিভ ল্যামিনেট!

বিনামূল্যে ফরমাইকা ডেকোরেটিভ ল্যামিনেট বিষয়ে আমাদের আকর্ষণীয় পুস্তিকার জন্য লিখুন।

এই কুপনটি ভরে ডাকে পাঠিয়ে দিন :
ডিপার্টমেন্ট নম্বর: 31-PR.
ফরমাইকা ইণ্ডিয়া লিমিটেড পি. ও. বক্স ৬৪, পুণা-১
নাম ............
ঠিকানা ............
শহর ............ রাজ্য ............

FORMICA

* ফরমাইকা ফরমাইকা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক এবং ভারতে ফরমাইকা ইণ্ডিয়া লিমিটেড ইহার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী।

ভারতে এবং ১২০টি অন্যান্য দেশে ডেকোরেটিভ ল্যামিনেটের
একটাই নাম—ফরমাইকা

Bensons/6716-Ben

## পঃ বঙ্গে আবার লোকায়ত সরকার, আজ মন্ত্রিসভার শপথ

স্টাফ রিপোরটার

শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন,—"এই রাজ্যে হিংসার আগুন নিভিয়ে ফেলাই হবে তাঁদের সরকারের প্রথম কাজ। এতে বহু মানুষ জ্বলে পুড়ে মরছেন।" এদিন মন্ত্রিসভা গড়ার ব্যাপারে রাজ্যপালের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণলিপি পাওয়ায় তিনি একথা বলেন। পরে এক বেতার ভাষণে তিনি জনগণকে নতুন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানান। আজ দোসরা এপ্রিল, শুক্রবার বেলা একটায় গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা শপথ নিচ্ছেন। অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী, শ্রীবিজয় সিংহ নাহার উপমুখ্যমন্ত্রী। তার আগে এক বছর চোদ্দ দিন পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাষ্ট্রপতির শাসন তুলে নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যপাল দিল্লিতে এরকম সুপারিশ করেছেন। দিল্লি তা মেনে নিয়েছেন বলে রাজ্যপাল জানিয়েছেন। পঃ বঙ্গে আবার লোকায়ত সরকার হচ্ছে।

অজয়বাবুর কাছে ওই আমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়ে রাজ্যপাল বলেছেন,—আপনার গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হয়েছি। পরে এক বেতার ভাষণে তিনি বলেন, এই কোয়ালিশনের শরিক ও সমর্থক দলগুলি এবারের নির্বাচনে মোটমাট বৈধ ভোট পেয়েছেন ৭১ লক্ষ ৬০ হাজার ৭৭টি ভোট। এই সংখ্যা প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৫৪·০৮ ভাগ। সুতরাং এই কোয়ালিশন কেবলমাত্র সদস্য সংখ্যার দিক থেকেই গরিষ্ঠ নয়, ভোটের হিসাবেও গরিষ্ঠ।

### ২০ জন পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী, ৫ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী

আগে কথা ছিল পি এস পি (সরকারী) থেকেও একজন মন্ত্রী করা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দল কোয়ালিশনের সমর্থক হিসাবে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মন্ত্রিসভায় যোগ দিচ্ছেন না। অতএব, আজ কুড়িজন পুরো মন্ত্রী ও পাঁচজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ধরে মোট পঁচিশজন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে শপথ নিচ্ছেন। আজ সকালে অজয়বাবু এই তালিকা রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এই কুড়িজন পুরোমন্ত্রীর মধ্যে নবকংগ্রেসের চোদ্দ, বাংলা কংগ্রেসের এক, গোরখা লীগ এক, পি এস পি (গণতান্ত্রিক সংহতি) এক, এস এস পি (বিপ্লবী) এক এবং মুসলিম লীগের দুজন থাকছেন। আর পাঁচজন রাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে নব-কংগ্রেসের চার ও মুসলিম লীগের

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

### কোন্ মন্ত্রী কোন্ দফতর পাচ্ছেন

আজ অজয়বাবুর নেতৃত্বে গণ-তান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হচ্ছে। ওই মন্ত্রিসভায় যাঁরা থাকছেন, তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া হল। কে কোন দফতর পাচ্ছেন, মোটামুটি তার একটা আভাসও।

পূর্ণ মন্ত্রী

১। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়—মুখ্যমন্ত্রী। সাধারণ প্রশাসন এবং স্বরাষ্ট্র (পুলিশ)।

২। শ্রীবিজয়সিংহ নাহার—উপ-মুখ্যমন্ত্রী। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, তথ্য, পরিবহণ, স্বরাষ্ট্র (নির্বাচন ও সংবিধান)।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

### বাংলাদেশের সীমান্ত উন্মুক্ত

আগরতলা, ১ এপ্রিল—বাংলা দেশের সমস্ত সীমান্ত আজ অরক্ষিত, উন্মুক্ত।

গণ বিপ্লবকে নিষ্পিষ্ট করার জন্য সামরিক আইন প্রশাসন পূর্বাঞ্চলের সমগ্র আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে পাক বাহিনী সরিয়ে এনেছে। ওরা এখন বিপ্লব দমনের তাণ্ডবে মেতেছে। —পি টি আই

### 'আলমগির' ধ্বংস

শিলং-এর খবর : নির্ভরযোগ্য সংবাদে জানা গিয়েছে, পাকিস্তান নৌবাহিনীর আলমগির জাহাজটি মুক্তি ফৌজের কমানডোরা ধ্বংস করেছে। বাংলা দেশের আন্দোলন দমন করতে যে ছয়টি জাহাজ সৈন্য বোঝাই করে চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছে, এটি তারই একটি। —ইউ এন আই

### বোমা বিধ্বস্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

তুষার পণ্ডিত

১ এপ্রিল ॥ খানিক আগে পাকিস্তানী স্যাবার জেট এই শহরে বোমা ফেলতে শুরু করে। আগরতলা থেকে আমিও এসে পৌঁছেছি আজ সকালে। এসেই রিপোর্ট। এই রিপোরট আগরতলায় পাঠাচ্ছি। সেখান থেকে কলকাতায় আমাদের অফিসে পৌঁছবে কিনা বুঝতে পারছি না। বাংলাদেশকে পিণ্ডির কবল থেকে পুরাপুরি মুক্ত করার জন্য শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি ফৌজ সর্বস্বপণ করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

সংক্ষেপে অটল বাংলা দেশের মুক্তি ফৌজকে ধূলিসাৎ করার জন্য

অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানী ফৌজের কামানের গোলায় ধ্বংস একটি গ্রাম। —বৃহস্পতিবার আমাদের ফটোগ্রাফারের তোলা ছবি।

সঃ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

# আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

ESTD. 1178 REGD. NO. C 1086

৫০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা | শুক্রবার, ১৯ চৈত্র, ১৩৭৭ (১২ চৈত্র, ১৮৯৩ শক) Friday, April 2, 1971 | মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

স্বদেশজাত নির্ভরশীল
ভারত
ইঞ্জিন ও পাম্প
অ্যাসোসিয়েটেড আয়রন এণ্ড স্টীল কোং প্রাঃ লিঃ
৯০/এন, ব্লক-এ, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩
ফোন-৪৫-৩৪৪৯

কেয়োকার্পিন
আয়ুর্বেদীয়
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

1A

# স্থলে জলে অন্তরীক্ষে পাক ফৌজের সর্বাত্মক অভিযান

যশোর : মুক্তিফৌজ শহর দখল করে অপেক্ষা করছেন শত্রুসৈন্যের। পরিখার ভিতরে আগেকার ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, এখন মুক্তিযোদ্ধা, আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পাহারা দিচ্ছেন খানিক আগে দখলকরা যশোর শহরকে। এই ছবি বৃহস্পতিবার আমাদের ফটোগ্রাফারের তোলা।

পরাস্ত, বিপর্যস্ত পাক-দখলদার বাহিনী এখন মরীয়া হয়ে বাংলা দেশ-এর সর্বত্র মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে। আক্রমণ—জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে দিশেহারা পাক-সেনাদল প্রধানত শহরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট। সর্বত্র পাক-বাহিনীর নগ্ন বীভৎস আক্রমণ। বিমান থেকে ফেলা হচ্ছে নাপাম বোমা, ট্যাংক থেকে বর্ষিত হচ্ছে গোলা, আর সেইসঙ্গে উপকূলবর্তী এলাকায় জাহাজ থেকেও ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ছে গোলা। বৃহস্পতিবার প্রায় সারাদিন স্যাবার জেট নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয়—ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। এর মুখোমুখি মুক্তিফৌজের প্রতিরোধ সংগ্রাম। প্রতিরোধ আরও তীব্র, আরও সংহত। নতুন নতুন মুক্তাঞ্চল তৈরি হচ্ছে। ঢাকার কাছে জয়দেবপুরের অস্ত্র-কারখানা মুক্তিফৌজের দখলে।

এক কথায় বলা যেতে পারে : পাক-সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন আছে ঢাকা শহরের কয়েকটি এলাকায়। আর চট্টগ্রাম, রংপুর, সৈয়দপুর, যশোর, রাজশাহী ও কুমিল্লার শহরাঞ্চলে। অন্যদিকে মুক্তিফৌজের আওতায় : ময়মনসিংহ জেলা পুরোপুরি। রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহীর অধিকাংশ। ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের শহর এলাকার বাইরে সর্বত্র। যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনা জেলার পশ্চিমবঙ্গ-সীমান্তবর্তী এলাকা।

মঙ্গল ও বুধবার—দু'দিন ধরে জঙ্গীশাহী পশ্চিম পাকিস্তানে সিংহল ও চীনের মধ্য দিয়ে বিমানে, জাহাজে প্রচুর সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী আমদানী করেছে।

বিভিন্ন রণাঙ্গনে সংগ্রামরত মুক্তিফৌজের ইউনিটগুলিকে একই কমানডের অধীনে আনা এবং পরস্পরের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে।

সারাদিন ধরে মুক্তি ফৌজ ও পাক-দখলকার বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও খুলনায়। ক্যানটনমেনট ও বিমান-ঘাঁটি বাদ দিয়ে যশোরের সর্বত্র মুক্তি ফৌজের আধিপত্য অক্ষুণ্ন। মুক্তি ফৌজের আক্রমণে পিছু হটার আগে যশোর শহরে পাক-বাহিনী আগুন লাগিয়ে দেয়। ক্যানটনমেনট-এর পাক-সেনাদের আজ বিমান থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী পাঠানো হয়েছে।

কুমিল্লার প্রচণ্ড গোলাগুলি বর্ষণ করেও মুক্তি ফৌজকে কাবু করতে পারেনি। মেঘালয়ের সমীপবর্তী শ্রীহট্ট শহরেও পাক-সেনারা আজ প্রচণ্ড দাপটে আক্রমণ চালায়। এখানে পূর্ব পাক রাইফেল বাহিনী মুক্তি ফৌজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলেছে। রংপুর ক্যানটনমেনটের মুক্তি ফৌজের আধিপত্য অক্ষুণ্ন। খালিশপুরে পূর্ব পাক রাইফেলস-এর প্রায় ৬০০ জনকে শ্রম-শিবিরে আটক রাখা হয়েছে। আসাম থেকে পাওয়া খবরে প্রকাশ, রাজশাহী ও নবাবগঞ্জে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে মুক্তি ফৌজের সহায়ক পুলিশবাহিনীর ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ৭০ জন পুলিশ অফিসার নিহত হয়েছেন বলে খবরে প্রকাশ। চট্টগ্রামে পূর্ব পাক রাইফেল-এর সদর দফতরটি পাক-সেনারা দখল করে নিয়েছে।

কয়েকটি জায়গায় মুক্তি ফৌজ ও পূর্ব-পাক রাইফেলস-এর গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে। ঢাকার কাছে জয়দেবপুরের অস্ত্র নির্মাণ কারখানাটি

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

## হিন্দুদের উপর বেপরোয়া অত্যাচার

আগরতলা থেকে পি টি আই-এর সংবাদে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ভারতের সমর্থনের জন্য আক্রোশবশত পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু অধিবাসীদের প্রতি বেপরোয়া অত্যাচার চালিয়েছে।

## রেডক্রশের বিমান ঢাকায় যাওয়ার অনুমতি পায়নি

জেনিভা, ১ এপ্রিল—বাংলাদেশ-এর জন্য ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে রেডক্রস বাহিনীর একটি বিমানকে পিন্ডি কর্তৃপক্ষ ঢাকায় যাওয়ার অনুমতি দেননি। ২ দিন অপেক্ষা করার পর বিমানটি করাচি থেকে ফিরে গিয়েছে। —এ পি

## দখলদারবাহিনীর সেনাপতি বন্দী

কৃষ্ণনগর, ১ এপ্রিল—সীমান্তের অপর পার থেকে এখানে পাওয়া সংবাদে জানা যায়, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খাঁ গত রাত্রে ঢাকা কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেনটে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সম্মুখ লড়াইয়ে আহত হয়ে বন্দী হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধারা অকস্মাৎ ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করেন। দু পক্ষে তুমুল লড়াইয়ের পর জেঃ খাঁ বন্দী হন বলে জানা যায়।

খবরে আরও প্রকাশ, আজ বগুড়া, খুলনা, রংপুর এবং দিনাজপুরে দখলদার পাক বিমান বাহিনী কয়েকবার হানা দিয়েছে। ঐ শহরগুলি মুক্তি ফৌজের দখলে। দখলদার বাহিনী ঐসব এলাকায় আক্রমণও চালায়। —ইউ এন আই

## বাঙালী ব্রিগেডিয়ার মজুমদার বন্দী

শিলং, ১ এপ্রিল—সীমান্তের ওপার থেকে বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া সংবাদে প্রকাশ, চট্টগ্রামের সামরিক আইন প্রশাসক ও পূর্ববঙ্গ রাইফেলস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার বন্দী হয়েছেন।

পঞ্চম পৃষ্ঠায় সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

# পঃ বঙ্গে আবার লোকায়ত সরকার, আজ মন্ত্রিসভার শপথ

স্টাফ রিপোর্টার

শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন,—"এই রাজ্যে হিংসার আগুন নিভিয়ে ফেলাই হবে তাঁদের সরকারের প্রথম কাজ। এতে বহু মানুষ জ্বলে পুড়ে মরছেন।" ঐদিন মন্ত্রিসভা গড়ার ব্যাপারে রাজ্যপালের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণলিপি পাওয়ায় তিনি একথা বলেন। পরে এক বেতার ভাষণে তিনি জনগণকে নতুন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানান। আজ দোসরা এপ্রিল, শুক্রবার বেলা একটায় গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা শপথ নিচ্ছেন। অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী, শ্রীবিজয় সিংহ নাহার উপমুখ্যমন্ত্রী। তার আগে এক বছর চোদ্দ দিন পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাষ্ট্রপতির শাসন তুলে নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যপাল দিল্লিতে এরকম সুপারিশ করেছেন। দিল্লি তা মেনে নিয়েছেন বলে রাজ্যপাল জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে আবার লোকায়ত সরকার হচ্ছে।

অজয়বাবুর কাছে ওই আমন্ত্রণলিপি পাঠিয়ে রাজ্যপাল বলেছেন,—আপনার গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হয়েছি। পরে এক বেতার ভাষণে তিনি বলেন, এই কোয়ালিশনের শরিক ও সমর্থক দলগুলি এবারের নির্বাচনে মোটমাট মোট ভোট পেয়েছেন ৭১ লক্ষ ৬০ হাজার ৭৭টি ভোট। এই সংখ্যা প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৫৪·০৪ ভাগ। সুতরাং এই কোয়ালিশন কেবলমাত্র সমর্থক সদস্যদের নিয়েই গরিষ্ঠ নয়, ভোটের হিসাবেও গরিষ্ঠ।

### ২০ জন পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী, ৫ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী

আগে কথা ছিল পি এস পি (সংযুক্ত) থেকেও একজন মন্ত্রী করা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দল কোয়ালিশনের সমর্থক হিসাবে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মন্ত্রিসভায় যোগ দিচ্ছেন না। অতএব, আজ কুড়িজন পুরো মন্ত্রী ও পাঁচজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ধরে মোট পঁচিশজন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে শপথ নিচ্ছেন। আজ সকালে অজয়বাবু এই তালিকা রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এই কুড়িজন পুরোমন্ত্রীর মধ্যে নবকংগ্রেসের চোদ্দ, বাংলা কংগ্রেসের এক, প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগের এক, পি এস পি (গণতান্ত্রিক সংহতি) এক, এস এস পি (বিপ্লবী) এক এবং মুসলিম লীগের দুজন থাকছেন। আর পাঁচজন রাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে নব-কংগ্রেসের চার ও মুসলিম লীগের

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

## কোন মন্ত্রী কোন দফতর পাচ্ছেন

আজ অজয়বাবুর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। এই মন্ত্রিসভায় যাঁরা থাকছেন, তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া হল। কে কোন দফতর পাচ্ছেন, মোটামুটি তার একটা আভাসও।

### পূর্ণ মন্ত্রী

১। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়—মুখ্যমন্ত্রী। সাধারণ প্রশাসন এবং স্বরাষ্ট্র (পুলিশ)।

২। শ্রীবিজয়সিংহ নাহার—উপ-মুখ্যমন্ত্রী। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, পরিবহণ, স্বরাষ্ট্র (নির্বাচন ও

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

## বাংলাদেশের সীমান্ত উন্মুক্ত

আগরতলা, ১ এপ্রিল—ত্রিপুরা থেকে সমস্ত সীমান্ত আজ অরক্ষিত, উন্মুক্ত।

গণ বিপ্লবকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সামরিক আইন প্রশাসন পূর্বাঞ্চলের সমস্ত আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে পাক বাহিনী সরিয়ে এনেছে। ওরা এখন বিদ্রোহ দমনের কাজে লেগেছে। —পি টি আই

## 'আলমগীর' ধ্বংস

শিলং-এর খবর : নির্ভরযোগ্য সংবাদে জানা গিয়েছে, পাকিস্তান নৌবাহিনীর আলমগীর জাহাজটি মুক্তি ফৌজের কমানডোরা ধ্বংস করেছে। বাংলা দেশের আন্দোলন দমন করতে যে ছয়টি জাহাজ সৈন্য বোঝাই করে চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছে, এটি তারই একটি। —ইউ এন আই

## বোমা বিধ্বস্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

সুখময় পণ্ডিত

১ এপ্রিল। খানিক আগে পাকিস্তানী স্যাবার জেট এই শহরে বোমা বর্ষণ শুরু করে। আগরতলা থেকে আমিও এসে পৌঁছেছি আজ সকালে। এসেই বিপদ। এই রিপোর্ট আগরতলায় পাঠাচ্ছি। সেখান থেকে কলকাতায় আমাদের অফিসে পৌঁছবে কিনা বুঝতে পারছি না। বাংলাদেশকে পিণ্ডির কবল থেকে পুরোপুরি মুক্ত করার জন্য শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি ফৌজ সর্বস্বপণ করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

সবকিছু অটল বাংলা দেশের মুক্তি ফৌজকে ধূলিসাৎ করার জন্য

অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানী ফৌজের কামানের গোলায় ধ্বংস একটি গ্রাম। —বৃহস্পতিবার আমাদের ফটোগ্রাফারের তোলা ছবি।

উঁচুদের মিস্ত্রীরা
ফরমাইকা
ডেকোরেটিভ ল্যামিনেট ব্যবহার করতে বলেন।

ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন। উনি বিলক্ষণ জানেন। ওঁর কাজে উনি গর্ববোধ করেন আর বলেন, 'সেরা কাজ পেতে হলে ফরমাইকা ল্যামিনেট ব্যবহার করুন!'

ফরমাইকা ল্যামিনেট আবরণী হিসেবে চমৎকার ও দীর্ঘস্থায়ী। টেবিল, ডেস্ক, শেলফ ও কাউন্টারের ওপর এবং কাবার্ড, ক্যাবিনেটে ও প্যানেলিংয়ের জন্য ব্যবহার করুন। এটি পরিষ্কার করা সহজ। তাপ সইতে পারে। আঁচড় বা দাগ পড়তে দেয় না। বছরের পর বছর নতুনের মতো দেখায়।

ফরমাইকা ল্যামিনেট যে কোন সময় পছন্দ করার মত পান। বৈচিত্র্যময় রঙে ও প্যাটার্নে পাবেন। প্রত্যেকটি ডিজাইন ম্যাট ও গ্লস ফিনিশে পাবেন। যাঁরা পার্থক্য বোঝেন তাঁরা ফরমাইকা ব্যবহার করতে বলেন—কেননা এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ডেকোরেটিভ ল্যামিনেট।

বিনামূল্যে ফরমাইকা ডেকোরেটিভ ল্যামিনেট বিষয়ে আমাদের আকর্ষণীয় পুস্তিকার জন্য লিখুন।

এই কুপনটি ভরে ডাকে পাঠিয়ে দিন :
ডিপার্টমেন্ট নম্বর: 31-PR,
ফরমাইকা ইণ্ডিয়া লিমিটেড পি. ও. বক্স ৩৪, পুণা-১
নাম
ঠিকানা
শহর রাজ্য

FORMICA

● ফরমাইকা ফরমাইকা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক এবং ভারতে ফরমাইকা ইণ্ডিয়া লিমিটেড ইহার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী।

ভারতে এবং ১২০টি অন্যান্য দেশে ডেকোরেটিভ ল্যামিনেটের একটাই নাম—ফরমাইকা।

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল, আতারক্ত।
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার:—

| | বার্ষিক | ষান্মাসিক | ত্রৈমাসিক |
|---|---|---|---|
| কলিকাতা | ৭৭.০০ টাকা | ৩৯.০০ টাকা | ২০.০০ টাকা |
| সডাক | | | |
| ভারতে | ৯৫.০০ টাকা | ৪৮.০০ টাকা | ২৪.৫০ পয়সা |
| ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে | ১৮৫.০০ টাকা | ৯০.০০ টাকা | ৪৭.০০ টাকা |
| বিমান ডাকে | | | |
| আসাম | ১১৮.০০ টাকা | ৬০.০০ টাকা | ৩১.০০ টাকা |
| ভারতের অন্যান্য স্থানে | ২৫১.০০ টাকা | ১০০.০০ টাকা | ৬৫.৫০ পয়সা |
| রবিবাসরীয় সংখ্যা | | | |
| ভারতে | ১৪.০০ টাকা | ৭.৫০ পয়সা | ×××× |
| ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে | ২৯.০০ টাকা | ১৫.০০ টাকা | ×××× |

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।


### কর্মখালি

হাসপাতালের কাজ জানা অভিজ্ঞ অথবা স্বল্প অভিজ্ঞ ধাত্রী বাড়ীর কাজের জন্য প্রয়োজন। কার্যস্থান কলিকাতা বয়স ২৫—৩৫। বেতন ১৫০—২৫০ টাকা যোগ্যতা অনুযায়ী। বয়স এবং পূর্ণ বিবরণ সহ আবেদন করুন: বক্স নং ৪৯৬৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯১)

ভবানীপুর জগুবাজারে সর্বাজ বিক্রীর জন্য অভিজ্ঞ যুবক চাই। বক্স নং ৪৯৫০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭২)

### শিক্ষক-শিক্ষিকা

রসিকগঞ্জ বিদ্যাসাগর জুনিয়র হাই স্কুলের জন্য ২ জন বি-এ ও ১ জন বি এস-সি শিক্ষক প্রয়োজন। সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন। পোঃ নিমতলা, জেলা মেদিনীপুর। (বি ও ৪৫২)

### অভিনেতা-অভিনেত্রী

বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য অভিনেতা ও অভিনেত্রী আবশ্যক। বয়স (২২—৩৫) আবেদন করুন। বক্স নং ৪৮৬৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১১৮৯)

### ভাড়া বা লীজ

কলিকাতার সন্নিকটে একটি সুসজ্জিত নাট্যশালা লোভনীয় শর্তে ভাড়া দেওয়া যাইবে। যোগাযোগ করুন:—ডাঃ ঘোষ, ১০ ওয়াটারলু স্ট্রীট, কলিকাতা-১ (ফোন—২৩৮৮৫৯) সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা। (সি ১১৭৪)

### ব্যক্তিগত

"For pant Italion. Pant American Pant English. Pant Tedy boy "KOHINOOR" there at Amherst Street and at Gariahat Bridge".
4680A

### ঔষধ ও চিকিৎসক

বিবাহের পূর্বে অথবা পরে কোনো প্রকার দুর্বলতা অথবা জটিল ব্যাধি অনুভব করিলে এবং পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ করুন। স্পেশ্যাল ক্লিনিক। ১২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭। ফোন: ৩৪-৩৪৫৪। (৪৯৭৯এ)

### ব্যবসা-বাণিজ্য

দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য গ্রহরত্নসমূহ মূল্যতালিকা পাঠান হয়। জেমস স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ। চুনি, পান্না, মুক্তা, প্রবাল, গোমেদ, রক্তমুখী নীলা, ক্যাটস আই, হীরা, পোখরাজ। ১১২নং মনোহরদাস স্ট্রীট, কলি-৭। ফোন ৩৩-৫১৪৩। (৪৮৯৪ এ)

### স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

**রয়েল কলেজ**

১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো, শিয়ালদহ। টাইপরাইটিং, শর্টহ্যান্ড, স্পোকেন ইংলিশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান ও হিন্দি ক্লাশে ভর্তি চলিতেছে। শাখা: ৪৭/২, বিধান সরণি ('দর্পণা'র পাশে); ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট ('হরলালকা'র পাশে); ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড, খিদিরপুর। (৪৮৪৭ এ)

### স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

**মাত্র ৩০, টাকায়**

টেলারিং শিক্ষা অথবা ট্রানজিসটার রেডিও তৈয়ারী শিক্ষা অথবা টেলিফোন অপারেটিং শিক্ষা। আপনি ইহার যে কোন একটি ৩ মাসের মধ্যে শিখিয়া অবসর সময়ে বাড়ীতে বসিয়া অর্থ উপার্জন করিতে পারেন। উক্ত কনসেসনে মাত্র ২৫ জন ভর্তি করা হইবে। ভর্তি ফি পৃথক। রয়েল কলেজ, ১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো, শিয়ালদহ। শাখা:—৪৭/২, বিধান সরণি ('দর্পণা'র পাশে); ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট (হরলালকা'র পাশে); ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, খিদিরপুর। (৪৪৮৬ এ)

**কনসেসনে ভর্তি চলিতেছে**

টেলিফোন অপারেটিং/টেলারিং/হাতে-কলমে ট্রানজিস্টার রেডিও তৈয়ারী করা —ইহার যে কোনও একটি ৩ মাসের ভিতর শিখিয়া শিক্ষান্তে আপনি মাসিক ২৫০, হইতে ৩০০, উপার্জন করিতে পারেন। বেতন ৩ মাসের জন্য ৩৫,। ভর্তি ফি পৃথক। এই কনসেশনে মাত্র ৫০ জন ছাত্র ও ছাত্রী ভর্তি করা হইবে। অল্প লেখাপড়া জানা থাকিলেই চলিবে। ভি টি কলেজ, ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীট, কোলে মার্কেটের বিপরীতে, শিয়ালদহ। (৪৪৮০ এ)

### নোটিশ

১৯৭১ সালের কোম্পানি দরখাস্ত নং ২৩
১৯৭১ সালের কোম্পানি আবেদন নং ১৪
**কলিকাতা হাইকোর্ট**
**আদিম অধিক্ষেত্র**
১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে
—এবং—
উক্ত আইনের ১০১ ধারা অনুসারে
—এবং—
মডার্ন হাউস অ্যান্ড ল্যান্ড ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানি লিমিটেড, ১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইন অনুসারে সমিতিবদ্ধ ও ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ব্যাখ্যানুযায়ী একটি বর্তমান কোম্পানি, উক্ত অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত ৯ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা ঠিকানায় নিজস্ব রেজিস্টার্ড অফিস সম্বলিত কোম্পানি সম্পর্কে............**দরখাস্তকারী**

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত কোম্পানির মূলধন ১০,০০,০০০, টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ৯,০০,০০০, টাকা করা সম্পর্কে অনুমতি লাভের জন্য ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে কলিকাতাস্থ হাইকোর্টে এক দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছিল এবং ২২শে জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখের এক আদেশ অনুসারে উক্ত কোম্পানির ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ তারিখে যেরূপ ছিল সেইমত ঋণ, দাবি ও দায় সম্পর্কে একটি তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়। উক্ত তারিখ মত যে ঋণ, দাবি ও দায় সম্পর্কে তদন্ত করা হইবে তাহার জন্য কোম্পানি কর্তৃক পাওনাদার হিসাবে স্বীকৃত ব্যক্তিদের একটি তালিকা এক টাকা ফী আদায় দিয়া অফিসের প্রচলিত সময়ে ৯নং গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা ঠিকানাস্থ কোম্পানির অফিসে কিংবা কোম্পানির অ্যাটর্নি শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তীর অফিসে দেখা যাইবে।

কোন ব্যক্তি উক্ত ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ তারিখে এইরূপ কোন ঋণ, দাবি বা দায় সম্পর্কে কোম্পানির পাওনাদার ছিলেন বলিয়া ও এখনও আছেন বলিয়া যদি দাবি করেন এবং যাঁহার নাম উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই ও এইরূপে তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এইরূপ কোন দাবি থাকিলে তাঁহার নাম ও ঠিকানা ও তাঁহার দাবির বিবরণ এবং তাঁহার অ্যাটর্নি বা অ্যাডভোকেটের নাম ও ঠিকানা ২২শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে ১০নং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অবশ্যই পাঠাইবেন, অন্যথায় তিনি মূলধনের প্রস্তাবিত হ্রাস সম্পর্কে আপত্তি জানাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন।

তারিখ, ১৯শে মার্চ, ১৯৭১
বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী
কোম্পানির পক্ষে অ্যাটর্নি
(সি ১১৮৭)


## বাংলাদেশকে সাহায্য না দেওয়ায় রাজনারায়ণ ক্ষুব্ধ

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল—বাংলা দেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না বলে এবং সেখানকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অস্ত্র সরবরাহ দেওয়ার জন্য তিনি যে প্রস্তাব করেছিলেন তার প্রতি সরকারী উদাসীনতার প্রতিবাদে এস এস পি নেতা শ্রীরাজনারায়ণ আজ রাজ্যসভা-কক্ষ ত্যাগ করেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির পর সভার কাজ শুরু হতেই শ্রীরাজনারায়ণ উঠে দাঁড়ান এবং বাংলা দেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতিদানের দাবি জানান। থামতে বলা সত্ত্বেও তিনি বক্তৃতা চালিয়ে যান। সভাপতি তাঁর বক্তৃতার কিছু কিছু অংশ বিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন।

শ্রীমহাবীর ত্যাগী (আদি কং), শ্রীচন্দ্রশেখর (নব কং) ও শ্রী এম এস ভাণ্ডারী (জ-স) শ্রীরাজনারায়ণকে কয়েকটি বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন কিন্তু তাঁরাও শ্রীনারায়ণের মূল দাবি সমর্থন করেন।

কিছু পরে আবার আলোচনা শুরু হয় কিন্তু শ্রীরাজনারায়ণ বলেন যে, সরকার বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর কোন দাবি মানছেন না তাই তিনি সভাকক্ষ ত্যাগ করছেন।

—ইউ এন আই


### রেলওয়ে

**পূর্ব রেলওয়ে**

**সুবিধা হারে হিল স্টেশন রিটার্ন টিকিট**

ভ্রমণকারী জনসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, এই বৎসর প্রচলিত হিল কনসেসন রিটার্ন টিকিট প্রবর্তিত হইবে না।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট
জি ১০/৬/পিআরও/কমঃ—১ (৪৯৮০)

### টেণ্ডার

**মিলিটারী এঞ্জিনীয়ার সার্ভিসেস**

কম্যাণ্ডার ওয়ার্কস এঞ্জিনীয়ার্স, ব্যারাকপুর, পোঃ অঃ ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক (১) ইছাপুরের এম এস এফস্থিত ৭৬নং গানফোর্জ বিল্ডিং-এর সম্প্রসারণের জন্য ৫০,০০০ গ্যালন ক্যাপাসিটির ওভারহেড ট্যাঙ্ক এবং আর সি সি সারফেস ট্যাঙ্ক নির্মাণ, (২) ইছাপুরের এম এস এফস্থিত ৭৬নং গানফোর্জ বিল্ডিংএর সম্প্রসারণের জন্য এক্সটার্নাল ওয়াটার সাপ্লাই (ডিস্ট্রিবিউশন ও হেভী ডিউটি পাম্প)এর জন্য ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। কাজের আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দ ১·৫২ লক্ষ টাকা ও ১·৬৬ লক্ষ টাকা।

বিশদ বিবরণের জন্য ৩১-৩-৭১ তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল দ্রষ্টব্য।
ডি এ ভি পি-৬৪৩(১২৩৯)৭০ (৪৯৮২)

### কোম্পানী নোটিশ

**ওয়েডেল (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড**

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ৬৪০-বি ধারা অনুযায়ী এতদ্দ্বারা কোম্পানীর সদস্যদিগের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ১লা মে, ১৯৭১, তারিখ হইতে কোম্পানীর ম্যানেজার হিসাবে মিঃ সি এল ফারনান্দেজকে প্রদেয় পারিশ্রমিক বৃদ্ধি সম্পর্কে অনুমোদনলাভার্থ কোম্পানী ল বোর্ডের নিকট কোম্পানী আবেদন করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

বোর্ডের আদেশানুসারে
ওয়েডেল (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
**এফ সি এইচ রুস্তমজী**
ডিরেক্টর

রেজিস্টার্ড অফিস
১০৩, পার্ক স্ট্রীট
কলিকাতা
তারিখ ২৯শে মার্চ, ১৯৭১
(৪৯৩৯)

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ট্রেন-কাম-স্টীমার সার্ভিসেস ভায়া মণিহারীঘাট**

যেহেতু সাহেবগঞ্জ ঘাটে অবতরণস্থল ১-৪-৭১ তারিখের পরও চালু থাকিবে, সেই হেতু ১-৪-১৯৭১ তারিখ হইতে কার্যকর সময়-তালিকায় প্রকাশিত স্টীমার-কাম ট্রেন সার্ভিসের সময়-সূচী নিম্নোক্তমত পরিবর্তিত হইবে—

| ২-এম এস | | | ১-এম এস |
|---|---|---|---|
| ৬-১০ | ছাঃ সাহেবগঞ্জ | পৌঃ | ২০-৩৫ |
| ৬-৪০ | পৌঃ | ছাঃ | ২০-০০ |
| স্টীমার | সাহেবগঞ্জঘাট | স্টীমার | |
| ৭-৩০ | ছাঃ | পৌঃ | ১৯-১০ |
| ৯-০০ | পৌঃ মণিহারীঘাট | ছাঃ | ১৭-১০ |

হাওড়া/শিয়ালদহ এবং সকরিগলি ঘাটের মধ্যে ১৩ আপ/২-এম এস ডাউন এবং ১-এম এস আপ/৩২৮ ডাউন ট্রেনের সঙ্গে যে একটি কম্পোজিট ১ম ও ৩য় শ্রেণীর থ্রু সার্ভিস ক্যারেজ চলাচল করে, তাহা ঐসব ট্রেনের সঙ্গে হাওড়া/শিয়ালদহ এবং সাহেবগঞ্জ ঘাটের মধ্যে চলাচল করিতে থাকিবে।
জি/১০/১/পি আর ও/কপস—১

চীফ অপারেটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
(৪৯৮১)


# পঃ বঙ্গে আবার লোকায়ত্ত সরকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একজন। মন্ত্রিসভায় যোগদানকারী এই ছয়টি দল ছাড়াও সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আদি কংগ্রেস ও পি এস পি (সরকারী) এই কোয়ালিশনকে সমর্থন করছেন। নব-কংগ্রেস এম এল এ শ্রীনেপালচন্দ্র রায় খুন হওয়ার পর দলগুলির এম এল-এদের সংখ্যা ১৪০ দাঁড়িয়েছে। নির্বাচনের আগে নির্বাচনপ্রার্থী খুন হওয়ায় তিনটি কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত আছে। নেপালবাবুর শূন্য আসন ধরে বিধানসভার মোট ২৮০টি আসনের মধ্যে এখন সক্রিয় সদস্যদের সংখ্যা ২৭৬। মন্ত্রিসভা গড়ার ব্যাপারে দরকার ১৩৯।

### 'গণতান্ত্রিক অধিকার বৃদ্ধি ও সংহতি রক্ষা'

দিল্লিতে নবকংগ্রেস হাইকমান্ড-এর কাছে রাজ্যের নবকংগ্রেস মন্ত্রীদের তালিকা চূড়ান্ত করে বিজয়বাবু, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় বৃহস্পতিবার বিকালে কলকাতা ফেরেন। এখানে এসেই বিজয়বাবু সোজা অজয়বাবুর বাড়িতে গিয়ে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের শরিক ও সমর্থক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে স্থির হয়, এই সরকার পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট 'গাইড লাইন' দরকার। সরকারের চরিত্র হবে বামঘেঁষা ও গণতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক কোন আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বৃদ্ধি ও গণতান্ত্রিক সংহতি দৃঢ় করাই হবে সরকারের উদ্দেশ্য। রাতে এক বেতার ভাষণে অজয়বাবু বলেন, গণতান্ত্রিক নীতি তুলে ধরা হবে তাঁদের সরকারের অভিপ্রায়।

### ভূমি নীতি

অজয়বাবুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে ভূমি ও ভূমিরাজস্ব সম্পর্কে এই নীতিগুলি নির্ধারিত হয়—১। মন্ত্রিসভা গড়ার এক শ' দিনের মধ্যে সরকারী খাস জমি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে; ২। সরকার নিযুক্ত কোন সংস্থায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যেসব কৃষকদের হাতে খাস বা খাস নয় জমি আছে, তাদের উচ্ছেদ করা চলবে না এবং ৩। সরকারী এই নীতি কার্যকর করার ব্যাপারে সহযোগিতা ও বেনামী কোন জমি থেকে থাকলে তা খুঁজে বের করার জন্য কৃষকদের উদ্দেশে আবেদন প্রচার করা হবে।

### ১৯৫২-র পর এটি হবে অষ্টম মন্ত্রিসভা

১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে এই রাজ্যে আজ অষ্টম মন্ত্রিসভা গড়তে চলেছে। এই নিয়ে অজয়বাবু পর পর তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। তাঁকে ধরে এ পর্যন্ত এই রাজ্যে বিবাহিত কোন ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেননি। বাহান্ন সালের আগেও যে মন্ত্রিসভা ছিল তার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তিনি অবিবাহিত। ডঃ ঘোষ ও অজয়বাবু ছাড়া আর যাঁরা এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন তাঁরা হলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। এই দুজনও অবিবাহিত।

### রাইটারস বিলডিং-এ আইন-শৃংখলা নিয়ে বৈঠক

বৃহস্পতিবার রাইটারস বিলডিং-এ আইন ও শৃংখলা নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক মুক্তি সংগ্রাম রাজ্যে রাজনৈতিক দলীয় সংঘর্ষ এবং হত্যাকাণ্ড-সহ হামলাদির জন্য যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, বৈঠকে সে নিয়ে প্রধানত আলোচনা হয় বলে প্রকাশ। এছাড়া লোকায়ত্ত সরকার গঠনের প্রাক্কালে বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কেও পর্যালোচনা হয়।

মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীবি বি ঘোষের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীবি আর গুপ্ত, আই জি শ্রীপি কে বসু, পৃথক আলোচনা হয়। সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের জি ও সি শ্রী চৌধুরীও এদিন মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন।

### পি এস পি'র (সরকারী) সিদ্ধান্ত

পশ্চিমবঙ্গের প্রজা সমাজতন্ত্রী দল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তাঁরা বাইরে থেকে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারকে সমর্থন করে যাবেন, মন্ত্রিসভায় যোগ দেবেন না।

বৃহস্পতিবার দলের বর্ধিত কর্মসমিতির দ্বিতীয় দফার বৈঠকের ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিনের বৈঠকে দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীসমর গুহ এম পিও ছিলেন।

বর্তমানে এই পি এস পি'র এম এল এ সংখ্যা দুই।

### উপদেষ্টাদের কাজ শেষ

অজয়বাবুর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সরকারী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার মুখ্যসচিব শ্রীএন সি সেনগুপ্ত সাংবাদিকদের বলেন যে শপথ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পূর্বে কোন সময় রাষ্ট্রপতির শাসন তুলে নেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যপালের উপদেষ্টাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। উল্লেখ থাকে যে ১৯৭০ সালের ১৬ মারচ তারিখে অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পদত্যাগ করার পর ১৮ মারচ তারিখে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয়েছিল।

পাঁচজন উপদেষ্টার মধ্যে শ্রীএ কে ঘোষ (বিদ্যুৎ) এবং শ্রী এস মল্লিক (ভূমি রাজস্ব) ইতিমধ্যেই ছুটির দরখাস্ত করেছেন। বাকি তিনজন উপদেষ্টা অবসর প্রাপ্ত সরকারী অফিসার। তাঁদের নতুন নিয়োগের প্রশ্ন নেই। তাঁরা উপদেষ্টা না থাকলেও বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে তাঁরা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

মুখ্যসচিব জানান যে, মন্ত্রী ও রাষ্ট্রমন্ত্রীদের জন্য রাইটারস বিলডিং-এ কয়েকটি ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে। ২৫জনের বেশি মন্ত্রী হলেও ঘরের অসুবিধা হবে না।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট ঘরটি এদিনই নতুন করে সাজানো হয়েছে। ঘিয়ে রং-এর ডিসটেমপার করা হয়েছে দেয়ালে। ঘোড়ার খুরের আকারের বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলটি-ঝকঝক তকতক করছে। টেবিলটি ঘিরে গদি আঁটা বড় বড় চেয়ার।

মন্ত্রীরা কে কোন ঘরে বসবেন তা এখনো ঠিক হয়নি। আজ শুক্রবার তা ঠিক হবে। মুখ্যমন্ত্রীই সাধারণত এটা ঠিক করেন। তবে তাঁর পাশের ঘরটি দখল করবেন উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিংহ নাহার। আগের দুবার এ ঘরটি তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর দখলে ছিল। মন্ত্রীদের ঘরের সামনে নামের প্লেট বসতেও দু তিনদিন দেরি হবে।

### ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের বিবৃতি

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের সভাপতি শ্রীসুব্রত মুখার্জি ও পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীসুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এক যুগ্ম বিবৃতিতে আজ বেলা বারোটার মধ্যে রাজভবনের কাছে ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস কর্মীদের নিজ নিজ ইউনিটের ফেসটুন ও পতাকা সমেত উপস্থিত হতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

## খুনজখম বন্ধ করা নতুন সরকারের প্রথম কাজ

—বিজয়সিং নাহার

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার রাত্রে শ্রীবিজয় সিং নাহার দিল্লি থেকে ফিরে কলকাতায় বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, নতুন সরকারের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে খুন জখম বন্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন।

তিনি বলেন, শুক্রবার মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের পরই তিনি ভাবী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনায় বসবেন এবং যাতে তিন চার দিনের মধ্যে খুন জখম বন্ধ করা হয় সেই ব্যবস্থা করা হবে।

## মন্ত্রীদের দফতর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৩। শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ—অর্থ।
৪। শ্রীআবদুস সত্তার—ভূমি ও ভূমিরাজস্ব।
৫। ডাঃ জয়নাল আবেদিন—স্বাস্থ্য।
৬। শ্রীসন্তোষ রায়—পূর্ত ও গৃহ।
৭। শ্রীআবুল বরকত আতাউল গণি খান চৌধুরী—সেচ।
৮। ডাঃ গোপালদাস নাগ—শ্রম।
৯। শ্রীঅজিত পাঁজা—বিচার ও পরিষদীয় বিষয়ক।
১০। শ্রীজগদানন্দ রায়—সমবায়।
১১। অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত—শিক্ষা।
১২। শ্রীজ্ঞানসিং সোহনপাল—ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প।
১৩। শ্রীআব্দুর রউফ আনসারি—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।
১৪। শ্রীসীতারাম মাহাতো—ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ।
১৫। শ্রীকমল হেমব্রম—বন ও সরবরাহ।
১৬। শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র—খাদ্য ও দুগ্ধ।
১৭। শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস—পশু ও পশুপালন।
১৮। শ্রীদেওপ্রকাশ রাই—তপশীল, উপজাতি কল্যাণ ও পর্যটন।

**রাষ্ট্রমন্ত্রী**

১। শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাস।
২। শ্রীঈশ্বর টিরকে।
৩। শ্রীরথীন তালুকদার।
৪। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নস্কর।

**মুসলিম লীগের তিনজন**

মুসলিম লীগের মন্ত্রী ও রাষ্ট্র-মন্ত্রীদের তালিকা বৃহস্পতিবার রাত্রে সরকারিভাবে ভাবী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় হাতে পাননি। কিন্তু যতদূর জানা গিয়েছে আজ, শুক্রবার সকালে পৌঁছে যাবে। বেসরকারিভাবে আমরা জানতে পেরেছি এই দলে পূর্ণমন্ত্রী ২ জন হচ্ছেন—শ্রী এ কে এম হাসানুজ্জামান এবং শ্রীনাসিরুদ্দীন খান, আর রাষ্ট্রমন্ত্রী একজন হচ্ছেন মতন্দর সামায়ন বিশ্বাস। তাঁরা দফতর পাচ্ছেন—শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি, ক্ষুদ্র সেচ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প।

**মুখ্য সচেতক**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক হচ্ছেন শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ।

### ভারত সেবাশ্রম সংঘের সেবাকেন্দ্র

ভারত সেবাশ্রম সংঘের সহসভাপতি স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী বিজয়ানন্দ পেট্রাপোলে সেবাকেন্দ্র খুলেছেন। একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও খোলা হয়েছে। সংঘ 'বাংলা দেশে'র সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে সেবা কাজ চালাবেন। সংঘের প্রধান কার্যালয় ২১১, রাসবিহারী এভেনিউ, কলকাতা—১৯-এ সাহায্যাদি নেওয়া হচ্ছে।

# পাক ফৌজের সর্বাত্মক অভিযান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাদের দখলে। ময়মনসিংহে অবাঙালী পাক-সেনাদের ঘিরে ফেলে বন্দী করা হয়। সুনামগঞ্জ, সামসেরনগর ও তেহাপাড়ায় মুক্তি ফৌজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীহট্টে পাক-সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরু হওয়ার আগে স্থানীয় পুলিশবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানী ডেপুটি কমিশনারকে বন্দী করে।

রাজশাহীতে পাক-সেনারা অবতরণ করে হেলিকপটারের সাহায্যে। এখানে পাক-সেনাবাহিনী মরটারের সাহায্যে আক্রমণ চালায়।

আজ প্রায় ছয়টি পাক-বিমান ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় বোমাবর্ষণ করে। ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় শিল্পাঞ্চলের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়।

আগরতলায় পাওয়া একটি খবরে প্রকাশ, ঢাকা শহরের প্রায় ৭৫ শতাংশ অধিবাসী ও কুমিল্লা শহরের প্রায় ৮০ শতাংশ বাসিন্দা শহর ছেড়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে।

মুক্তি ফৌজ দিনাজপুর শহর ও ঠাকুরগাঁও শহর পুনর্দখল করেছে। কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা থেকে টেলিফোনে শ্রী আবু আমেদ আবজালুর রশিদ পি টি আই-এর সংবাদদাতাকে জানিয়েছেন, পাক-হানাদাররা পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও জানান, ঢাকা শহর, এবং যশোর রাজশাহী ও খুলনার কতকাংশ পাক-হানাদারদের দখলে এখনও রয়েছে।

আজ অপরাহ্ণ থেকে ঢাকা রেডিও আবার চালু হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই জঙ্গী-কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের বাসিন্দাদের উদ্দেশে এক হুমকি দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রাস্তাঘাটে যেসব অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে তা সরিয়ে নেওয়া হোক। অন্যথায় শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

**পাক বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ করছে** দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা, কুষ্ঠিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, নোয়াখালি জেলার মাইজদির উত্তরাঞ্চল, ফেণী, সিলেট ও চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামে জাহাজ থেকে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে।

**গোলন্দাজ বাহিনী ব্যবহার করা হচ্ছে:** চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, যশোর, রংপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও খুলনায়।

**প্রচণ্ড লড়াই চলছে:** ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সুনামগঞ্জ, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজসাহী, পার্বতীপুর, রংপুর, সৈয়দপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া।

**ট্যাংক ব্যবহার করা হচ্ছে:** ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, রংপুর, সৈয়দপুর ও দিনাজপুরে।

রংপুর সাঁজোয়া বাহিনীর সদর দফতর, ইয়া-মুজিব বৈঠকের সময়েই ট্যাংক বাহিনীকে রেলপথে দেশের অপরাপর কেন্দ্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে এদের সরিয়ে নিয়ে তড়িঘড়ি বিমানে ঠেসে ওদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলা দেশে। ওরা আসছে যথারীতি সিংহল হয়ে।

লাহোরে ১৪ বছরের উপর সব তরুণদের উদ্দেশ্যে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, তোমারই ভরসা, তোমরা পাকিস্তানকে বাঁচাও।

এবার চলুন রণাঙ্গনে। সেখানে জ্বলছে যশোর শহর। জ্বলছে রাজসাহী কুষ্ঠিয়া, চুয়াডাঙ্গা। ছোড়া হয়েছে নাপাম বোমা। তাই ওরা জ্বলছে। সেনারা চালাচ্ছে অকথ্য অত্যাচার। শহর ও আশেপাশের লোকজনরা ভারতে ঢুকে পড়ছে। তাঁরা কেউ কেউ বলছেন, মুক্তি ফৌজের আরও অস্ত্র চাই, আরও সেনা চাই। না হলে যশোর হয়ত হাতছাড়া হয়ে যাবে।

জঙ্গী ফৌজ শুরু করেছে সর্বাত্মক অভিযান—স্থল, নৌ, বিমান সব বাহিনীর সাহায্য নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা রংপুর, বগুড়ায়।

বুধবার রাত্রে সিলেটের জকিগঞ্জের অস্ত্রাগারটি মুক্তি যোদ্ধা প্রাণপণ লড়াইয়ে জিতে নিয়েছেন। ওখানে বন্দী হয়েছে চব্বিশজন জঙ্গী সেনা।

কুমিল্লা ও রংপুরের ক্যানটনমেনটে মুক্তি সেনারা ওদের ঘিরে ফেলেছেন। একটিও গাড়ি বার হচ্ছে না, বাইরে বার হচ্ছে না একটাও জঙ্গী সেনা। পুরা কুমিল্লা অঞ্চলেই যেন আজ থমথমে নীরবতা।

বৃহস্পতি সিলেট, মৈমনসিং ও রংপুর জেলায় চলছে প্রচণ্ড লড়াই। গুরু গুরু আওয়াজ শোনা গেছে মেঘালয়—পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত থেকে বুধবার ও বৃহস্পতিবার সারাটা বেলা শুনেছেন ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীরা।

একই আওয়াজ পাওয়া গিয়েছে ডাউকি ও চেরাপুঞ্জির সীমান্তে। চলছে জোর লড়াই। একটি লড়াই কম করে খতম হয়েছে ৯জন পাকিস্তান পাক সৈন্য।

পাক বিমান নির্বিচারে রাজসাহী, কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও যশোরের উপর প্রচণ্ড বোমা ফেলে যাচ্ছে।

পাক জেট বগুড়াতেও বোমা ফেলেছে। গোটা শ্রীহট্ট এলাকায় পশ্চিম পাক সেনাবাহিনী ও মুক্তি ফৌজের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলছে।

সামসেরগঞ্জে মুক্তিফৌজ এক হেলিকপটারকে গুলি করে নামিয়েছে।

ছাত্ররা গোপন সংস্থা খুলেছেন। ওরা সবরকমে সাহায্য করছেন মুক্তিফৌজদের।

এদিকে খবর, অসামরিক পশ্চিম পাকিস্তানীদের বাংলাদেশ থেকে আক্রমণ শুরুর দিন থেকেই বিমানে করে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

যশোরে একটি গ্রামের ৫০ জন অধিবাসীকে বাসে করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ওরা বাস থামিয়ে সকলকে গুলি করে মেরেছে।

রংপুর শহরের থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আজ সকালে পশ্চিম পাক বাহিনীর একজন লেফটেনানট করনেল ও একজন ক্যাপটেনকে খতম করেছেন।

ফুলবাড়ি থানার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে।

মুক্তি ফৌজের ৪ জন আহত সৈনিককে গতকাল রাত্রে গুরুতর আহত অবস্থায় মালদহ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

সিলেটের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে আজ পাক সৈন্যরা গুলি করে মেরেছে।

মনু সেন একজন বিশিষ্ট স্থানীয় নেতা। তাঁকে এবং তাঁর বাড়ির সবকয়জনকে আজ মেরে ফেলা হয়।

আসামের প্রাক্তন মন্ত্রী বি এন মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভবন 'খাজাঞ্চিবাড়ি'টিও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটি ছিল আওয়ামী লীগের সিলেট জেলার প্রধান কার্যালয়।

### ১১ জন পাক হানাদারের আত্মসমর্পণ

গতকাল রাত্রে ত্রিপুরায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে ১১ জন পাক হানাদার আত্মসমর্পণ করেছে। এর মধ্যে ২ জন আছে অফিসার।

কুষ্টিয়া জেলার দর্শনায় গতকাল একদল ক্রুদ্ধ শহরবাসীর হাতে পাঁচজন পাক-সেনা প্রাণ হারিয়েছে। তাদের গলা কেটে ফেলা হয়েছে।

—পি টি আই, ইউ এন আই

### স্বাধীন বাংলা বেতার নীরব

শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি ফৌজের 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনেও নীরব।

### রেড ক্রশের শরণাপন্ন হতে হবে

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ১ এপরিল—রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল উ থানট ভারত সরকারকে জানিয়েছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থার ফলে যারা বিপন্ন হচ্ছে তাদের ত্রাণকার্যের জন্য ভারত যদি আন্তর্জাতিক সাহায্য চায় তবে তাকে রেড ক্রশের আন্তর্জাতিক কমিটির শরণাপন্ন হতে হবে।

খবরটি আজই জানা গেল। সেক্রেটারি জেনারেলের মুখপাত্র শ্রীরামাসিস নাসিফ আজ এই খবর সমর্থন করেন। তবে রেড ক্রশ সম্পর্কে উ থানট বরাবরই এই নীতি মেনে চলেছেন কী না তা তিনি নথিপত্র না দেখে বলতে পারবেন না।

—পি টি আই

## অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বি কে ডি-র দাবি

নয়াদিল্লি, ১ এপরিল—ভারতীয় ক্রান্তি দলের মতে, এই সময় ভারত সরকার যা করতে পারেন তাহল বাংলা দেশে শেখ মুজিবর রহমানের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতিদান।

আজ এখানে এক বিবৃতিতে দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রকাশবীর শাস্ত্রী বলেন: তাঁর দল মনে করে, এখন সরকার নিছক সহানুভূতি প্রকাশ করে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না।

### বর্ধমান ৪০০টি বাস দেবে

বর্ধমানের খবর: বাংলা দেশের জনগণের জন্য ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর ব্যাপারে যে ভারতীয় সংস্থা গঠন করা হবে, বর্ধমান জেলা বাস মালিক সমিতি সেই কাজে ৪০০টি বাস দিয়ে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গতকাল এখানে এক সভায় সমিতি মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর পাকিস্তান সরকারের 'বর্বর নির্যাতনেরও' নিন্দা করেছে।

নিরাপত্তার দাবিতে জেলার দুই হাজার বাস মালিক ও কর্মীর ধর্মঘট আজ সাতদিনে পড়ল।

### বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের নিন্দা

শান্তিনিকেতনের খবর: বিশ্বভারতী অধ্যাপক সভা বাংলা দেশের জনগণকে বেপরোয়া হত্যার তীব্র নিন্দা করেছেন।

গত মঙ্গলবার এখানে সভার বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে ভারত সরকারকে অবিলম্বে বাংলা দেশের প্রজাতন্ত্র সরকারকে স্বীকৃতি দিতে এবং বিষয়টি রাষ্ট্রপুঞ্জে তুলতে অনুরোধ জানানো হয়।

### সিনথিতে মিছিল

আমাদের ধানবাদের সংবাদদাতার খবর: বাংলা দেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর ইয়াহিয়া খানের জঙ্গী বাহিনীর বর্বর আক্রমণ এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গতকাল সিনথিতে এক বিরাট মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। সোস্যালিসট ইউনিটি সেনটার এই মিছিলের উদ্যোক্তা। মিছিলকারীরা ইয়াহিয়াশাহীর বিরুদ্ধে এবং 'বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেবার দাবি জানিয়ে বিভিন্ন ধ্বনি দেন।

মিছিলে ইয়াহিয়ার প্রতিকৃতি পোড়ানো হয়।

## বাংলাদেশকে ভারতের স্বার্থেই স্বীকৃতি দিতে হবে

নয়াদিল্লি, ১ এপরিল—আজ লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে বিতর্ককালে প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন (নি) বলেন যে, বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি না দিয়ে সরকার ভুল করছেন। ভাবালুতা বা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে নয়, নিছক ভারতের নিজের স্বার্থের কথা ভেবেই স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

স্বীকৃতি দিতে দেরি করে ভারত নিজের সীমান্তে পাকিস্তানী সৈন্য সমাবেশের ঝুঁকি নিচ্ছে এবং বাংলাদেশে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে। এর পরিণামে বাংলাদেশ আর এক ভিয়েতনামে পরিণত হওয়ার আশংকা।

শ্রীমেনন বলেন যে, বাংলাদেশে যা ঘটছে তা প্রকৃতই একটি জাতীয় বিপ্লব। পাকিস্তান সেখানে গণহত্যা চালাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কেন যে চুপ করে বসে আছেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

শ্রীমেনন এইসঙ্গে পূর্ব জারমানি ও উত্তর ভিয়েতনামকেও স্বীকৃতি দিতে বলেন।

রাজ্যসভার বিতর্কে শ্রীবাঁকাবিহারী দাস (পি এস পি) গরিবী হটানোর জন্য সরকার কিছুই করছেন না বলে অনুযোগ জানান। নির্বাচনে কোন কোন প্রার্থী দারুণ রকমের খরচ করেছেন বলে তিনি অনুযোগ করেন এবং এ বিষয়ে তদন্ত দাবি করেন। দলত্যাগ বন্ধের জন্যও তিনি ব্যবস্থা নিতে বলেন।

শ্রীপ্রফুল্ল গোস্বামী (নব কং) বলেন যে, নির্বাচনে জনগণ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ চেয়েছেন। এখন সেজন্য কাজ করতে হবে।

শ্রীদয়াভাই প্যাটেল (স্ব) জানতে চান যে, দারিদ্র্য মোকাবিলায় সরকার কী করছেন।

শ্রী এম এস গুরুপদস্বামী (আদি কং) মূল্য, বেতন ও আয় সম্পর্কে জাতীয় নীতি ঘোষণার দাবি জানান।

—ইউ এন আই

## পাক বেতারে ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১ এপরিল—পাকিস্তান বেতারে আজ বলা হয়েছে, ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত প্রধান শহর ও দেশের অভ্যন্তর অঞ্চল 'শান্ত' আছে।

আরও বলা হয়েছে, আজ কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়নি। ঢাকা শহর এখন বেশ কর্মব্যস্ত। আরও অনেক দোকান খুলেছে এবং ক্রেতার সংখ্যা রোজই বাড়ছে।

বেতারে সামরিক আইন অনুযায়ী এক ঘোষণা উদ্ধৃত করে শহরের অধিবাসীদের সতর্ক করে দিয়ে নিজ নিজ বাড়ির সামনের অবরোধ সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। অবরোধ অপসারণে কেউ বাধা দিলে তাকে গুলি করে মারা হবে।

### ৪৫ জাহাজ খাদ্য প্রেরণ

পাকিস্তানী সৈনাদের খাদ্যের অত্যন্ত অভাব দেখা দিয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেলেও পাকিস্তানী বেতারে আজ বলা হয়েছে, খাদ্যসম্ভার নিয়ে ৪৫খানি পাকিস্তানী জাহাজ পূর্ব পাকিস্তানের দিকে যাচ্ছে।

—পি টি আই

## বাংলাদেশকে বাঁচাতে তিনটি ব্যবস্থা দরকার

—কর্পূরী ঠাকুর

পাটনা, ১ এপরিল—সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের চেয়ারম্যান শ্রী কর্পূরী ঠাকুর আজ বলেন: বাংলা দেশকে বাঁচাতে তিনটি জরুরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

এখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রী ঠাকুর বলেন: আমরা যদি বাংলা দেশকে রক্ষা করতে চাই, তবে বাংলা দেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে, রাষ্ট্রপুঞ্জকে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি ফৌজকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দিতে হবে। তিনি বলেন: নিছক মুখের কথায় কিছুই হবে না।

—ইউ এন আই

## মহীশূর বিধানসভায় এস ভি ডি-র গরিষ্ঠতা দাবি

বাঙ্গালোর, ১ এপরিল—আদি কংগ্রেস সমর্থিত সংযুক্ত বিধায়ক দল (এস ভি ডি) ২১৩ জন সদস্যবিশিষ্ট (বর্তমান) মহীশূর বিধানসভায় তাঁদের সমর্থনে সন্দেহাতীতভাবে গরিষ্ঠতা রয়েছে বলে আজ দাবি করেন এবং মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তাঁদের নেতা শ্রী এস গোপাল গৌড়াকে আমন্ত্রণ জানাতে রাজ্যপালকে অনুরোধ করেছেন।

শ্রী এম নাগাপ্পার (এস এস পি) নেতৃত্বে এস ভি ডির একটি প্রতিনিধি দল আজ সকালে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের সঙ্গে দেখা করেন এবং তিনজন সদস্যের নামের তৃতীয় তালিকা তাঁর কাছে দাখিল করেন। এই তিনটি নাম যুক্ত হওয়ার পর এস ভি ডির সমর্থনকারী সদস্যসংখ্যা এখন ১০৯ দাঁড়িয়েছে।

প্রকাশ, রাজ্যপাল তাঁদের দাবি পরীক্ষা করে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন এবং এস ভি ডিকে সমর্থন করছেন আদি কংগ্রেসের ৯০ জন সদস্যের নামের তালিকাও তিনি চেয়েছেন।

নব কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সমর্থনকারী সদস্যদের নামের তালিকা রাজ্যপালের কাছে এখনও দাখিল করা হয়নি।

এস ভি ডি আজ যে তিনজন সদস্যের নামের তালিকা দাখিল করেছেন তাঁরা হলেন: শ্রী টি আর সামানলা (জনতা পারটি), শ্রী এন এ চেনলে গৌড়া এবং শ্রীভেংকটগিরিয়াপ্পা (উভয়েই নির্দল)।

—ইউ এন আই ও পি টি আই

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

## শতবর্ষ আগে

### গ্রাম্য পথিকের উপর কর

দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় (১৫ ফিব্রুআরি ১৮৫৩) লিখিত হয়েছেঃ "শ্রুনিতেছি পুলিস সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মহাশয় সংপ্রতি এক সাধারণ লিপি এই মর্ম্মে প্রকাশ করিয়াছেন যে পল্লীগ্রামস্থ পথ সকল পরিষ্কার ও মেরামৎ করিবার জন্য প্রত্যেক পথিকের উপর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর নির্দ্ধারণ হইবে, সেই কর দ্বারা যে টাকা উৎপন্ন হইবেক তাহাতে পথ সকল নিয়মিতরূপে মেরামৎ হইবেক, তদর্থে স্থানে স্থানে কর সংগ্রাহক মনুষ্যের অবস্থান জন্য এক এক ক্ষুদ্র গৃহ হইবেক। এজন্য সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় গৃহ নির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থান নিমিত্ত তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন।...ফলে নিয়মটী বড় মন্দ নহে, কিন্তু দুঃখি প্রজাদিগের পক্ষে ক্লেশকর সম্ভাবনা। দেখা যাউক কি হয়।"

✻

### ব্রহ্মযুদ্ধে ইংরাজের পরাজয়

প্রভাকর স্থানান্তরে (২২ ফিব্রুআরি) লিখেছেন ঃ "রেঙ্গুণের পত্রে ব্যক্ত করে যে এ পর্য্যন্ত তথাকার যুদ্ধ কিছুই শেষ হয় নাই, বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, দোনাবিউ নামক স্থানে মগদিগের সহিত ব্রিটিস সৈন্যের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ইংরাজেরা সংপূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক রণস্থলে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, বিপক্ষেরা অতি ভয়ানক-রূপে যুদ্ধ করিয়াছিল।..."

—কল্পতরু (সঙ্কলিত)

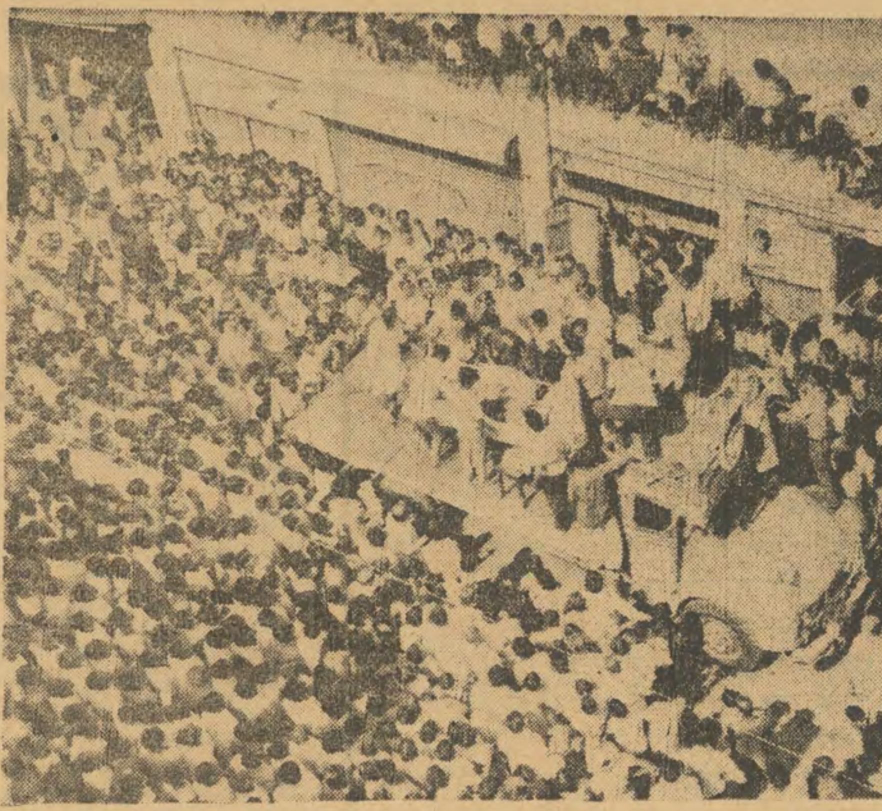

নেপাল রায়ের মৃতদেহ নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে শোকযাত্রা। —নিজস্ব চিত্র

# নেপাল রায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন

**স্টাফ রিপোরটার**

বৃহস্পতিবার দুপুরে নিমতলা মহাশ্মশানে নব কংগ্রেস নেতা শ্রীনেপাল রায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। শ্রী রায়ের পুত্র শ্রীমান জয়ন্ত মুখাগ্নি করেন। তার আগে শ্রী রায়ের মরদেহ নিয়ে এক বিরাট শোক মিছিল উত্তর কলকাতার বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে।

বেলা এগারোটা নাগাদ শোক-মিছিলটি শ্যামবাজার পাঁচমাথা মোড় ছাড়িয়ে ভূপেন বসু অ্যাভেনিউ ধরে অগ্রসর হবার সময় তার উপর কয়েকটি বোমা পড়ে। মিছিলে উত্তেজনা দেখা দেয়। বহুলোক উত্তেজিতভাবে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করেন। আশপাশের দোকানগুলি বন্ধ হয়ে যায়। নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় অবস্থা শীঘ্রই শান্ত হয়। শোক মিছিল এগিয়ে চলে।

মিছিলের জন্য বেলা দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত কলেজ স্ট্রীট, রাজাবাজার, গ্যালিফ স্ট্রীটের লাইনের ট্রাম বন্ধ থাকে।

শ্রী রায়ের তিন মেয়ে টোকিও থেকে শনিবার কলকাতায় আসবেন।

**জোড়াবাগান বন্‌ধ**

শ্রী রায়ের হত্যার প্রতিবাদে এদিন জোড়াবাগান বনধ পালিত হয়। ওই অঞ্চলে ট্রাম বাস চলেনি। দোকান-পাট স্কুল বাজারও বন্ধ থাকে।

জোড়াবাগান কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত নব কংগ্রেস এম এল এ শ্রী রায়কে মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর অফিসে একদল আততায়ী গুলি করে হত্যা করে।

# বেতার বার্তা

**শুক্রবার—২ এপরিল**

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ প্রবোধ চক্রঃ—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ শাশ্বতবাণী; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ দেশবন্দনা; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ কুমকুম চট্টোঃ—রবীন্দ্রসগীত; ৮টা লোকগীতি; ৮-১৫ অঞ্জলি মুখোঃ—নজরুলগীতি; ৮-৩০ নারায়ণরাও যোশী—খেয়াল; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-৫ অতুলপ্রসাদের গান; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ সত্যেন ঘোষাল—ঠুংরী; ৯-৪৫ রমা রায়চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোঃ—সেতার; ১০-৩০ রবীন্দ্রমোহন মৈত্র—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, নৈবেদ্য (ভক্তিগীতি); ১২-৫০ ইং সংবাদ; ১টা সুনন্দা পট্টনায়ক—খেয়াল; ১-৩০ সুগম সংগীত—তালাত মামুদ, ঊমা সাকসেনা—সুনীলকুমার; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ প্রবোধ চক্রঃ—গীটার; ২টা বিচিত্রিতা; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (দশম শ্রেণী)—সৌমিত্র দত্ত—নজরুলগীতি (শরট ওয়েভে); ২-৪৫ রমা রায়চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত (শরট ওয়েভে); ২-৫০ প্রবোধ চক্রঃ—গীটার; ৩টা তৃপ্তি রায়—লোকগীতি; ৩-১৫ অমরনাথ গঙ্গোঃ—আধুনিক; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ ৫টা সময় সংকেত, দামোদর মিশ্র—খেয়াল; ৫-৩০ মায়া চট্টোঃ—ভক্তিমূলক গান; ৫-৪৫ সৌমিত্র দত্ত—আধুনিক; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ তৃপ্তি রায়—লোকগীতি; ৬-৪০ তরঙ্গ; ৭টা পল্লী বেতারগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা সাজবদল ঃ বাংলা নাটক, কাহিনী—মনোজ বসু; ৮-৫০ কুমকুম চট্টোঃ—আধুনিক; ৯টা সত্যেন ঘোষাল—খেয়াল, (বাংলা নাটক); ৯-৩০ অনুরোধের আসর (রবীন্দ্রসংগীত); ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা (লোকগীতি, শরট ওয়েভে) ১০-৩০ অনুরোধের আসর (রবীন্দ্রসংগীত); ১১টা সমাপ্তি।

খ ঃ ১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম ঃ আলোর গান, রবীন্দ্রসংগীত ঃ পরিবেশনায়—'গীতবাণী'; ৬-৫ দিনের আলোয়—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঃ বাংলা কথিকা—অমিত বিশ্বাস; ৬-১০ রাগরঙ—অর্চনা বন্দ্যোঃ—খেয়াল, তবলা সহযোগিতায়—অশোক মৈত্র; ৬-৩০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৬-৩৫ সুরের আলো ঃ সমীর বসু—বেহালা (রবীন্দ্রসংগীতের সুর); ৬-৪০ নানারঙের গান ঃ তাপসী মুখোঃ—অতুলপ্রসাদের গান ও রজনীকান্তের গান, কল্যাণী সাহা—ভজন, নীতা চক্রঃ—লোকগীতি; ৭টা যুব সংবাদ ঃ বাংলা সংবাদ; ৭-৫ শ্রুতিতরঙ্গ ঃ সমীর বসু—বেহালা (রবীন্দ্রসংগীতের সুর); ৭-১০ গীতাঞ্জলি ঃ রবীন্দ্রসংগীত ঃ পরিবেশনায়—'গীতবাণী' ৭-২০ সুরলহরী ঃ যন্ত্রসংগীত; ৭-২৫ দিগন্তের গান ঃ কল্যাণী সাহা—আধুনিক ৭-৩৫ মনোপলি কথাটা আসলে কী ঃ বাংলা কথিকা; ৭-৪০ সুরকল্লোল ঃ সমীর বসু—বেহালা; ৭-৪৫ শাস্ত্রীয় সংগীত; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১টা সময় সংকেত, পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১-৪০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-৫ মেঠোসুর ঃ নীতা চক্রঃ—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণ-কণ্ঠে—স্বরচিত কবিতা পাঠ—গোপালকৃষ্ণ ঘোষ; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ ঃ সমীর বসু—বেহালা; ৫-৩০ যুবসংবাদ ঃ বাংলা সংবাদ; ৫-৩৫ দেউল ঃ কল্যাণী সাহা—ভজন; ৫-৪৫ সুরধ্বনি ঃ সমীর বসু—বেহালা ((রবীন্দ্রসংগীতের সুর); ৫-৫০ কবির সুরে গান ঃ রবীন্দ্রসংগীত ঃ পরিবেশনায়—'গীতবাণী'; ৬টা ইং সংবাদ; ৬-৫ ক্যালকাটা ৭১ ঃ ট্যালেনটস ইন টাউন; ৬-৩০ খেলাধুলার জগৎ ঃ স্পোরটস অ্যান্ড স্পোরটসম্যান ঃ বাংলায় আলোচনা, তরুণী সাঁতারুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঃ জয়ন্তী বিশ্বাস, সাক্ষাৎ করবেন আশিস দত্ত; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা ঃ তপতী মুখোঃ—আধুনিক ও শ্যামাসংগীত; ৬-৫০ রাগরঙ—অর্চনা বন্দ্যোঃ—খেয়াল,—তবলা সহযোগিতায়—অশোক মৈত্র; ৭-১৫ চিঠির উত্তর; ৭-৩০ গানের বৈঠক ঃ নীতা চক্রঃ, রবীন্দ্রসংগীত ও লোকগীতি, তপতী মুখোঃ—অতুলপ্রসাদের গান ও রজনীকান্তের গান, কল্যাণী সাহা—আধুনিক, সমীর বসু—বেহালা (রবীন্দ্রসংগীতের সুর); ৮টা অঞ্জলি মুখোঃ—ভক্তিমূলক গান; ৮-১৫ অমরেন্দ্রনাথ চট্টোঃ—সেতার; ৮-৩০ নারায়ণরাও যোশী—ঠুংরী; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান—অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য; ৯-৪৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ সত্যেন ঘোষাল—খেয়াল; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

**বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান**

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা —রাত ১১-৩০ মিঃ।

ঘ ঃ (সন্ধ্যায়)—৬টা নারায়ণরাও যোশী—খেয়াল ৬-৩০ অমরেন্দ্রনাথ চট্টোঃ—সেতার; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান ৭টা অমরনাথ গঙ্গোঃ—নজরুলগীতি; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ মায়া চট্টোঃ—আধুনিক; ৭-৪৫ দামোদর মিশ্র—ঠুংরী; ৮টা সমাপ্তি।

## দিনপঞ্জিকা

**আজ সপ্তমী ঃ শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা**

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

শুক্রবার, ১৯ চৈত্র, ১৩৭৭ (১২ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ২ এপরিল, ১৯৭১, ৫ শফর। সপ্তমী দিবা ঘঃ ৯।১ মিঃ পর্যন্ত। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ১১।৩৩ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৩২।৪৬ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৪।১৬ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি পাপযোগাদিদোষ। সপ্তমী দিবা ঘঃ ৯।১ মিঃ মধ্যে কিন্তু বারবেলানুরোধে দিবা ঘঃ ৮।৩৪ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীবাসন্তীদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন, সপ্তমী বিহিতপূজা ও সপ্তম্যাদি কল্পারম্ভ। দেবীর দোলায় আগমন। ফলং—দোলায়াং মরকং ভবেৎ। রাত্রি ঘঃ ১১।১৭ মিঃ গতে ১২।৫ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর অর্ধরাত্রবিহিত পূজা। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র চৈত্র (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

শুক্রবার, ১৯ চৈত্র, ১৩৭৭ (১২ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ২ এপরিল, ১৯৭১, ৫ শফর। সপ্তমী দিবা ঘঃ ১।৫৫।৩৪ সেঃ পর্যন্ত। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৩।৪৩।২৬ সেঃ পর্যন্ত ঘঃ ৫।৩৩।১৭ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৭।৫৭ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি পাপযোগাদিদোষ। দিবা ঘঃ ৯।৩৮।১০ সেঃ মধ্যে পূর্বাহ্ণ, কিন্তু কুলিকবেলাদ্যনুরোধে ও স্ব্যাত্মকচরলগ্নচরনবাংশানুরোধে দিবা ঘঃ ৭।৫৯।৫৪ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীবাসন্তীদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন, সপ্তম্যাদিকল্পারম্ভ ও সপ্তমীবিহিত পূজারম্ভ। দেবীর দোলায় আগমন। ফলং—দোলায়াং মরকং ভবেৎ। রাত্রি ঘঃ ১১।১৬।৩৭ সেঃ গতে ১২।৪।৩৭ সেঃ মধ্যে অর্ধরাত্রবিহিত পূজা। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র চৈত্র (শুক্লপক্ষ)।

# শেয়ার বাজার মন্দা চলছে

১ এপরিল—কলকাতা শেয়ার বাজারে প্রায় সব বিভাগেই মন্দাভাব চলছে। আজ লেনদেন খুব কম হয়েছে।

বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল :—

**ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত**

হাতে ডেলিভারি ঃ বিড়লা জুট ২১।২৫ ২১।২০; বরাকর কোল ১২্ ১২।০৬; ডানলপ ইনডিয়া ৩৭।৭৫ ৩৭।৭০; গেসটকিন উইলিয়াম ৩২।৭০; হিন্দ মোটর ১৩।০৫; ইনড কপার ৩।৯০ ৩।৯৬; কেশোরাম ইনড ১৭।৭০; ইনডিয়ান আয়রন ১০।৬০ ১১্; রোটাস ইনড ৬।০৫; জয়শ্রী টি ইনড ১৭।৫০ ১৭।৬২; ওড়িশা

# নব কংগ্রেস নেতার ভ্রাতুষ্পুত্র নিহত

**স্টাফ রিপোরটার**

বৃহস্পতিবার সকালে সিঁথিতে স্থানীয় সমাজসেবী শ্রীসুচারুকান্তি ঘোষ (৪০) খুন হয়েছেন। তিনি নব কংগ্রেস নেতা শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার সহকারী ইনজিনীয়ার ছিলেন।

সুচারুবাবু এদিন সকাল পৌনে ৭টায় সিঁথিতে তাঁর বাড়ি থেকে গাড়িতে বাজার করতে যাচ্ছিলেন। পঞ্চাননতলা লেনে একদল যুবক ড্রাইভারকে ছোরা দেখিয়ে গাড়ি থামায়। সুচারুবাবুকে ঠেলে নামায়। তাঁর গলা, মাথা, হাত ও পেটে নির্বিচারে ছোরা মারতে থাকে। রক্তাপ্লুত অবস্থায় তিনি রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থল থেকে কাশীপুর থানার পথ আধ মাইলের মত। ড্রাইভার সোজা গিয়ে থানায় খবর দেন। পুলিশ অন্য সূত্রে খবর পেয়ে অবশ্য আগেই ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল। ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় সুচারুবাবুকে তাঁর গাড়িতে তোলা হয়। কিন্তু তাঁর গাড়ি কিছুদূর গিয়েই খারাপ হয়ে যায়। তখন একটি ট্যাকসি করে তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং সঙ্কটজনক অবস্থায় সেখানে তাঁকে ভরতি করা হয়। সকাল ৭-৪৫ মিনিটে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চার দিকে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। আমাদের অফিসে ঘনঘন ফোন আসতে থাকে। নানারকম গুজবে শহর মুখর হয়ে ওঠে।

রাত্রি পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। কাশীপুর থানার অফিসার বলেন, "তদন্ত ও তল্লাসি চলছে।"

**কংগ্রেস কর্মী নিহত**

হুগলির মগরা থানার মাঠপাড়ার মাঠে বৃহস্পতিবার দুপুরে কংগ্রেস কর্মী শ্রীবনমালী দাস (৫৫) আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন। পুলিশ এ সম্পর্কে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

মগরা পুলিশ ওইদিন নকশাল নেতা শ্রীদ্রোণাচার্য ঘোষকেও গ্রেফতার করে। তিনি ৫ মাস আগে হুগলি জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

**হাওড়ায় বাস তল্লাসি**

এদিন সকালে হাওড়ায় নেতাজী সুভাষ রোডে সিদ্ধেশ্বরীতলা এলাকায় একটি সামরিক টহলদার ভ্যানের সামনে বোমা পড়ে। ৫২নং রুটের একটি বাস থেকে বোমা ফেলা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। বাসটি তল্লাসি করে কিছুই পাওয়া যায়নি, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাস থেকে ৬জনকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের খবর, পরে সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

**বর্ধমানে ব্যবসায়ী ছুরিকাহত**

বুধবার সকালে বর্ধমান শহরে নতুনগঞ্জে শ্রীনিমাইচাঁদ বাজাজ নামে এক ব্যবসায়ী ছুরিকাহত হয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে এ সম্পর্কে কেউ গ্রেফতার হয়নি।

পুলিশ সূত্রে বলা হয় কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের দ্বারা শ্রীবাজাজ আক্রান্ত হন। পুলিশী তদন্ত চলছে। খবরটি ইউ এন আই-এর।

**নোয়াপাড়ায় এক ব্যক্তি নিহত**

বৃহস্পতিবার দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার নোয়াপাড়ায় শ্রীবিজু ঘোষাল (৩০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন, তিনি সি পি এম সমর্থক বলে পুলিশ জানায়।

পুলিশ সূত্রে বলা হয়, আনন্দমঠ ইসটল্যানড অঞ্চলে তাঁর রক্তাপ্লুত মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। দেহে ধারালো অস্ত্রের ক্ষত চিহ্ন। পুলিশী তদন্ত চলছে।

# চট ও থলের বাজার আরও তেজী

১ এপরিল—নতুন কেনাকাটার হিড়িকে আজ কলকাতায় চট ও থলের বাজার আরও তেজী হয়ে ওঠে। তবে মিল কোন আগ্রহ দেখায়নি। নিচে দর দেওয়া গেল :—

| | এপ: এ:—জু: | জু:—সে: | |
|---|---|---|---|
| ৪০-৭½ | ৬৯্ | ৬৯্ | ৬৯, |
| ৪০-১০ | ৯০।৫০ | ৯১্ | ৯০।৫০ |
| বি-টুইল | ২৪০্ | ২৪১্ | ২৭৪, |

সিমেনট ১৪।৮০ ১৪।৭৫; ওরিয়েনট পেপার ৩৪।৬০ ৩৪।৫৫।

**ক্লিয়ারিং তালিকা বহির্ভূত**

সরকারী ঋণপত্র ঃ ৪% (১৯৭৩) ৯৯।৭৫; ৫½% (১৯৯১) ১০১্; ৫¾% ইস্ট পি (১৯৮২) ১০০।১০।

# সোনা ও রূপা

১ এপরিল—আজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল :—

| | |
|---|---|
| খাঁটি সোনা (স্ট্যান, ১০ গ্রাম) | ১৯৮্ |
| সোনার গহনা (২২ ক্যা, ১০ গ্রাম) | ১৮৪্ |
| রূপার বাট (১ কেজি) | ৫৭৪।৫০ |
| ঐ—খুচরা (,,) | ৫৭৯্ |

# রেলে যাত্রী ও মাল চলাচল বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১ এপরিল—ভারতীয় রেলপথের ১৯৬৯-৭০ সালের বার্ষিক রিপোরট থেকে জানা যায়—আগের বছরের ('৬৮-'৬৯ সাল) তুলনায় আলোচ্য বছরে রেলপথে যাত্রী সংখ্যা শতকরা ৫·৬৯ ভাগ বা ১২ কোটি ৫০ লক্ষ বেড়েছে।

১৯৬৮-৬৯ সালে রেলপথে মোট ২২১ কোটি ৩০ লক্ষ যাত্রী চলাচল করে। '৬৯-'৭০ সালে যাত্রী সংখ্যা ছিল ২৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ। এর মধ্যে শহরতলির ট্রেনগুলিতে যাত্রীর সংখ্যা সাড়ে ৭ কোটি বেশি হয়।

'৬৯-'৭০ সালে রেলপথে মাল পরিবহণের পরিমাণ শতকরা ১·৯২ ভাগ বা ৩৯ লক্ষ টন বৃদ্ধি পায়। ঐ বছরে মোট ২০ কোটি ৭৯ লক্ষ টন পরিমাণ মাল পরিবহণ করা হয়েছে। —পি টি আই

# ভারতীয় বিমানবাহিনীর অনুষ্ঠানে চীনের সামরিক পদস্থ কর্মচারী

নয়াদিল্লি, ১ এপরিল—ইউ এন আই খবর দিচ্ছেন, চীনের সামরিক নৌ বিভাগীয় পদস্থ কর্মচারী হাং চি আজ সকালে এখানে ক্যানটনমেনট অঞ্চলে ভারতীয় বিমান বাহিনীর এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বিমান বাহিনীর কর্মচারীদের বায়ু সেনা এবং বিশিষ্ট সেবা পদক পুরস্কারদান অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য হাং চি এখানে এসেছেন।

তাঁর সঙ্গে এসেছেন একজন দোভাষী।

**গঙ্গার জোয়ার ভাটা**

| | দিবা জোয়ার | রাত্রি আরম্ভ | দিবা ভাটা | রাত্রি আরম্ভ |
|---|---|---|---|---|
| শুক্রবার— | ৪-১৫ | ৪-৩৩ | ৮-৪১ | ৮-৩৬ |

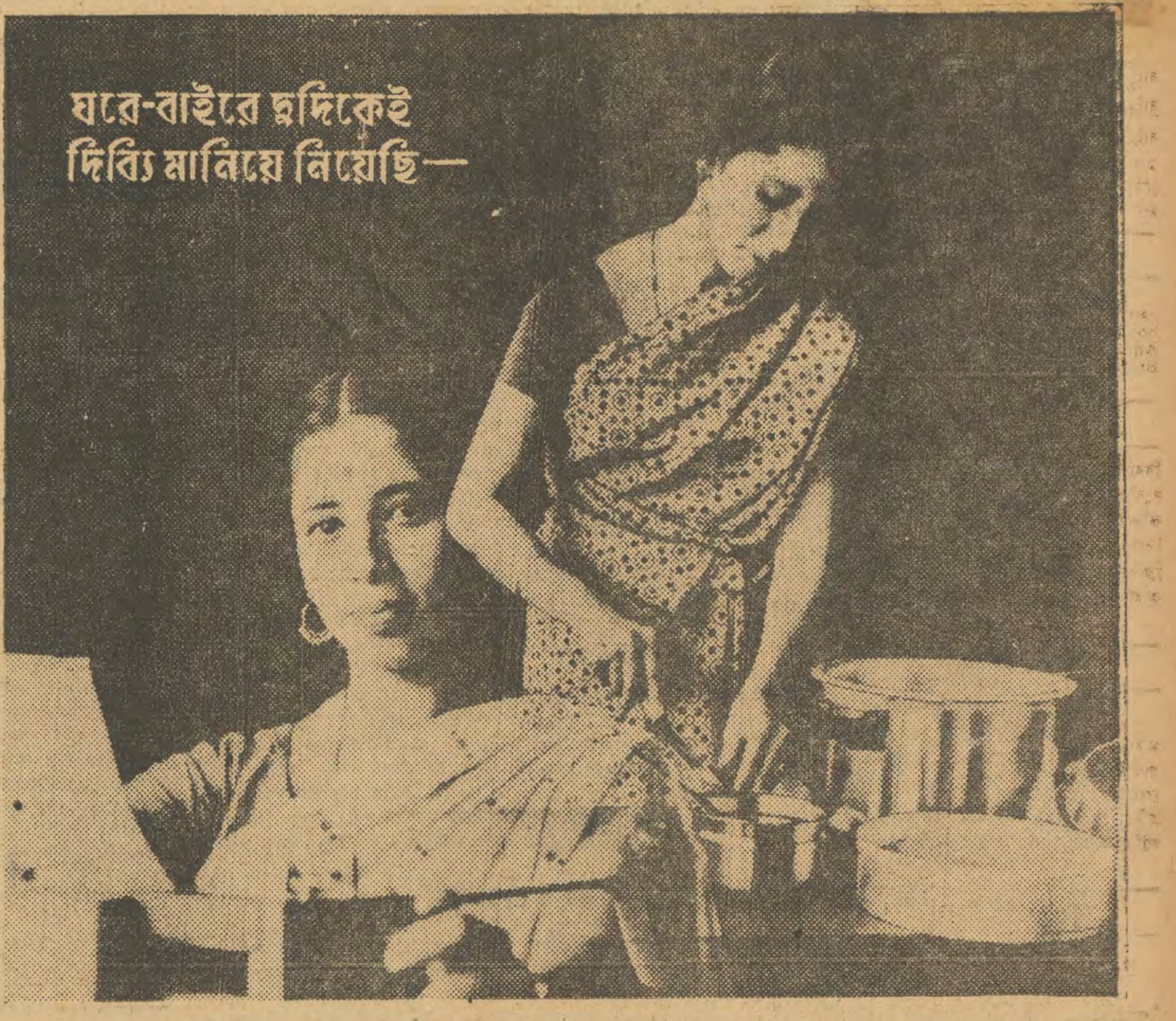


ভাগ্যিস্ প্রেস্টিজ রয়েছে, তাই

প্রেস্টিজ প্রেশার কুকার (বিদেশে রপ্তানীর সময়ে যার নাম প্রীত) আপনার মতো চাকুরে মেয়েদের কথা ভেবেই তৈরী—যাঁরা একাধারে চাকরিবাকরি আবার রান্নাবান্না ও ঘরকন্না সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যেতে চান।

সময় বাঁচাতে হ'লে আপনার চাই প্রেস্টিজ (বা প্রীত)। এমনিতে রান্না সারতে যতটা সময় লাগে এতে তার সিকিভাগ সময়ে খাবার তৈরী হ'য়ে যায়, আর তা'ও একসঙ্গে রকমারি খাবার।

নিখুঁত কাজ পাবেন প্রেস্টিজ ও প্রীত ব্যবহার করলে। এতে জ্বালানি খরচ কমে, রান্নাঘরেও একগাদা বাসনপত্রের দরকার হয় না। প্রেস্টিজে বা প্রীতে রাঁধলে পুষ্টিগুণ বজায় থাকে সবচেয়ে বেশী।

প্রেস্টিজ ও প্রীত কিনলে সারা জীবনের গ্যারান্টি। এছাড়া কেনার পর দেশের যেকোন জায়গায় সার্ভিসের এবং খুচরো অংশ পাবার সুযোগও পাওয়া যাবে।

একটা প্রেস্টিজ কিনে ফেলুন—একাধারে চাকরিবাকরি ও ঘর-সংসারের হাল ধরুন।

প্রেস্টিজ-প্রীত আপনার সেবায় সবসময় তৈরী।

* বিদেশে রপ্তানীর জন্য নাম—প্রীত।

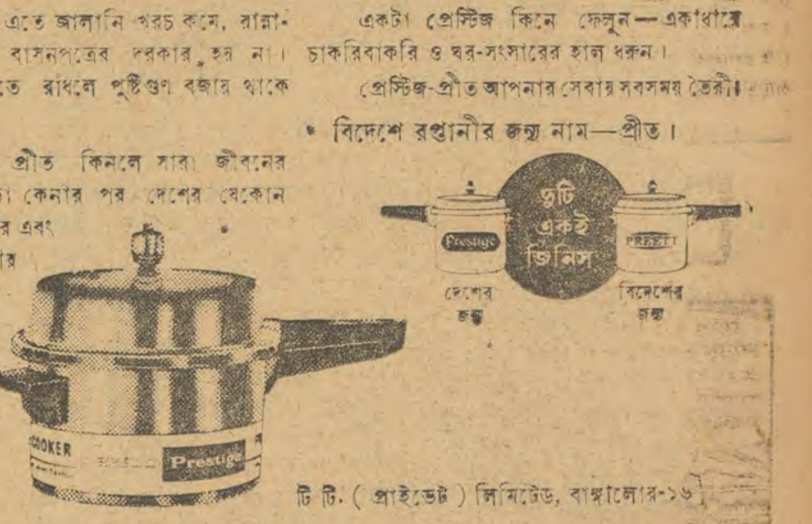


টি টি. (প্রাইভেট) লিমিটেড, বাঙ্গালোর-১৬

পূর্বাঞ্চলের ডিস্ট্রিবিউটর : মেসার্স অ্যালায়েড ডিস্ট্রিবিউটরস, ১৭, পোলক স্ট্রীট, কলকাতা-১

নিম্নোক্ত ঠিকানায় সেল ও সার্ভিস : কলকাতা : মেসার্স অ্যালায়েড ডিস্ট্রিবিউটরস, ১৭ পোলক স্ট্রীট। মেসার্স ব্যামবিনো, গড়িয়াহাট রোড, মেসার্স ধর ব্রাদার্স, চাঁদনি চক। মেসার্স মডার্ন মিউজিয়ম, বিধান সরণি। মেসার্স নেপালশংকর অ্যান্ড কোং, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। এলাহাবাদ : মেসার্স ইউনিভার্সাল ট্রেডারস, কমলা নেহরু রোড। আসানসোল : মেসার্স ঘাণ্ট ব্রাদার্স, জি টি রোড। ভুবনেশ্বর : মেসার্স বার্মা জেনারেল স্টোর্স, ওয়েস্টার্ন মার্কেট বিল্ডিং। ধানবাদ : মেসার্স বর্ধমান গোপটল্লাল আমবানি, রাঠোড় ম্যানসন। দুর্গাপুর : মেসার্স বম্বে ভারাইটি স্টোর্স বেনাচিটি। গৌহাটি : মেসার্স এস জয়ন্তীলাল অ্যান্ড কোং, ফ্যান্সি বাজার। গোরক্ষপুর : মেসার্স বিজয় এজেন্সিজ, টাউন হল মার্কেট। জামশেদপুর : মেসার্স কুলজন, হিন্দুস্তান বিল্ডিংস, বিষ্টুপুর। লখনৌ : মেসার্স মারকস, হজরতগঞ্জ। পাটনা : মেসার্স জি দাস অ্যান্ড সনস, ফ্রেজার রোড। রাঁচি : মেসার্স গুপ্ত স্টোর্স মেন রোড। রাউড়কেলা : মেসার্স ভ্যারাইটি স্টোর্স, মেন রোড। বারাণসী : মেসার্স গিরধরদাস অ্যান্ড সনস, বাঁশফাটক। শিলং : মেসার্স গ্র্যান্ড বাজার, পুলিস বাজার।

আশ্চর্য্য সুন্দর শাড়ী

আশাতীত মূল্য হ্রাস

| গ্রুপ | আসল দাম | এখন |
|---|---|---|
| **আয়রণ জেট** আদেয়ার, টেরিকট প্রভৃতি শাড়ী ... | ২৫·৫০ | ১৮·৫০ |
| **স্টীল জেট** সাউথ ইন্ডিয়ান, টেরিকোটা প্রভৃতি শাড়ী ... | ২৯·৫০ | ২২·৫০ |
| **সিলভার জেট** কটকি, ইরকাল সুতী অলপার প্রিন্টেড ... | ৩৩·৫০ | ২৪·৫০ |
| **গোল্ডেন জেট** চান্দেরী, সিফন জরি প্রভৃতি শাড়ী ... | ৩৮·৫০ | ২৭·৫০ |
| **ডায়মন্ড জেট** কাঞ্জিভরম, ছোটেপাল, সুতী বাটিক প্রভৃতি শাড়ী ... | ৪৫·৫০ | ৩১·৫০ |

এছাড়া বহু আকর্ষণীয় শাড়ী ও পোষাক — খুবই কম দাম।

লাকি ডিপ ও লাকি পুরস্কার

আশা ব্রাদার্স

১১৩/১, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-২৯

ফোন : ৪৭-৯৭৯১

কলিকাতায় আমাদের কোন শাখা নাই


## টেণ্ডার নোটিস

রিজিওন্যাল ম্যানেজারের অফিস, ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

১৫/৩১, এলড্যামস রোড, মাদ্রাজ-১৮

টেণ্ডার নং ই ২(১)/৭১—কিউ সি তাং ২০-৩-১৯৭১

ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার পক্ষে রিজিওন্যাল ম্যানেজার, ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া, মাদ্রাজ-১৮ করপোরেশন কর্তৃক সরবরাহীতব্য রবারাইজড ক্লথ দ্বারা গ্যাস-প্রুফ ফিউমিগেশন কভার সেলাই করা ও মুখ বন্ধ করার জন্য ঠিকাদার নিয়োগের নিমিত্ত সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। সেলাই করা ও মুখ বন্ধ করার কাজ মাদ্রাজের সমস্ত বা যে-কোন ডিপোতে করিতে হইবে।

১৫ টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিয়া ৫-৪-৭১ হইতে ১৫-৪-৭১ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন বেলা ১০টা ও বেলা ৩টার মধ্যে অফিস প্রেমিসেসে টেণ্ডারের কাগজপত্র (হস্তান্তরযোগ্য নহে) পাওয়া যাইবে। যথাযথভাবে পূরণ-করা টেণ্ডার ফরম ২৪-৪-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত রিজিওন্যাল ম্যানেজার, মাদ্রাজ-১৮ সমীপে পৌঁছা চাই এবং সেগুলি সেইদিনই বেলা ৩টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতা বা তাঁহাদের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের সমক্ষে খোলা হইবে। টেণ্ডারের সঙ্গে আবশ্যক বায়না হিসাবে ৭৫০, (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা থাকা চাই। বায়নার টাকা ব্যতীত এবং/বা শর্তসম্বলিত টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। কোন কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন বা সমস্ত টেণ্ডার অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করার অধিকার রিজিওন্যাল ম্যানেজার কর্তৃক সংরক্ষিত।

স্বাঃ অস্পষ্ট
রিজিওন্যাল ম্যানেজার
ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া পক্ষে

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
শুক্রবার, ১৯ চৈত্র, ১৩৭৭

**দিনের বাণী**

পশুকে পশুপতিরূপে পরিণত কর। তোমার সবখানি নিয়ে তুমি গোষ্ঠপতি শ্রীকৃষ্ণময় হয়ে ওঠ। এই তোমার লক্ষ্য।

—শ্রীঅরবিন্দ

# বিপন্ন মানবতার ত্রাণে

একটি দেশ একদা দুই হইয়াছিল। দুই-ই আছে, কিন্তু আজ আবার "এক" হইয়াছে—আবেগে। রাষ্ট্রিক বা রাজনৈতিক কোনও অর্থে নহে। হইয়াছে মানবিক অনুভূতির প্রতিকম্পনে। বুধবার আমাদের সংসদে গৃহীত প্রস্তাবটির যদি কোনও অর্থ, কোনও সার্থকতা থাকে, তবে তাহা এইখানে। জাতির মর্ম-বাণীকে ভাষা দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং, সব দল এক হইয়া ঐতিহাসিক এক অভ্যুত্থানকে অ ভি ন ন্দ ন জানাইয়াছেন। এই ঘটনাও ঐতিহাসিক।

তবু শুভেচ্ছা শুধুই করুণাঘন একটি মুখশ্রী, বাহির হইতে দেখিতে সুন্দর। তাহার কার্যকরতাও আছে কি না সেটা জানিতে ভিতরে দাঁত আছে কি না সেটাও পরখ করিয়া দেখিতে হয়। না থাকিলে "পাশে দাঁড়ানোর" প্রতিশ্রুতিটা নেহাতই রূপক হইয়া দাঁড়ায়। পাশের ঘরে একটি জাতি যখন জীবন-মরণের সংগ্রামে জড়িত, তখন তাহার প্রয়োজন আর প্রত্যাশা লইয়া হাল্কা কথার বেসাতি করার অধিকার আমাদের কেহ দেয় নাই।

আবেগের স্থান হৃদয়ে, যে-হৃদয় দুলিয়া ওঠে। আর সাহায্য অগ্রসর হইয়া আসে প্রসারিত হাতে। সেই হাতের দুইটা রূপ সম্ভব। এক—বজ্রমুষ্টি। দুই—ত্রাণের দান মুঠি খুলিয়া ঢালিয়া দেওয়া। দ্বিতীয়টা যে কত জরুরী তাহা প্রধানমন্ত্রীর অন্য একটি বিবৃতিতেই স্পষ্ট। জাতি-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়িয়া তোলার কথা তিনি বলিয়াছেন। বিপন্ন মানবতার সংকটে এই সংস্থা অর্থ তুলিবে, ব্লাড ব্যাংক স্থাপন করিয়া রক্ত দিবে।

এই বিবৃতির প্রয়োজন ছিল। আজ সারা দেশে যখন হৃদয়ানুভূতি উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, সকলেই কিছু-না-কিছু করিতে চায়, দিতে চায়, তখন সেই সুযোগে কিছু কিছু সুযোগ-বাজও কাজ গুছাইয়া লওয়ার তালে আছে। করুণার ভাণ্ডার ভরিয়া উঠুক সবাকার ঘরে ঘরে, কিন্তু একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ যেন থাকে, আর যে-হেতু "বাংলা দেশ" রাষ্ট্রিক বিভাজন রেখার ওপারে, সুতরাং সরকারী স্তরের আনুকূল্য নহিলে কোনও দানই পৌঁছিবে না। দাতা আর গ্রহীতারা সে-কথা যেন মনে রাখেন। মানুষের ভাবাবেগ ভাঙানোর তুল্য মানবিক অপরাধ অল্পই আছে। আজ প্রয়োজন সর্বার্থসাধক একটি পরিকল্পনার, সমন্বয়ের। নহিলে বেনো জল সব ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

আর সত্য কথা বলিতে কী, পূব-বাংলার কোটি কোটি মানুষ আজ প্রায় শূন্য হাতে যে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে তাহাতে তাহাদের প্রয়োজন অন্য কিছুর। বস্ত্রদান অথবা মুষ্টিভিক্ষা তাহাদের অপমান। এ সেই যুদ্ধ, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। এ সেই যুদ্ধ, যাহা চুলচেরা বিচার, হিসাব, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, লাজলজ্জায় জড়াইয়া পড়িলে সবই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। "জয় বাংলা" বাহিনী একটার পর একটা রণাঙ্গনে অলৌকিক এক প্রাণের পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়াছে। এ কথা যতটা সত্য, ততটা সত্য ইহার বিপরীত চিত্রটাও। আমরা এ দেশে এতকাল যাহারা কফি হাউসে বসিয়া টেবিলে টুকটাক প্রগতির গৎ বাজাইয়াছি, যাহারা সকালের ছোট-হাজরির সঙ্গে বিপ্লব মাখনের মতো মিলাইয়া লইয়াছি, তাহারা সত্য যে কত রুদ্র, কত রূঢ়, কত রক্তাক্ত তাহা সহজে বুঝিব না। একটা সম্পূর্ণ সশস্ত্র বাহিনীর ক্যান্টনমেণ্ট আর এয়ারপোর্ট ছিনাইয়া আনা "মুখেন মারিতং জগৎ" জাতীয় ব্যাপার নয়। ও'রা পারিতেছেন, হয়তো পারিবেন—হয়তো কেন, পারিবেন নিশ্চয়ই—কিন্তু এখনও পারেন নাই।

সর্বশেষ সংবাদ দেখাইয়া দিতেছে যে পিণ্ডির জঙ্গীচক্র—এসব দৈত্য নহে তেমন। স্থলে জলে অন্তরীক্ষে হানাদার বাহিনী মরণ-কামড় দিবে বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের কামানের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে তাহাদেরই বিমানের গর্জন। আগামীকাল অবশ্যই বাংলাভাষী বাংলা দেশবাসীর—কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তাহাদের বাঁচাইবে কে? দুনিয়া শীততাপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া যেন দর্শকের মতো দূর হইতে দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করিতেছে। আজ এমন কেহই কি নাই, কোনও জাতি কি নাই যে সাহসের সঙ্গে ইসলামাবাদী শাসকনায়কদের কঠোর কণ্ঠে বলিয়া দিতে পারে, "এই নিধনযজ্ঞ তোমাদের থামাইতেই হইবে।" যদি না বলে, যদি এমন কেহ না থাকে, তবে বৃথাই সভ্যতার আস্ফালন, বৃথাই গণতন্ত্রের নামে গলাবাজি, বৃথাই সকলের চাঁদায় চলা রাষ্ট্রপুঞ্জ নামক সংস্থাটির অস্তিত্ব ও জীবন। আর-কেহ না বলে তো, অন্তত ভারত বলুক। যে-হেতু সে সবচেয়ে কাছে, তাহারই চোখের সম্মুখে মানবতা দলিত, পিষ্ট, ধর্ষিত ও নিহত হইয়া যাইতেছে। যে-হেতু "বাংলা দেশের" ঘটনা অন্য দিকে মোড় লইলে ভারতের রাজনীতি, রণনীতি, অর্থনীতির উপরও আঘাত আসিয়া পড়িতে পারে। পিণ্ডিচক্র এত নিশ্চিন্ত হইয়া পশ্চিম-সীমান্ত হইতে পূবে সৈন্য চালান দিতেছে কী করিয়া, সেও একটা প্রহেলিকা। সঙ্কোচের শালীন সংযমে জড়াইয়া থাকা দিনে দিনে অর্থহীন হইয়া উঠিতেছে, কেননা এই লেখাটা শেষ করার ঠিক আগের মুহূর্তে খবর পাওয়া গেল পশ্চিম-পাকিস্তানের ইয়াহিয়াশাহী ইতিমধ্যেই ভারতের দিকে আঙুল তুলিয়া নালিশ জানাইয়াছে। ভারত চাক বা নাই চাক, ভারতকে সে আগেভাগে সরাসরি জড়াইয়াছে।

# উন্নয়নের আদিপর্ব

গত চার-পাঁচ মাসে রাজ্য সরকার কলিকাতা মহানগরীর উন্নয়নের জন্য খরচ করিয়াছেন কুড়ি কোটি টাকা, এমন একটা উক্তি শুনিলে চমকাইয়া উঠিবারই কথা। মাসে পাঁচ কিংবা চার কোটি টাকা এই শহরের জন্য খরচ করা হইতেছে অথচ আমরা টেরও পাইলাম না, এতো বিচিত্র ব্যাপার। অথচ তাহাই হইয়াছে। অন্য কেহ নয়, রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি· বি· ঘোষ প্রেস ক্লাবে এক ভাষণে নিজেই জানাইয়াছেন কলিকাতার উন্নয়নপর্ব এখন আর অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে নয়—সে পালা সত্যই শুরু হইয়া গিয়াছে। একটি আধটি নয়, একশতটি প্রকল্পে কাজ চলিতেছে, এবং তাহার ফলে সামগ্রিকভাবে মহানগরী উপকৃত তো বটেই, গোটা পশ্চিমবঙ্গই তা হা র অংশীদার। কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র। তাহার জীবনমরণের সঙ্গে সমগ্র রাজ্যের কল্যাণের প্রশ্ন জড়িত। যতদিন কলিকাতা সমস্যাসঙ্কুল হইয়া থাকিবে ততদিন পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাও মিটিবে না। বস্তুত এতকাল কলিকাতার দিকে নয়াদিল্লি দৃষ্টিপাত করে নাই বলিয়াই এক দিকে যেমন এ শহর ধীরে ধীরে উৎসন্নের পথে গিয়াছে তেমনই বিভ্রাট দেখা দিয়াছে সমগ্র রাজ্যেই।

কলিকাতা যে ভারতবর্ষের অনেক শহরের মধ্যে একটা নয়—আর-পাঁচটা শহরের সঙ্গে তাহাকে যে এক পর্যায়ে ফেলা চলে না—এ বোধ ইদানীং কেন্দ্রের হইয়াছে। এ মহানগরীর উন্নয়নের জন্য কিছু যে করা দরকার, সে কথা তাঁহারা বার বার বলিয়াছেন। প্রতিশ্রুতিও বিস্তর তাঁহাদের পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে। অনেক প্রত্যাশাও তাহার ফলে লোকের মনে জাগিয়াছিল। তাহাদের অনেকগুলিই কিন্তু লয় পাইতে বসিয়াছিল, কেননা প্রতিশ্রুতিপালনের কোনও লক্ষণ লোকের চোখে পড়ে নাই। 'হইবে' 'হইতেছে' শুনিয়া শুনিয়া তাহারা তিতিবিরক্ত হইয়া গিয়াছে। এতদিনে কিন্তু তাহাদের নূতন কথা শোনাইয়াছেন শ্রী বি· বি· ঘোষ। 'হইবে' 'হইতেছে' বলিয়া তিনি লোককে আশ্বাস দেন নাই। তিনি জানাইয়াছেন, কলিকাতা উন্নয়নের কাজে চার-পাঁচ মাস হইল সরকার হাত দিয়াছেন এবং বেশ কিছু টাকাও ইতিমধ্যে খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন।

কাজ কী ধরনের আরম্ভ হইয়াছে তাহার ইঙ্গিতও শ্রী বি· বি· ঘোষ দিয়াছেন। রাস্তা, ট্রামের সড়ক পরিবহণব্যবস্থা, খাল, সেতু, পয়ঃপ্রণালী, জলনিষ্কাশন, জল-সরবরাহ, জঞ্জাল সাফ, হাসপাতালের সম্প্রসারণ ইত্যাদি মহানগরীর উন্নয়ন সংক্রান্ত অনেক সমস্যার দিকেই দেখিতেছি সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কাজ শুধু খাস কলিকাতাতেই হইতেছে না, হাওড়া এবং হুগলি নদীর দুই তীরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উন্নয়নের কাজ চলিতেছে। তবে এ সব কাজ তাড়াহুড়া হয় না—এগুলি সম্পন্ন করিতে যথেষ্ট সময় লাগে। তাহার উপর দীর্ঘকাল অবহেলার ফলে কলিকাতার যে দুর্দশা ঘটিয়াছে তাহার অবসান ঘটানো দুই-এক দিনে বা দুই-এক সপ্তাহে সম্ভব নয়। চমকপ্রদ কোনও কিছু করার সুযোগও এক্ষেত্রে নাই। সেই জন্যই উন্নয়নের কাজ যা চলিতেছে সেটা বিশেষ কোনও চমকের সৃষ্টি করিতেছে না। তাই বলিয়া তাহাদের গুরুত্ব কম নয়।

রাজ্যপালের শাসন শেষ হইতে চলিল। নূতন মন্ত্রিসভা এখন রাজ্যের তাবৎ দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। কলিকাতা ও তাহার শহরতলির ব্যাপক উন্নয়নের যে কাজ আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে সুষ্ঠুভাবে সমাপ্তির পথে লইয়া যাওয়ার ভার তাঁহাদের উপর অর্শাইবে। কাজটা যদি তাঁহারা দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখিতে পারেন তাহা হইলে অনায়াসে তাহাকে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। রাজনীতি আমাদের অনেক কিছুই ভণ্ডুল করিয়াছে, বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়ন যেন সে পঙ্ককুণ্ডে ডুবিয়া না যায়। আর-একটি কথা। যে সমস্ত প্রকল্প চালু হইয়াছে তাহাদের কাজ অবশ্যই অব্যাহত রাখিতে হইবে, দেখিতে হইবে তাহাদের রূপায়ণ যেন স্তিমিত না হয়। কিন্তু মহানগরী ও শহরতলির সমস্যা তো একটি নয়, তাহাদের সংখ্যাও সীমিত নয়। দুই-একটি এমন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে যাহাদের সমাধান আর ফেলিয়া রাখা চলে না। তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে মহানগরীর পরিবহণব্যবস্থা এবং শহরতলির সহিত তাহার যোগাযোগ। একটির জন্য প্রয়োজন পাতাল-রেল, আর-একটির জন্য চক্ররেল এবং হুগলির উপর একাধিক নূতন সেতু। পাতাল-রেল সম্বন্ধে আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পাকাপাকিভাবে সে সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত লওয়া হয় নাই। চক্ররেলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। হুগলিতে দ্বিতীয় সেতু-প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হইয়াছে বটে। কিন্তু একটিতে তো সানাইবে না; আরও সেতু চাই।

# 'মুক্তির আহ্বানে সংগ্রামিকা'

আচার্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার একটি প্রবন্ধে নেপালের দেশরক্ষা-সংগ্রামের ইতিবৃত্ত হইতে গৃহীত একটি ঘটনার কথা লিখিয়াছেন। দেশরক্ষার জন্য নারীর বিস্ময়কর এক মরণপণ প্রয়াসের ঘটনা। দুর্গ দখল করিবার জন্য ইংরাজ সৈন্য তোপ দাগিয়া দুর্গের প্রাচীর চূর্ণ করিয়া দিল। কিন্তু ইংরাজ সৈন্য দেখিয়া বিস্মিত হইল, আর-একটি প্রাচীর দাঁড়াইয়া আছে। নারীরা সারিবদ্ধ হইয়া এবং সুদৃঢ় বাধার প্রাচীরের মতো অবিচল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শংকাহীন আত্মোৎসর্গের একটি অকল্পনীয় দৃশ্য।

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন! ইহা প্রাণের আবেগের একটি প্রকৃতির পরিচয়, যাহা মুক্তির জন্য উদ্বোধিত জাতির সংগ্রামময় জীবনে সব চেয়ে বেশী স্পষ্ট করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। প্রাণের মায়ার তুলনায় তখন দেশের মায়া বেশী প্রবল হইয়া ওঠে। সংবাদে প্রকাশ, ঢাকা মহিলা কলেজের প্রথম বার্ষিকীর ছাত্রী কুমারী রোশেনারা তাঁহার বুকে মাইন বাঁধিয়া পাকিস্তানী ট্যাঙ্কের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার প্রাণ গিয়াছে, কিন্তু মারমুখী সেই পাকিস্তানী ট্যাংকও চূর্ণ হইয়া মরিয়াছে।

কার্থেজের ইতিহাসে ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, নারীরা যুদ্ধের প্রয়োজনে তাঁহাদের জীবনের অনেক প্রিয় সাধ ও সুখের ইচ্ছাকে অকাতরে বর্জন করিতেছেন। কথিত আছে, সৈনিকের ধনুকের ছিলার অভাব হইলে নারীরা তাঁহাদের কেশগুচ্ছ কাটিয়া ছিলা নির্মাণের উপাদানের যোগান দিয়াছিলেন। ইহা মহান আত্মোৎসর্গের ঘটনা অবশ্যই নহে, কিন্তু ইহা নারীর প্রকৃতির একটি ঐতিহাসিক পরিচয় প্রকাশ করিতেছে। মুক্তির আহ্বান আসিলে, দেশ ও জাতির রক্ষার জন্য সংগ্রামের নিশান উড়িলে নারীর প্রাণও সাড়া না দিয়া পারে না। ভারতের শিখ, মারাঠা ও রাজপুতের অভ্যুত্থানের ইতিবৃত্তে নারীর আত্মোৎসর্গের ও বীরত্বময় কৃতিত্বের অনেক ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীকে প্রত্যক্ষ সৈনিকের কর্তব্য লইয়া আবির্ভূত হইতে খুব কমই দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু সে-জন্য নারীর জীবন ঘটনার আঘাত হইতে মুক্ত থাকিতে পারে নাই। পুরুষ সৈনিক রণাঙ্গনের সম্মুখে আসিয়া কঠোর ভাগ্যের পরীক্ষা স্বীকার করিয়াছে, নারী ঘরে থাকিয়াও সেই কঠোর ভাগ্যের অংশভাক্ হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে চারণের সঙ্গীতে এই সত্যটিই ধ্বনিত হইয়াছে—সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির, উঠ বীরজায়া বাঁধ কুন্তল মুছ এ অশ্রুনীর। রণাঙ্গনের সংগ্রামের তুলনায় নারীর জীবনের অঙ্গনের এই সংগ্রাম কম কঠোর নহে।

কুমারী রোশেনারার আত্মোৎসর্গের ঘটনায় নারী-প্রকৃতির সেই সত্যটি আরও মহৎ রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। রণাঙ্গনের আহ্বানও নারীর মনের কাছে কম আকর্ষক নহে। সংবাদচিত্রে দেখা যাইতেছে, ইছাখালির গ্রামের বধূও বন্দুক হাতে লইয়া গ্রামরক্ষার সৈনিকব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের আগস্ট-সংগ্রামে অনেক গ্রামের বধূ কন্যা এবং বর্ষীয়সী মাতাও ব্রিটিশ সৈনিকের উদ্ধত হাতিয়ারের হিংস্রতাকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন, গুলিবর্ষণের সম্মুখে অবিচল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পতাকা হাতে লইয়া এবং গুলিবর্ষণে প্রমত্ত সৈন্যের বাধার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া মৃত্যু বরণ ক রি য়া ছি লে ন মেদিনীপুরের শ্রীমাতঙ্গিনী হাজরা। সেদিন ভারতের হাজার হাজার গ্রাম ও জনপদের মানুষের কাছে জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য হইয়াছিল। শঙ্কাহীন সেই অভ্যুত্থানের ইতিবৃত্ত হাজার হাজার আত্মোৎসর্গের শোণিতাক্ষরে মহিমান্বিত হইয়া আছে। 'অভ্যুদয়' নাটকের সঙ্গীতে নারীর আত্মোৎসর্গপ্রবণ সেই চেতনা ও কৃতিত্বের যে-পরিচয় গুঞ্জরিত হইয়াছিল, বাংলাদেশে তাহাই আবার অভ্যুদিত হইয়াছে।

চল মুক্তির আহ্বানে
সংগ্রামিকা।
চল জনপদবধূ, চল সহোদরা
চঞ্চল পদপাতে, চল
গ্রামিকা।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা খেতে কী দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়নজলে ভাসি॥
তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে—
তখন খেলাধুলা সকল ফেলে তোমার কোলে ছুটে আসি॥
ধেনুচরা তোমার মাঠে পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখিডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই তোমার রাখাল তোমার চাষী॥
ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো তোর পায়ের ধুলা সে-যে আমার মাথার মানিক হবে।
ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে—
আমি পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি॥

[অবিস্মরণীয় এই গানটি রচিত হয়েছিল জাতীয় জীবনের এক অবিস্মরণীয় লগ্নে।

এ-গান প্রথম প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র-সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায়। ১৩১২ সালের আশ্বিন মাসে। রবীন্দ্রনাথের "বাউল" নামক গ্রন্থে এটি প্রথম গ্রথিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ যে-সব গান রচনা করেছিলেন, তারই সংকলন "বাউল"। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে এর সময় নির্দেশ করা হয়েছে : ৩০ সেপটেম্বর, ১৯০৫। "গীতবিতান"-এ "স্বদেশ" পর্যায়ে এটি প্রথম গান।]

# জাতীয় গান জাতির কথা — সব দেশেই

**বিশেষ প্রতিনিধি**

"আমার সোনার বাংলা..." তারপরে আরও কথা। আরও সুর। পুরো উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথের এই গান প্রত্যেক বাঙালীর মুখস্থ। যিনি সব কথা জানেন না, তিনিও গানটি জানেন। অর্থাৎ এই গানের ভাবটি। পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা নাকি এটিকেই গ্রহণ করেছেন জাতীয় সংগীত হিসাবে। ইকবালের কবিতা নয়, বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথের—"আমার সোনার বাংলা!"

সোনার বাংলায় হানাদার নেমেছে। তাদের হাতে খোলা তলোয়ার, জ্বলন্ত মশাল। রুখে দাঁড়িয়েছেন বাঙালী। শুধু রণধ্বনি নয়, এই মুহূর্তে চাই তাঁর হৃদয়ের গান, জাতীয় সংগীত।

পৃথিবীর সব মানুষেরই ধর্ম তাই। জাতির মনের আবেগ ভাষা পায় জাতীয় সংগীতে। জাতীয় সংগীতের জন্ম তাই অনেক সময় আকস্মিক, তাৎক্ষণিক। আনন্দের মুহূর্তে হাসির মতো, যন্ত্রণার মুহূর্তে কান্নার মতো জাতীয় সংগীতের জন্ম জাতির বিশেষ ভাব-মুহূর্তে। বিপ্লবের কালের কথা। স্ট্রাসবারগ-এর মেয়র আক্ষেপ করে বলছিলেন—আহা, এসময়ে ফরাসীদের যদি একটা জাতীয় সংগীত থাকত! কথাটা ইঞ্জিনীয়ার বাহিনীর একজন ক্যাপটেন-এর কানে গেল। নাম তাঁর—রুজ রজেট। এক রাত্তির জেগে তিনি রচনা করলেন বিখ্যাত সেই গান—"মার্সাই" ১৭৯২ সনের এপ্রিলে এক রাত্তিরে সেই সংগীত রচিত। সুরও অ্যামেচার সেই ইঞ্জিনীয়ারের!

ঠিক তেমনই আমেরিকার জাতীয় সংগীত "দি স্টার স্পেঙ্গলড ব্যানার"ও একজন অ্যামেচারের রচনা। এই গানের রচয়িতা ফ্রান্সিস স্কট কে পেশায় একজন আইনজীবী। ১৮১৪ সনে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তাঁর মাথায় আসে এই গান। ইংরাজদের সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি তাঁদের একটি রণতরীতে গিয়েছিলেন। সেই রাত্রে সেই জাহাজ থেকেই প্রবল গোলাবর্ষণ। কে পরদিন সকালে তাকিয়ে দেখেন এত গোলাগুলি সত্ত্বেও দূরে উড়ছে তারকা খচিত মারকিন পতাকা। জন্ম নিল—এই গান। অনেক জাতীয় সংগীতের ইতিবৃত্ত এখনও রহস্যে ঘেরা। ব্রিটেনের জাতীয় সংগীত "ইনটার ন্যাশনাল"-এর রচয়িতা আমরা জানি ইউ পোতিয়ার, কিন্তু কার লেখা ইংল্যান্ডের বিখ্যাত সংগীত "গড সেভ দি কিং"? সে বিষয়ে একাধিক। তর্ক, যতদূর জানি এখনও অমীমাংসিত।

সেদিক থেকে আমরা ভাগ্যবান জাতি। আমরা ভারতীয়েরা, এবং বাংলা দেশের সন্তানেরা। বিরাট তহবিল আমাদের স্বদেশী গানের। বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দে মাতরম" রচনা করেন ১৮৭৫ সনে। এই অপূর্ব সংগীত "আনন্দমঠে" প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সনে। তার পর থেকে বাংলায় অজস্র স্বদেশী কবিতা আর গান। তবে স্বদেশী গানের সুবর্ণ যুগ বলা চলে—বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের বছরগুলো। বাংলা ১৩১২, খ্রীষ্টীয় ১৯০৫ সনের অকটোবরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা। কিন্তু স্বদেশী যুগ কার্যত শুরু হয়ে গেছে আরও ক'মাস আগে, সে বছরই আগস্ট মাসে "বয়কট"-আন্দোলন। সে ঝড়ের অন্যতম কেন্দ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। আর সেই প্রবল ঝঞ্ঝার গীতিকার—রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কলমের ডগায় স্বদেশী গানের প্লাবন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের মধ্যে আসিয়া বাঙালী যুবককে নূতন শক্তিদান করিলেন—জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়া। এই মাসে 'ভাণ্ডারে'র (ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যার প্রথম ভাগ ১৩১২) যে-কবিতা ও গানগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা কেবলমাত্র তাহার তালিকাটি দিলাম। সে তালিকায় "এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে", "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে" থেকে শুরু করে "আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি" এবং "বাংলার মাটি, বাংলার জল"—সমেত চৌদ্দটি স্বদেশী গান রয়েছে। "আমার সোনার বাংলা" প্রকাশিত হয়েছিল অন্যত্র। তবে রচনা একই কালে, বাঙালী জাতীয়তার ভোরে।

জাতীয় সংগীতে জাতির গৌরব-কাহিনী প্রকাশিত হয় (যথা-এককালের জারমান জাতীয় সংগীত—"ডয়েসল্যানড! ডয়েসল্যানস!......" বা নরওয়ের জাতীয়-সঙ্গীত যার প্রথম ছত্রের ইংরাজী অনুবাদ—"ইয়েস, উই লাভ দিস কানট্রি!")। জাতীয়-সংগীত কখনও কখনও আবার রণ সংগীত। বলা নিষ্প্রয়োজন, "আমার সোনার বাংলা" সে-জাতীয় রণ সংগীতের পর্যায়ে পড়ে না। এগান। ভালবাসার গান। দেশকে ভালবাসার। শান্তিদেব ঘোষের মতে এই গানটি বাউল কবি "গগন হরকরা"র "আমি কোথায় পাব তারে। আমার মনের মানুষ যে রে"—গানটির আদলে লেখা। তিনি আরও লিখেছেন—"খাঁটি বাউল ও অন্যান্য পল্লী গানে জাতীয় সংগীতের মতো উন্মাদনার বাণী থাকে না। তাদের আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত।...... গুরুদেবই প্রথম পল্লীগানে এ ধারার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।"

"আমার সোনার বাংলা" বাংলার নিজস্ব গান। সুরে স্বদেশী। জন্মে স্বদেশী। ভাবে স্বদেশী। "আমার সোনার বাংলা" তাই বাংলাদেশের জাতীয় গান।

## ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

একদা অবিভক্ত ভারতের ও পরে পাকিস্তানের একনিষ্ঠ সেবক, অশীতিপর বৃদ্ধ প্রবীণ রাজনীতিক-নেতা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্তকেও পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক ইয়াহিয়া খাঁর লেলানো ক্ষিপ্ত কুকুরদের বর্বরতার শিকার হইতে হইয়াছে। তাঁহার কুমিল্লাস্থ বাসভবন হইতে টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে যে-ভাবে হত্যা করা হইয়াছে এবং হত্যার পরেও তাঁহার মৃতদেহের প্রতি যে আদিমযুগীয় ঘৃণ্য আচরণের পরিচয় হত্যাকারীরা দিয়াছে তাহাতে সভ্য জগতের বিবেক বলিয়া কিছু থাকিলে তাহা শিহরিত হইয়া উঠা উচিত। উচিত মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া এই বর্বরতার অবসানের জন্য অগ্রসর হওয়া। ধীরেন্দ্রনাথ কে ছিলেন, কী ছিলেন তাহা বর্বরতার উন্মত্ত, রক্তপিপাসু পাক-প্রশাসক বা তাঁহার প্রেরিত বন্য কুকুরের দল কেহই বোধ হয় জানার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের যিনি রাজনীতিক শিষ্য ছিলেন, প্রথম যৌবন হইতেই যিনি ছিলেন কংগ্রেসের সেবক, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের আহ্বানে যিনি আইন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, আর দেশসেবার পুরস্কারস্বরূপ যাঁহাকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল, যিনি পরাধীন ভারতেও বাংলার আইনসভায় কংগ্রেস-সদস্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং ভারতের গণপরিষদের সদস্য ছিলেন, গায়ের জোরে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ গদিতে অধিষ্ঠিত হঠাৎ-রাজাদের পক্ষে তাহা জানা যে খুবই অস্বস্তিকর। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের পরিচয়ের এখানেই শেষ নয়। দেশ-বিভাগের পরেও তিনি তাঁহার জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ভারতে আসেন নাই। জন্মভূমি পূর্ব-পাকিস্তানের সেবার জন্য সেখানেই থাকিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য হিসাবে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রী হিসাবে স্মরণীয় কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি পাকিস্তানের সেবা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া সামাজিক মানুষ হিসাবেও তিনি সম্প্রদায়-নির্বিশেষে পূর্ব-পাকিস্তানের সকল মানুষের সুখদুঃখের সাথী ও বন্ধু ছিলেন। এ-হেন শ্রদ্ধেয় দেশপ্রেমিক মানুষের এই শোচনীয় পরিণতিতে বোধ হয় পাষাণ হইতেও বেদনার ধারা গলিয়া পড়িবে। কিন্তু মরণপণ মুক্তি-সংগ্রামে লিপ্ত বাংলা দেশের মানুষকে দমন করিবার নৃশংস পাক-ক্ষিপ্ততা তাঁহাকে হত্যার আগে একটুও থমকিয়া দাঁড়ায় নাই। তাঁহার এই নির্মম পরিণতিতে পাকিস্তান না হউক, সমগ্র ভারত ও বাংলা দেশ কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া যাইবে। তাঁহাদের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হইবে। তাঁহারা শোকার্ত চিত্তে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করিবেন। তাঁহাদের সঙ্গে একাত্ম হইয়া আমরাও তাঁহার উদ্দেশে পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

# সম্পাদক সমীপেষু

পত্রপ্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য : মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

## মনে রাখবেন, ওদিকে জীবন মরণের যুদ্ধ

আমরা আজ সীমান্তে গিয়ে আওয়ামী লীগের তিনজন প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের মুখ থেকেই শোনা যে, তাঁরা কি সাহায্য প্রত্যাশা করেন আমাদের কাছ থেকে। তাঁরা দুটি কথার উপর জোর দিলেন।

প্রথমত প্রতিদিন পশ্চিম বাংলা থেকে কৌতূহলী এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ-কিশোর-বালক দলে দলে "বাংলা দেশে" গিয়ে প্রবেশ করছেন, আর স্বচক্ষে সব দেখবার আশায় ঘুরে বেড়িয়ে আসছেন। একজন প্রতিনিধি যন্ত্রণায় তিক্ত কণ্ঠে বললেন, "আমরা এখন যে জীবনমরণ যুদ্ধে জড়িয়ে আছি, তার গুরুত্ব যেন এ'রা বুঝতে পারছেন না। এটা প্রায় প্রহসন মনে হচ্ছে। আপনারা এটাকে ঠেকান।" আমাদের কথা জনসাধারণ শুনবেন এত বড় প্রত্যাশা নেই। তবু আমরা আনন্দবাজারের পাঠকদের কাছে আবেদন জানাই যে, তাঁরা সবাই মিলে চেষ্টা করুন যেন অযথা ভীড় বাড়িয়ে আমরা "বাংলা দেশের" যুদ্ধরত মানুষদের সমস্যা আরও বাড়িয়ে না তুলি।

দ্বিতীয়ত ওঁরা যে সাহায্য এখন চান, তাহল লড়াই করবার হাতিয়ার। যদি আমরা তা সংগ্রহ করে তাঁদের হাতে তুলে দিতে পারি, তবেই আমরা তাঁদের দুঃসময়ের বন্ধু বলে প্রমাণ দিতে পারব। তাঁরা বললেন, "আপনারা বোমা, পেটো এ-সব দেবেন না। একটা প্রতিষ্ঠিত সরকারকে হয়রান করবার কাজ বোমা-পেটোয় চলে, ও দিয়ে গৃহযুদ্ধ হয় না, এটা আপনাদের বোঝা দরকার। বুলেট, ডিনামাইট এইসব পারবেন কি দিতে?" সেগুলিও কিন্তু যার তার হাতে পড়লে বিপদ। East Pakistan Rifles-এর Camp-এ সে-সব পৌঁছে দিতে পারলে তবেই যথার্থ যুদ্ধের সাহায্য হবে। নয়ত অবাঞ্ছিত হাতে পড়ে বিপদ আরও বেড়ে যাবে।

আমরা যদি "বাংলা দেশ"কে স্বীকৃতি না দিতে পারি, যদি উপযুক্ত হাতিয়ার না দিতে পারি, তবে যেন অন্তত কালো ব্যাজ ঝুলিয়ে "জয় বাংলা" হাঁক ছেড়ে ভীড় না বাড়াই। জঙ্গী-বাহিনীর সঙ্গে শ্লোগান দিয়ে লড়া যায় না, একথা এই বাংলায় আমরা কবে বুঝব? আপনারা দয়া করে কথাগুলি পশ্চিম বাংলার মানুষদের কাছে পৌঁছে দেবেন কি?

—মৈত্রেয়ী দেবী, গৌরী আইয়ুব, কলকাতা-১৭।

## আকাশবাণীর প্রতি

যুদ্ধ-বিগ্রহ-বিপ্লবের সময় বেতার প্রচারের দায়িত্ব যে কত বেড়ে যায়, তা সবাই বুঝতে পারছেন। যাঁরা আগে সারা দিনে কোনো সময়েই বেতারের অনুষ্ঠান শোনার সময় পেতেন না, তাঁরা এখন ঘন ঘন রেডিয়োতে কান রেখে "স্বাধীন বাংলার" সাম্প্রতিক ঘটনা শুনতে চান।

এখন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের গুরুত্ব অনেক অনেক বেড়ে গেছে। কারণ, ঢাকা বেতার কেন্দ্র ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যে-কোনো কারণেই হোক বুধবার থেকে স্তব্ধ। বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম খণ্ডে খবর শোনার একমাত্র উপায় আকাশবাণী। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের ভূমিকা নিশ্চিত প্রশংসনীয়। কিন্তু দু-একটি কথা বলা দরকার। ওদিকের বাংলা দেশ থেকে আকাশবাণীতে আরও ঘন ঘন সংবাদ বুলেটিন প্রচারের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের একটুখানি ভেবে চিন্তে কিছু করা দরকার। আর একটা ব্যাপার অনেকের মনে দুঃখ দিচ্ছে। আকাশবাণী থেকে মাঝে মাঝে এখনো স্বাধীন বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। এখনি 'স্বাধীন বাংলা' বলতে যদি নীতিগত বাধাও থাকে, তাহলেও পূর্ব বাংলা বা 'বাংলা দেশ' বলতে তো বাধা থাকা উচিত নয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও পূর্ব পাকিস্তান না বলে পূর্ব বাংলা বলেছেন। তাহলে আকাশবাণীর দ্বিধা কেন?

বাংলায় ঘন ঘন সংবাদ প্রচার ছাড়াও আকাশবাণী থেকে এখন উর্দুতেও দু-একবার সংবাদ প্রচার করলে ভালো হয়। একথা ভুললে চলবে না, পূর্ব বাংলার যে সামরিক বাহিনী অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত, তারাও আসলে মুষ্টিমের শোষকগোষ্ঠীর আজ্ঞাবাহী বেতনভুক সৈনিক মাত্র। তারাও প্রকৃত ঘটনার কিছু খবর জানে না, জানতে দেওয়া হয় না। পূর্ব বাংলার মুক্তি সেনানীর সংগ্রামের বীরত্ব ও ন্যায্য দাবির কথা যদি ঐ বেতনভুক সৈনিকরা জানতে পারে, তবে তারাও হয়তো এই অন্যায় লড়াইতে আর অংশ গ্রহণ করতে চাইবে না তাতে অনর্থক রক্তপাত বন্ধ হতে পারে। —সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা।

## রাজধানী একসপ্রেস ট্রেনের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে

—রেলমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল—রেলমন্ত্রী শ্রী কে হনুমন্থাইয়া আজ লোকসভায় বলেন, ভারতের সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেন 'রাজধানী একসপ্রেসের' নিরাপত্তার জন্য রেল লাইন টহল দেওয়া রেল সেতুগুলি এবং সুড়ঙ্গপথ পাহারা দেওয়া ইত্যাদি সহ কয়েক দফা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৬ মারচ এই ট্রেনটিকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করার পর এইসব নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি নেওয়া হয় বলে তিনি জানান।

জনৈক নব কংগ্রেস সদস্যের এক দৃষ্টি আকর্ষক প্রস্তাবের জবাব দিচ্ছিলেন রেলমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই 'রাজধানী একসপ্রেস' ট্রেনটি কলকাতা ও দিল্লির মধ্যে চলাচল করে। এখন এই ট্রেনে সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ট্রেনের গতিবেগ ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার। —পি টি আই

## প্রভিডেনট ফানড আইন প্রয়োগ সম্পর্কে, সুপ্রিম কোরট

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল—সুপ্রিম কোরট আজ ঘোষণা করেছেন, কোন কোমপানি যদি হঠাৎ কোন প্রয়োজনে কিংবা সামরিক জরুরী কারণে কোন কর্মচারীকে কিছুদিনের জন্য কাজে নেন, তবে ওই কর্মচারীর ক্ষেত্রে ১৯৫৭ সালের কর্মচারী প্রভিডেনট ফানড আইন সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে না।

এই অভিমত প্রকাশ করে সুপ্রিম কোরট অন্ধ্র প্রদেশ হাইকোরটের রায়ের বিরুদ্ধে অন্ধ্র প্রদেশের আঞ্চলিক প্রভিডেনট ফানড কমিশনের আপীল অগ্রাহ্য করেন। —পি টি আই

# পূববাংলা, মুজিবর, আমরা

সম্প্রতি পূব বাংলার পুরোনো একটি বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বইটি এর আগে আমরা অনেকেই, হয় সখ করে, না হয় বাধ্য হয়ে, পড়েছি। তবুও কাচের শো-কেস-এ চকচকে একটা বই দেখলে কার না লোভ হয়। বইটা নতুন, না পুরোনো; সে-কথা সাময়িকভাবে মনে থাকে না। তবে পাতা ওলটাতে, গন্ধ শুঁকতে ইচ্ছে করে। এ বইটিও তাই আমাদের যথারীতি প্রলুব্ধ করেছে।

বইটির বিষয়বস্তু মহৎ। মুক্তি সংগ্রাম। দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অনেকগুলি শব্দের বিশেষ অনুষঙ্গ আমাদের মনে দানা বেঁধে থাকে। যেমন 'সুন্দরী' শব্দটি। ওটি আমাদের মনে রমণীকে আনে, লতাকে আনে না। 'মুক্তি' কথাটিও তেমনি আমাদের মনে রাজনৈতিক অধীনতা থেকে মুক্তি, এবং মুক্তি সংগ্রাম, স্বাধীনতা সংগ্রামের আভাস বহন করে আনে। কিন্তু 'মুক্তি' শব্দটির যদি মুক্ত হবার অধিকার না থাকে, তাহলে, এই বাক্-সর্বস্বতার যুগেও সে অধিকার আর কে দাবি করতে পারে? মুক্তি বলতে তাই রাজনৈতিক অধীনতা থেকে মুক্তির পাশাপাশি, অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তিও বোঝায়।

যতদিন যাচ্ছে, বাঁশের চেয়ে কঞ্চির মত, মুক্তি শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ, প্রথম অর্থটিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কেননা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একদিকে যেমন রাজতন্ত্র, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক অধীনতা পৃথিবী থেকে সদাচারের মত দ্রুত অপসৃত হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে তাই এই শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ শুধুমাত্র প্রথম হবে, তাই নয়, হয়ত একমাত্র হবে।

বইটির বিষয়বস্তুকে তাই এই অর্থে নিতে হবে। নাহলে পূব বাংলার প্রতি আমাদের যত সহানুভূতিই থাকুক, সেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না, একথা বোধহয় বলা যাবে না। কেননা সাতচল্লিশের আগসটের সেই তারিখটির মধ্যরাত্রে, নিবাত নিষ্কম্প মুহূর্তে যেমন স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র, তেমনি পাকিস্তানেরও জন্ম হয়েছিল। উভয় রাষ্ট্রেরই গলা থেকে পরাধীনতার শিকল সেই প্রাচীন নাবিকের গলা থেকে মৃত পাখিটির মত একসঙ্গে খসে পড়েছিল। পাকিস্তানের একাংশে, পূব বাংলার সেই শিকল এতদিন কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছে বা ছিল, এমন [illegible] বোধহয় ঠিক হবে না। এরকম [illegible]দিকে যেমন অধীনতার শিকলকে [illegible] হয়, অন্যদিকে তেমনি পূব [illegible]নুষের রাজনৈতিক সচেতনতা [illegible]সিক তেজবীর্যকে সম্মান করা [illegible]

[illegible]লা উচিত, পূব বাংলায় রাজ-[illegible]ধীনতা ছিল, কিন্তু অধিকারের [illegible] না। এই সাম্যের অভাব, [illegible]ক সীমাবদ্ধ, সংকুচিত করে, [illegible] না। কিন্তু অর্থনৈতিক শোষণ [illegible], ক্ষয়রোগ যেমন ফুসফুসকে,

**সুনীল চট্টোপাধ্যায়**

[illegible] স্বাধীনতাকে কুরে কুরে খায়। [illegible] রাজনৈতিক স্বাধীনতা যদি বা [illegible]কু থাকে, তাকে চেনা যায় না। [illegible]বাংলারও যাচ্ছিল না। কেননা [illegible]ীন রাষ্ট্রের বৃহৎ অংশের [illegible] অংশের এই শোষণের নজির [illegible] বড় বেশি পাওয়া যায় না। এ [illegible]র সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ-[illegible]ম্ব ঘরানা।

[illegible]একে চিনতে হলে, তার আগে [illegible]াত্মক সত্যের মুখোমুখি হতে [illegible] এই যে, সাম্রাজ্য-উপনিবেশ না [illegible]মাথা-না-থাকলেও-মাথাব্যথার মত, [illegible]-উপনিবেশবাদ যাবে। ভীষণ [illegible] দেয়াল ধূলিসাৎ হলেও দরজায় [illegible]ওয়ার পুরোনো অভ্যাস সহজে [illegible]

[illegible]দি যেত, তাহলে গত দেড়শো [illegible]শিয়া-আফ্রিকার ইতিহাস অন্য-[illegible] পূব বাংলায় পুরোনো বইয়ের [illegible]করণটি গরম কেকের মত এমন [illegible]।

[illegible]চ্ছে, তার কারণ সেখানে বাজার [illegible]ছে। এই বাজারে যারা ক্রেতা, [illegible] বছরে, তারা গে কুলে বেড়েছে। [illegible]বত্ত। ঔপনিবেশিক শোষণের [illegible]সংগ্রামে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ইতিহাসে ধাত্রীর কাজ করে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পূব বাংলারও ট্যাঙ্ক, বোমারু বিমান আজ যতই গর্জন করুক, আগামীকাল এরাই এগিয়ে যাবে। ইংরেজ-ফরাসী-ডাচ-পর্তুগীজরা যা পারেনি, পশ্চিম পাকিস্তানীরা তা পারবে না।

কিন্তু বিদেশী শাসন শেষ হলেও যেমন বিদেশী শোষণের শেষ হয় না, তেমনি বিদেশী শোষকের মৃত্যু হলেও, শোষণ কই মাছের প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকে। সেই শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঐ বঙ্গে চলছে। ভবিষ্যতে ও বঙ্গেও শুরু হবে। আজকের সংগ্রামে পাকিস্তানের একদা প্রাণপুরুষ কায়েদ-ই-আজমের যেমন কোন স্থান নেই, সেদিনের সেই সংগ্রামে হয়ত মুজিবর রহমান ও তাঁর সহচরদের কোন স্থান থাকবে না।

কিন্তু সেজন্য মুজিবর রহমান যদি ইতিহাস-সচেতন হন, তাঁর মনে কোন খেদ থাকবে না। তিনি জানেন যে সময়ের নির্দিষ্ট বৃত্তে নেতৃত্বের পরিমাপ করা হয়। সেই সীমাবদ্ধ পরিমাপে মুজিবর রহমানের শির আজ সবার উপরে, আজকের কোরাসে তাঁর কণ্ঠ সবার ঊর্ধ্বে। আজকের এই সত্য, আগামীকাল মিথ্যা হয়ে যাবে না।

ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে মুজিবর রহমান যা করেছেন, গত তেইশ বছরে দুই-বাংলার অপর কোন নেতা তা করেননি, করতে পারেননি। মুজিবর দুই-বাংলাকে কাছাকাছি, পাশাপাশি এনেছেন। এ বাংলার ইতিহাসের লক্ষ্য ও পথের সঙ্গে তিনি ও বাংলার ইতিহাসের লক্ষ্য ও পথের মিল ঘটিয়েছেন। দুইয়ের মধ্যে মৌলিক ব্যবধান একটি প্রবল ফুৎকারে তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কল্যাণে দুই-বাংলার মানুষ আজ একই ট্রেনের যাত্রী হতে পেরেছে। সময়ের দিক থেকে আমরা সামান্য এগিয়ে আছি, এই যা। বলতে পারি, একই ট্রেনে, আমরা এনজিনের কাছাকাছি কামরায় আছি। আর ওরা গারডের কাছাকাছি। তার চেয়েও সুখের কথা, অপ্রত্যাশিত এই বাঁকে ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা ওদের দিকে।

# তিন চার দিনে বড় আক্রমণ হানতে মুক্তিসেনা তৈরি হচ্ছে

বরুণ সেনগুপ্ত

**বাংলা দেশ থেকে**—আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে পাক সেনাবাহিনীর ঘাঁটিগুলির উপর বড়রকমের আক্রমণ চালাবার জন্য বাংলা দেশের মুক্তি সেনা প্রস্তুত হচ্ছেন। এবার তাঁরা কামান থেকে পাক সেনাবাহিনীর ঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ চালাতে পারবেন।

বাংলা দেশের অধিকাংশ জেলা সদর এখনও পাক সেনাবাহিনীর দখলে। তাঁরা জেলা সদরগুলিতে ঘাঁটি করে কামান থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করছে। এবং সেই কামানের গোলাবর্ষণের আড়ালে পাঞ্জাবী সৈন্যরা শহর আক্রমণকারী মুক্তি সেনাদের উপর মেসিনগানের আক্রমণ চালাচ্ছে। মুক্তি সেনার হাতে এখনও প্রধানত ৩·৩ রাইফেল। সে রাইফেলেরও পর্যাপ্ত গুলি নেই।

বৃহস্পতিবার খুলনার দিকে এগোবার পথে পাক সেনাবাহিনীর কামানের গোলাবর্ষণের কিছু কিছু আওয়াজ শুনতে পাই। খুলনা শহর এখন কার্যত শ্মশান। জীবিত বাঙ্গালীরা প্রায় সবাই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছেন। হয় রূপসা পেরিয়ে পূর্বে ফরিদপুর বা বরিশালের দিকে, না হয় সাতক্ষীরা ডিঙ্গিয়ে ভারতীয় সীমান্তের দিকে। বাগেরহাটের দিকেই অবশ্য বেশি গিয়েছেন। সেনাবাহিনীর লোকেরা বাড়িতে বাড়িতে ঘাঁটি গেড়েছে।

মুক্তি সেনাদের হাতে এখনও প্রধান অস্ত্র ৩·৩ রাইফেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলের প্রায় অকেজো মাল। তা নিয়ে তাঁরা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর সামনে দাঁড়াতে পারছেন না। তাঁদের ঘাঁটিগুলি দখল করতে গিয়েও বহু প্রাণ বিসর্জন দিয়ে বার বার ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের পর্যাপ্ত বেতারসেটও নেই।

**বুধ-বৃহস্পতিবার কিন্তু তাঁরা যশোর-সেকটরে হাল্কা ধরনের কামান ব্যবহার করে এগিয়ে যান। এই জিনিস কিছু এখন তাঁরা সংগ্রহ করতে পেরেছেন।**

যশোর আক্রমণে রাইফেলেরও প্রচুর গুলি ছিল সংগে। ফলে, যশোর শহর থেকে সেনাবাহিনীকে সরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে ক্যানটনমেনটে। সেখান থেকে তারা বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় একটা পর্যন্ত কামান দেগেছে।

বাংলা দেশের পশ্চিম সীমান্তের অধিকাংশ রণাঙ্গনের পরিচালনাভার এখন সম্পূর্ণভাবে ই পি আরের হাতে। আওয়ামী লীগ নেতারা লড়াই পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব তাঁদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

**এদিকে, সমগ্র 'বাংলা দেশে' খুব দ্রুত ছাত্র-যুবকদের গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠছে। তাঁরা অন্যত্রের ছাত্র ও যুবকদের সাহায্য নিচ্ছেন। গ্রেনেড, ডিনামাইট এবং রাইফেল চালনার কলাকৌশল এরা শিখছেন।**

অবশ্য এই গেরিলা বাহিনীর ভালভাবে আসরে নামতে এখনও অন্তত পাঁচ ছয় মাস সময় লাগবে। কিন্তু এদের বদ্ধমূল ধারণা, যখন এরা আসরে নামতে পারবেন তখন মূল ঘাঁটিতে গিয়ে সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে পারবেন।

গত তিন চারদিন ধরে আমি এদের অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের বক্তব্য ঃ ভিয়েৎনামে যদি গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালিয়ে অতবড় মার্কিন সেনাবাহিনীকে বিপর্যস্ত করা যায় তাহলে বাংলা দেশে ইয়াহিয়াবাহিনীকে পর্যুদস্ত করা যাবে না কেন?

## নতুন সরকার সদস্য ও ভোটের হারে গরিষ্ঠ

—রাজ্যপাল

স্টাফ রিপোরটার

শ্রীঅজয়কুমার মুখারজির নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার রাত্রে রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান এক বেতার ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, শুক্রবার থেকে পশ্চিমবঙ্গে আবার সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। রাজ্যপাল পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে বলেন, জনগণের নির্বাচিত নতুন সরকার শুধু বিধানসভায় সদস্য সংখ্যার দিক থেকেই নয়, প্রাপ্ত ভোটের হার অনুযায়ীও সংখ্যাগরিষ্ঠ।

রাজ্যপাল বলেন, 'গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখারজির নেতৃত্বে শুক্রবার নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনও প্রত্যাহার করা হচ্ছে। আগামীকাল সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। কাল থেকে আমিও সংবিধানসম্মত রাজ্যপালের ভূমিকাই গ্রহণ করব।'

রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলেন, গত ১৫ মারচ শ্রীজ্যোতি বসু সি পি এম এবং সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের নেতা হিসাবে সরকার গঠনের অধিকার দাবি করে চিঠি দেন। কিন্তু বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন তিনি পেয়েছেন এমন প্রমাণ আমাকে দিতে পারেন নি। তাঁরা যুক্তি দিয়েছিলেন, বিধানসভায় তাঁরা শক্তি পরীক্ষায় রাজি আছেন, রাজ্যপালের কাছে নয়।

গত ৩০ মারচ শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি এবং শ্রীবিজয় সিংহ নাহার তাঁদের গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের সমর্থক দলগুলির নেতাদের লেখা চিঠি আমাকে দেন। এইসব চিঠিপত্র পরীক্ষা করে দেখতে পাই যে, শ্রীমুখারজির সমর্থক সংখ্যা বিধানসভার মোট ২৭৬ জন সদস্যের মধ্যে ১৪১ জন।

রাজপাল পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে বলেন, অজয়বাবুর সমর্থক দলগুলি বিগত নির্বাচনে মোট ভোট পেয়েছে ৭১,৬০,০৭৭ অর্থাৎ প্রদত্ত মোট বৈধ ভোটের শতকরা ৫৪·০৮ ভাগ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নতুন কোয়ালিশন সরকার শুধু সদস্য সংখ্যায় নয়, প্রদত্ত ভোটের দিক থেকেও সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পাকফৌজের কামান দখল করে যশোহরে শত্রুর অপেক্ষায় মুক্তি ফৌজ। —বৃহস্পতিবার আমাদের ফটোগ্রাফারের তোলা ছবি।

### চার শ' স্বেচ্ছাসেবিকাকে গুলি করে হত্যা

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যশোর ক্যানটনমেনটে আওয়ামি লীগের শ' চারেক স্বেচ্ছাসেবিকাকে গুলি করে মেরেছে। সীমান্তের ওপার থেকে এই খবর পাওয়া গিয়েছে।

বিভিন্ন জায়গা থেকে ওইসব স্বেচ্ছাসেবিকাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়েছিল।

—ইউ এন আই

## সর্ব ভারত ত্রাণ কমিটি হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১ এপরিল—প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন আজ এখানে সাংবাদিকদের বলেন যে, একটি বেসরকারী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হচ্ছে। ওর সদর দফতর হবে দিল্লিতে। বাংলা দেশের নিপীড়িত মানবতার জন্য অর্থ সংগ্রহ, সাহায্য ইত্যাদি সেবামূলক কার্যের সমন্বয় সাধনই হবে এই কমিটির কাজ।

এটি হবে একটি সর্বভারতীয় সংস্থা। এতে সকল শ্রেণী ও কমিটির প্রতিনিধিদের নেওয়া হবে।

দিল্লির বাঙ্গালী সমিতির সভাপতি—ডঃ সেন বলেন ঃ আমরা আন্তর্জাতিক রেডক্রশকে মেডিক্যাল সাহায্য ও রক্ত পাঠাব। এভাবেই প্রথমে আমরা তাঁদের সাহায্য শুরু করব।

তিনি অবশ্য এসঙ্গে এ আশঙ্কাও প্রকাশ করেন যে, আন্তর্জাতিক রেডক্রশ বা অন কোন ত্রাণ কমিটিকে হয়ত বাংলা দেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না, কারণ, তাতে হয়ত জঙ্গী সরকারের নির্মমতার সমস্ত কাহিনী ফাঁস হয়ে যাবে।

## মুজিবের গ্রেফতারের খবর সরকারী মহল বিশ্বাস করেন না

**নয়াদিল্লি, ১ এপরিল**—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে বন্দী করে পূর্ব বাংলা থেকে লাহোরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে বিদেশী সংবাদপত্রে যে খবর বের হয়েছে, এখানকার সরকারী মহল তা সঠিক নয় বলেই মনে করেন।

তাঁরা বলেন—নয়াদিল্লিতে পাওয়া খবর থেকে জানা যায় যে, পাকিস্তানী সেনাদল চট্টগ্রাম অঞ্চলে শ্রী রহমানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ওই মহল সন্দেহ করেন যে, আওয়ামী লীগ নেতা যাতে তাঁর গোপন ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে আসেন, সেই উদ্দেশ্যেই হয়তো তাঁর ছেলের মৃত্যুর খবর রটানো হয়েছে।

—ইউ এন আই

**ডেলি টেলিগ্রাফের খবর**

লনডন থেকে রয়টারের খবর, পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে নাকি বন্দী অবস্থায় লাহোরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

লনডনে আসা খবর উদ্ধৃত করে ডেলি টেলিগ্রাফ বলেছে যে, আওয়ামী লীগের নেতারা মনে করেন, সেখানে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁর বিচার হবে।

**ইনদোনেশিয়ায়?**

জাকরতার খবর ঃ শেখ মুজিবর রহমান ইনদোনেশিয়ায় পালিয়ে এসেছেন বলে স্থানীয় একটি পত্রিকায় যে রিপোরট বের হয়েছে, ইনদোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের অফিসাররা তার সত্যতা যাচাই করে দেখছেন।

দৈনিক 'ইনদোনেশিয়া রায়া'-র এক রিপোরটে দাবী করা হয়েছে যে, শেখ মুজিবর তাঁর স্ত্রী ও আওয়ামি লীগের কয়েকজন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে জাকরতায় এসেছেন এবং তাঁরা রাজনৈতিক আশ্রয় চাইবেন। শ্রী রহমান কবে সেখানে গিয়েছেন, রিপোরটে তা বলা হয়নি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রকের জনৈক অফিসার বলেন, ওই খবর সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

পাকিস্তান দূতাবাসের একজন মুখপাত্র অবশ্য রিপোরটটি 'পুরো ধাপ্পাবাজি' বলে উড়িয়ে দেন।

—রয়টার

**মুজিবর নিরাপদে আছেন**

কলকাতার খবর ঃ আওয়ামি লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শ্রীআবু আমেদ আবজালুর রসিদ বৃহস্পতিবার পি টি আই-এর প্রতিনিধিকে জানান যে, শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সবাই নিরাপদে আছেন।

শ্রী রসিদ বলেন, শেখ মুজিবরকে বন্দী করে লাহোরে নিয়ে যাওয়ার খবর 'ভিত্তিহীন'। তিনি জানান যে, শত্রুসৈন্যের বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা দেখে শেখ মুজিবর গোপন স্থান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য অধীর হয়ে উঠছেন। কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের নেতাকে ছেড়ে দিতে রাজী নন।

শ্রী রসিদ আরও জানান—বঙ্গবন্ধু শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে জনতার সংগ্রাম পরিচালনার নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। শীঘ্রই তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন।

—পি টি আই

## বিহার বিধানসভা অনির্দিষ্টকাল মুলতুবি

পাটনা, ১ এপরিল—আজ বিকালে বিহার বিধানসভার বাজেট অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল মুলতুবি রাখা হয়।

এস এস পি নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব গতকাল স্পীকারের কাছে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু কোন কারণ না দেখিয়েই সেটি তুলে নেওয়া হয়। ফলে শ্রীকর্পূরী ঠাকুর মন্ত্রিসভার একটি বিপদ কেটে গেল।

আজ অধিবেশন একবার ৪০ মিনিটেরও বেশি মুলতুবি ছিল। একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅম্বিকাপ্রসাদ সিংকে বিহার রাজ্য অর্থ করপোরেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার বিরোধিতা করে কিছু বিরোধী সদস্য প্রচণ্ড হট্টগোল শুরু করেন। কারণ হিসাবে বলা হয় যে, আয়ার তদন্ত কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

বিরোধী সদস্যরা এ ব্যাপারে সরকার পক্ষ উত্তর না দেওয়ায় ওয়াক-আউট করেন।

**বিধান পরিষদ।** পাটনা অফিসের খবর, গত ২৬ মারচের জামসেদপুরের হাঙ্গামা নিয়ে গতকাল বিধান পরিষদে আলোচনা হয়। ঐ হাঙ্গামায় একজন নিহত হন।

শ্রীইন্দ্রদীপ সিংহ (সি পি আই), শ্রী আর এন রাও (নব কং), সংযুক্ত বিরোধী ব্লকের নেতা শ্রীঅনিলকুমার সেন ও শিক্ষক প্রতিনিধি শ্রীবৃন্দাপ্রসাদ রাই ওইদিন জামসেদপুরে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য কোয়ালিশন সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন।

সেচমন্ত্রী শ্রীরামকৃপাল সিং বিতর্কের উত্তরে জানান, সরকার একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শ্রীঅনিলকুমার সেন বলেন, পুলিশ অল্পবয়স্ক ছেলেদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। —পি টি আই ও ইউ এন আই

### তীরধনুকে খতম

নিজস্ব প্রতিনিধি

শিলিগুড়ি, ১ এপরিল—বগুড়ার কাছে তীরধনুক সজ্জিত একদল সাঁওতাল মুক্তিফৌজ দখলদার বাহিনীর একটি দলকে খতম করেছে বলে রংপুর কলেজের ছাত্র মহম্মদ এ এম এ খালেক আমাকে বলেন।

ঢাকা থেকে জরুরী বার্তা পেয়ে এই বাহিনী রংপুর থেকে ঢাকা যাচ্ছিল।

## পঃ পাকিস্তানকে অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করুন

**বাংলাদেশ সরকারের আবেদন**

সর্বাত্মক যুদ্ধের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বাংলা দেশ সরকারের হাইকমানডকে আরও সক্রিয় ও সুসজ্জিত করা হচ্ছে।

ওই তথ্য জানানো হয়েছে প্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশ সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে। বাংলা দেশের কোন স্থান থেকে বৃহস্পতিবার ওই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে ঃ সরকার অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছেন যে, দেশের প্রতিরক্ষার জন্য বিদেশ থেকে পাওয়া অস্ত্রাদি অস্ত্রহীন বাংলা দেশের ওপরই প্রয়োগ করা হচ্ছে। বাংলা দেশ রক্ষার জন পাওয়া অস্ত্র দিয়ে বাংলা দেশেই আঘাত হানা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে ঃ বাংলা দেশের সরকার আশা করেন যে, অস্ত্রের ওই অপপ্রয়োগ বন্ধ করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতাপ্রেমিক জনগণও তাঁদের সরকার চাস সৃষ্টি করবেন। ভবিষ্যতে ওরা যাতে আর অস্ত্রানি না পায় তার জন্যও চেষ্টা করা হবে বলে বাংলা দেশ সরকার আশা প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে ঃ বাংলা দেশ সরকার বিশ্বের সমস্ত জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্বপ্রয়াসী। ওই সরকার বিশ্বের জনমতের কাছে তাই অনুরোধ জানাচ্ছেন। তাঁরা যেন পাক বিমান, যে বিমানে সাদা পোশাকে সৈন্য ও সামরিক সম্ভার নিয়ে আসছে, তা তাদের দেশের ওপর দিয়ে যেতে বা জ্বালানি দিতে অসম্মত হয়ে বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে ঃ বাংলা দেশ সরকার একথা বিশ্বাস করতে পারছে না যে, যারা মানবতার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতম কর্মে নিযুক্ত বারমা ও সিংহল সরকার তাদের বিমানকে ওই সব সুযোগ দিচ্ছেন।

ও' দুটি বন্ধু দেশ সম্পর্কে কোন কোন বিদেশী সংবাদপত্রে যে সংবাদ বেরিয়েছে, তারা তা স্বার্থহীন ভাষায় অসত্য বলে ঘোষণা করবেন বলে ওই বিজ্ঞপ্তিতে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

কলকাতা থেকে ইউ এন আই পরিবেশিত এক সংবাদ থেকে উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তির কথা জানা যায়।

**সিংহল সরকারের অস্বীকৃতি**

কলমবো থেকে পি টি আই জানাচ্ছেন, মারকিন পরিবহণ বিমানে সিংহল হয়ে বাংলা দেশে ফৌজ নিয়ে যাওয়ার কথা সিংহলের বহির্বিষয়ক দফতরের জনৈক মুখপাত্র অস্বীকার করেন।

তিনি এ প্রসঙ্গে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ করেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, গত ২৪ ফেবরুয়ারি এবং ৩১ ফেবরুয়ারির মধ্যে যাতায়াতে মোট ৩৬বার পি এ এফ বিমানকে সিংহল হয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং প্রতিবারে বিমানে আনুমানিক ৫০ জন করে যাত্রী ছিলেন।

## পাক জঙ্গীশাহী এখন ভারতের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে

**নয়াদিল্লি, ১ এপরিল**—বাঙলা দেশের মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে নাস্তানাবুদ পাক জঙ্গীশাহী এখন ভারতের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে। তাদের অভিযোগ, সশস্ত্র ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করছে।

পাকিস্তান বেতার এই অভিযোগ তুলে পররাষ্ট্র দফতরের জনৈক মুখপাত্রের উক্তি উদ্ধৃত করেন। মুখপাত্রটির মতে, বাঙলা দেশের মুক্তি যুদ্ধের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি জানিয়ে ভারতীয় সংসদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তা "পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়।" —ইউ এন আই

## দিল্লি করপোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র পদে জনসংঘ সদস্য

**নয়াদিল্লি, ১ এপরিল**—শ্রীহংসরাজ গুপ্ত এবং শ্রীবলরাজ খান্না (উভয়েই জনসংঘের) আজ দিল্লি করপোরেশনের যথাক্রমে মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। এবার নিয়ে পাঁচবার হল।

শ্রীগুপ্ত ৫৩-৪৪ ভোটে শ্রীরামশরণ চৌহানকে এবং শ্রীখান্না ৫৪-৪২ ভোটে শ্রীমতী শকুন্তলা সুলহানকে পরাজিত করেন।

শ্রীগুপ্ত ও শ্রীখান্নার কার্যকলাপের মেয়াদ ২০ মে শেষ হবে। তার আগেই করপোরেশনের নতুন নির্বাচন করার কথা। —ইউ এন আই

### ব্রিটিশ নাগরিকদের অপসারণের ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ১ এপরিল—ব্রিটিশ নাগরিকদের বাংলা দেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যেসব ব্রিটিশ নাগরিক সেখান থেকে চলে আসতে ইচ্ছুক, তাদের উদ্দেশে আজ বি বি সি থেকে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ জানানো হয়। বি বি সি'র ঐ সংবাদ এখানে শোনা যায়। —ইউ এন আই

# বেকারী মোকাবিলায় সরকার আরও সক্রিয় হবেন — প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ এপরিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আজ রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জানান যে, সরকার 'আরও ফলপ্রসূভাবে' বেকারীর মোকাবিলা করতে চান। উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে জোরদার করেই তা করা হবে।

তবে তিনি বলেন যে, বেকারী ভাতা দেওয়ার কোন প্রস্তাব নেই বা কাজ করবার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সংবিধান সংশোধনের কথাও ওঠে না।

তিনি ডঃ ভাই মহাবীরকে বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে কীভাবে চালালে আরও উৎপাদন ও আরও কর্মসংস্থান হতে পারে সরকার তা ভেবে দেখছেন।

শ্রীচিত্ত বসুকে তিনি জানান যে, রাজ্যগুলির বার্ষিক যোজনায় আরও কর্মসংস্থানের বিষয়টি বিবেচিত হবে তবে সেজন্য বিস্তারিত বার্ষিক যোজনাগুলি পাওয়ার অপেক্ষা করা হচ্ছে। শীঘ্রই যোজনাগুলির একটি মধ্যবর্তী পর্যালোচনা হবে। বেকারী মোকাবিলায় পঞ্চাশ কোটি টাকার কার্যক্রমটির কথাও তিনি উল্লেখ করেন। —পি টি আই

## হাসিমারার অদূরে সেই নিখোঁজ ডাকোটার ধ্বংসাবশেষ

**নয়াদিল্লি, ১ এপরিল**—গৌহাটি থেকে কলকাতা আসার পথে গত ২৬ মারচ যে ডাকোটা বিমানটি নিখোঁজ হয়, আজ সকালে হাসিমারার ৩০ মাইল পূর্ব-উত্তর পূর্বে এক স্থানে তার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ওই বিমানে ১৫ জন আরোহী ছিলেন:

সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর আজ লোকসভায় ওই কথা জানান। তিনি বলেন যে, কলকাতা-গৌহাটি সারভিসের ইনডিয়ান এয়ার লাইনস্-এর একটি বিমান আজ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে ওই ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান বলে জানা গিয়েছে।

শ্রীরাজবাহাদুর বলেন যে, হাসিমারায় ভারতীয় বিমানবাহিনীকে ওই স্থানে অবিলম্বে একটি হেলিকপটার পাঠাতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। —ইউ এন আই

**আজ অনুসন্ধান কার্য শুরু**

স্টাফ রিপোরটার

হাসিমারায় বিধ্বস্ত ভারতীয় ডাকোটা বিমান সম্পর্কে অনুসন্ধান কাজে সাহায্যের জন্য ভূটান সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। হাসিমারা ভুটানের মধ্যে।

অসামরিক বিমান পরিবহণ বিভাগের ডাইরেকটার শ্রী এ কে সরকার সাংবাদিকদের কাছে বলেন, আজ শুক্রবার অনুসন্ধানকারী দল হাসিমারা যাচ্ছেন। ওই দলে ভুটান সরকারের প্রতিনিধিও থাকছেন। এছাড়া স্থল ও বিমান বাহিনী এবং অসামরিক পরিবহণ বিভাগের প্রতিনিধিরা থাকছেন।

আই এ এফ-এর বিমান থেকে হাসিমারায় যে বিধ্বস্ত বিমানটি দেখা গিয়েছে, সেটি নিখোঁজ ভারতীয় ডাকোটা কিনা এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন মন্তব্য না করে শ্রীসরকার বলেন, যে অঞ্চলে নিখোঁজ ডাকোটা শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল বিধ্বস্ত বিমানটি ওই এলাকার খুব কাছেই। ওই ডাকোটায় ৪জন বৈমানিক সহ ১৫ জন যাত্রী ছিলেন।

**ব্রিগেডিয়ার মজুমদার গ্রেফতার**

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

পাকিস্তানী ফৌজের জনৈক জেনারেলের নেতৃত্বে কড়া পাহারায় তাঁকে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাঙালী ওই ব্রিগেডিয়ার ভদ্রলোককে কবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা জানা যায়নি।

প্রশাসকের স্টাফ অফিসার ক্যাপটেন আমিন আমেদও বন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পালিয়ে গিয়ে মুক্তি ফৌজে যোগ দিয়েছেন বলে সংবাদে প্রকাশ।

—ইউ এন আই

## পৃষ্ঠানুপাতিক মূল্য আবার চালু করা সম্ভব নয়

**শ্রীমতী সৎপতি**

নয়াদিল্লি, ১ এপরিল—তথ্য ও প্রচার দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপতি আজ লোকসভায় বলেন যে, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন বাবদ আয়ের উপর কর ধার্য সম্পর্কে তাঁর দফতরের অভিমত অর্থ মন্ত্রককে জানানো হয়েছে।

শ্রীঅনন্তরাও প্যাটেলের এক প্রশ্নের জবাবে শ্রীমতী সৎপতি বলেন যে, গোলকনাথের মামলায় সুপ্রিম কোরটের রায়ের দরুন পৃষ্ঠানুপাতিক মূল্য আবার চালু করা সম্ভব নয়।

শ্রীমুরাসোলি মারান বলেন যে, সংবিধানের ২৬৯ অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন বাবদ তাদের উপর কর ধার্যের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম অর্থ কমিশনও ওই সুপারিশ করেছেন। এই অবস্থায় তথ্য ও প্রচার মন্ত্রক অর্থ মন্ত্রককে কী সুপারিশ করেছেন, তা তিনি জানতে চান।

শ্রীমতী সৎপতি তাঁর মন্ত্রকের অভিমত সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে কিছু বলতে অস্বীকার করেন। —ইউ এন আই

**তির্যক**

করাচি, থুড়ি, ঢাকা রেডিও

নিমেষে সব মশা ধ্বংশ করে
নিমেষে মাছি বিনাশ করে
নিমেষে লুকিয়ে থাকা পোকামাকড় বের ক'রে মেরে ফ্যালে
অন্যতম একটি
BAYER বায়ারের কার্য্যকারী কীটনাশক
*এখানে, ওখানে, সবজায়গায় স্প্রে করার পর ১০ মিনিট দরজা জানালা বন্ধ রাখলে শক্তিশালী বেগন স্প্রের পুরো কাজ পাবেন।
12-A/802 (721)

সাবান একটি লাভ তিন রকম
নিকো বীজাণুনাশক সাবান
অন্যান্য সাবানের চেয়ে আপনার ত্বকের বেশী পরিচর্যা করে
১ নিকো ত্বকের বীজাণু নাশ করে
২ নিকো ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে
৩ নিকো ত্বককে পরিষ্কার ও সুরক্ষা করে

নিকো সাবান দিয়ে প্রত্যহ স্নান করা ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষার সেরা উপায়। নিকোর বীজাণুনাশক ফেনা ত্বকের বীজাণু নাশ করে ও দ্রুত ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। সেই সঙ্গে নিকোর ভেষজ উপাদানগুলি সুগন্ধ ছড়িয়ে ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে। নিকোতে এমন সব জোরালো বীজাণুনাশক পদার্থ আছে যা ছোটখাটো চর্মরোগ প্রতিরোধ করে আর মোলায়েম অথচ সম্পূর্ণভাবে আপনার ত্বক পরিষ্কার করে। ফলে, আপনার ত্বক হয়ে ওঠে লাবণ্যময় উজ্জ্বল তরতাজা। নিকো আপনার ত্বককে ব্রণ ও ঘামাচির হাত থেকে বাঁচায়। নিয়মিত ব্যবহার করলে মাথার খুসকি দূর করে। আপনার ত্বকের যত্ন ও স্বাস্থ্যের জন্য আজ থেকেই ব্যবহার করতে শুরু করুন তিনভাবে লাভদায়ক সাবান নিকো।

TRIPLE ACTION
NEKO
The Original Germicidal Soap
PARKE-DAVIS
LAISONS 72

অন্যান্য চিত্রগৃহে

অশোকা (বেহালা) ৪৫-৮০১২ ১২॥, ৩॥, ৬॥
জয় জয়ন্তী (৩য় সপ্তাহ)

অলকা শিবপুর ৬৭-২০২৭ ১॥, ৪॥, ৭॥
সোনা বৌদি

নারায়ণী তাপনিয়ন্ত্রিত ৫৬-৩৩০৮ ১॥, ৪॥ ৭॥টা
আন মিলো সজনা (২য় সপ্তাহ)

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৮১১ ১২॥, ৩॥ ৬টা
THAT MAN FROM COCODY

সুরশ্রী ৩৫-৩৪৩৬ ১২, ৩, ৬
চিরদিনের উত্তম, সুপ্রিয়া

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫০ ১২, ৩, ৬
সোনা বৌদি

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭৩৬ ২টা, ৫টা, ৮টায়
তিন ভুবনের পারে

শ্যামলী ৬৭-২৩৫৮ ১, ৪, ৭টা
প্রতিবাদ

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১২৭ ১॥, ৪॥, ৬৮
জয় জয়ন্তী (৪র্থ সপ্তাহ)

জয়া ৫৭-৩৯৩৬ বাতানুকূলিত ১, ৪॥, ৭॥
হামরাজ

জেম প্রত্যহ বেলা ১১টায়
গ্যাম্বলার

রূপম ফোন : ৩৪-৩৯১৭ ১, ৪ ৭টা
তুম হাসীন ম্যায় জোয়ান

বিনোদিনী ১, ৪ ৭টা
নবরাগ

পূরবশ্রী ৪৬-২৩০২ ১, ৪॥, ৭টা
বন্ধন

নবীনা প্রত্যহ ১২, ৩, ৬
গ্যাম্বলার

রাধাশ্রী (বাতানুকূলিত) ২॥, ৪॥, ৭টা
কাটি পতঙ্গ (২য় সপ্তাহ)

অতীন্দ্র
চৈতালী

হিন্দ প্রত্যহ ২, ৫ ও ৮
জীবন মৃত্যু

বাপ্পা ডাকছে বাচ্চাদের
উত্তরা : পূরবী : উজ্জ্বলা

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১৯
কাল : ৬টায়
পরশু : ২॥ ও ৬টায়
মনোজ মিত্রের
বাবাবদল

স্টার থিয়েটার
(শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা)
স্থাপিত : ১৮৮৩ * ফোন : ৫৫-১১৩৯
— নূতন নাটক —
শ্রীমা
কাল : ৪টা ● পরশু ২॥টা ও ৬টা
— ভূমিকালিপি পূর্ববৎ —

বিশ্বরূপা ফোন- ৫৫-৩২৬২)
কাল এবং পরশু ২॥ ও ৬টায়
কোথায় পাবো তারে
কাহিনী/ কালকূট নাটক ও নির্দেশনা/ রাসবিহারী সরকার
বাউল সুর : পূর্ণদাস বাউল
আলো : তাপস সেন, মঞ্চ : সুরেশ দত্ত
অন্যান্য সুর : সুধাংশু মাইতি
ধ্বনি : কমল চৌধুরী, রূপসজ্জা : সান্তার
— শ্রেষ্ঠাংশে —
জয়শ্রী সেন, সবিতাব্রত দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, নির্মল ঘোষ, মনু মুখার্জী, সুধাংশু মাইতি, প্রহ্লাদদাস বাউল, সঙ্গীতা কর, গীতা নাগ, উমা পালচৌধুরী, ব্রতী দত্ত এবং কণিকা মজুমদার ও দিলীপ রায়

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ
(নবরূপে সুসজ্জিত। ৩৫-৫৫৯৮)
সমরেশ বসুর
গঙ্গানগর
কাল—৬টায়, রবি ২॥ ও ৬টায়

বিশ্বরূপার রঙ্গমঞ্চে

দীপ্তি ৪৬-৫৭৬১
প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৩০ ও ৮-৩০
মহল (রঙিন)
দেবানন্দ - আশা পারেখ

রজতজয়ন্তী
উত্তম-সুচিত্রার নবরাগ
মিনার : বিজলী : ছবিঘর

ওপার বাংলায় স্বাধীন বাংলা দেশ
প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গীকৃত লক্ষ লক্ষ তরুণ প্রাণ এপার বাংলার লক্ষ লক্ষ আশাহত তরুণ-তরুণীর হৃদয়ে নবীন উদ্দীপনা আনবে!..
উত্তম - অপর্ণার
অভিনব কাহিনী
মনমাতানো সঙ্গীত
কাটী পতঙ্গ
রক্সি : দর্পণা : মেনকা
এখানে পিঞ্জর
রূপবাণী - ভারতী - অরুণা

নবসাজে নিউ এম্পায়ার
বেলা ১২, ৩, ৬ ও ৮-৩০টায়
অদ্য হইতে!!
স্ত্রী এবং প্রণয়িনী এই দুয়ের টানাপোড়নে এবং কর্মব্যস্ত পুরুষের করুণমধুর কৌতুক কাহিনী!
দি এরেঞ্জমেন্ট (A)
* কার্ক ডগলাস * কে ডুনাওয়ে *

আজ থেকে
মেহবুব প্রডাকশনের
আন টেকনি-কলার
দিলীপ - নিম্মি - প্রেমনাথ
ওরিয়েণ্ট
(তাপনিয়ঃ) ২, ৫-১৫ ও ৮-৩০
লক্ষ্য করুন : তাপনিয়ন্ত্রণ মেসিন মেরামত করে চালু করা হয়েছে

সকলের ছবি— বিশ্বজিৎ মৌসুমী অভিনীত ৬ষ্ঠ সপ্তাহ...
প্রতিবাদ
রাধা পূর্ণ সন্তোষ
(২, ৫, ৮) (২॥, ৫৮, ৮৮) (বেলিয়াঘাটা)
উদয়ন (কাঁটাই-২য়) ॥ শ্যামা টকীজ (৩য়) নগরা সিনেমা (৩য়) ॥ রূপছবি (৩য়) মহালক্ষ্মী (৩য়) ॥ বিধান (বারাসাত) ফাল্গুনী (বসিরহাট) ॥ অরোরা (মেদিনীপুর) ॥ চিত্রবাণী (বাগনান) ॥ রূপছায়া (বেড়াচাঁপা) ॥ আমতলা টকীজ ॥ শ্যামলী (রামরাজাতলা) ॥ রূপকথা (আসানসোল) উত্তরা (কাটোয়া)

২য় সপ্তাহ — জয়যাত্রার পথে দৃপ্তভাবে এগিয়ে চলেছে!
গানগুলি আপনার চিরকাল স্মরণ থাকবে...

আন মিলো সজনা
প্যারাডাইস — ম্যাজেস্টিক
উজ্জ্বলা
প্রভাত — গণেশ
খান্না — রূপালী

৩য় সপ্তাহ!

চৈতালী
শ্রী ● প্রাচী ● ইন্দিরা

১৪শ সাফল্যের সপ্তাহ
রাজ কাপুরের
মেরা নাম জোকার
লোটাস

রঙ্গনা
নান্দীকার
তিন পয়সার পালা

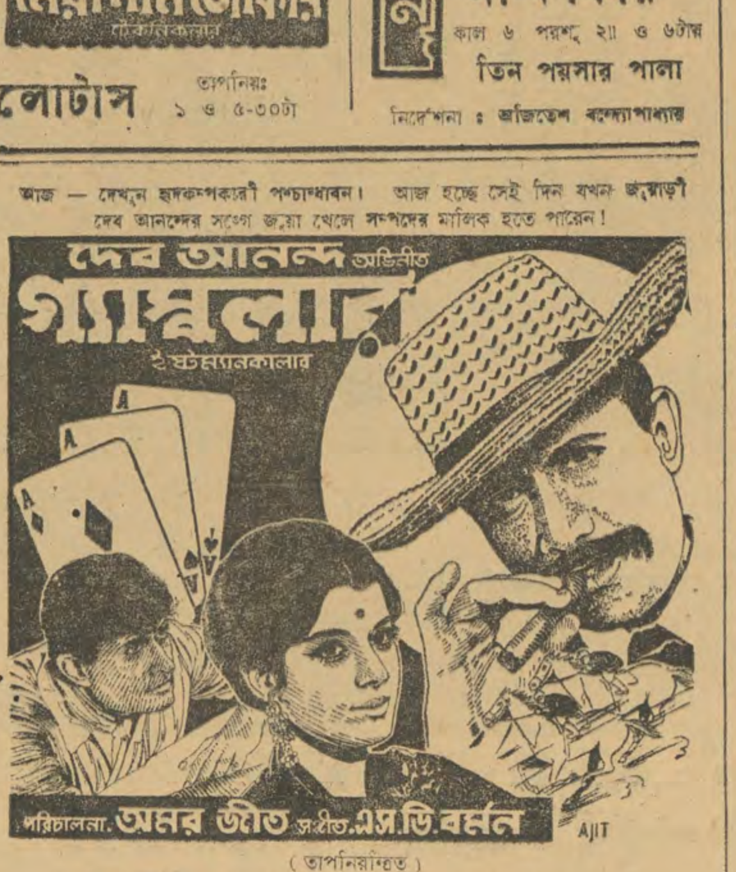
দেব আনন্দ অভিনীত গ্যাম্বলার
পরিচালনা: অমর জীত সঙ্গীত: এস.ডি.বর্মন
অপেরা — জেম — কৃষ্ণা
প্রিয়া — নবীনা — লিবার্টি
পূর্ণশ্রী : ছায়া

শুক্রবার ৯ই আনন্দ আসছে—
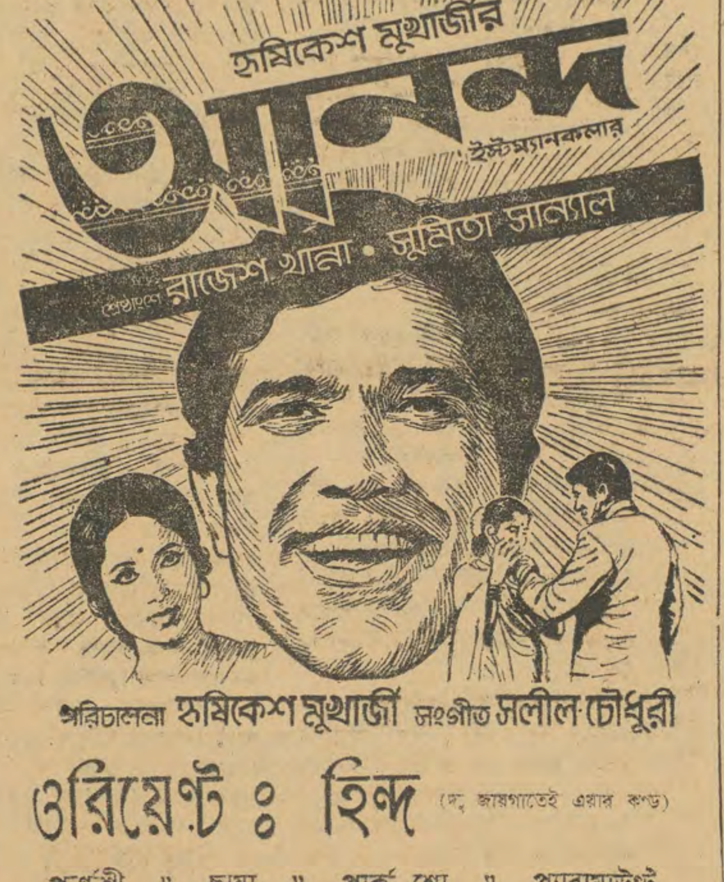
হৃষিকেশ মুখার্জীর আনন্দ
রাজেশ খান্না • সুমিতা সান্যাল
পরিচালনা হৃষিকেশ মুখার্জী সঙ্গীত সলীল চৌধুরী
ওরিয়েণ্ট : হিন্দ
পূর্ণশ্রী ॥ ছায়া ॥ পার্ক শো ॥ প্যারামাউণ্ট

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ২য় সপ্তাহ!
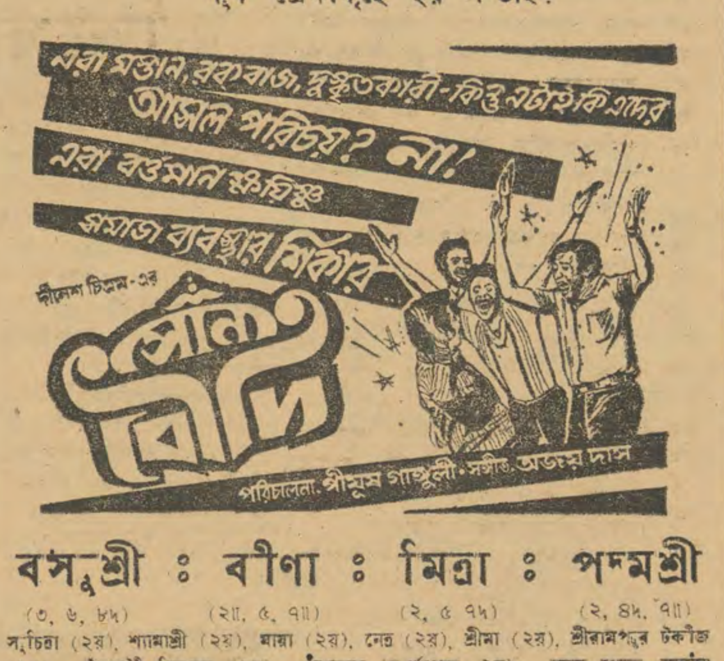
সোনা বৌদি
পরিচালনা: পীযূষ গাঙ্গুলী সঙ্গীত: অজয় দাস
বসুশ্রী : বীণা : মিত্রা : পদ্মশ্রী
(৩, ৬, ৮৮) (২॥, ৫, ৭॥) (২, ৫ ৭৮) (২, ৪৮, ৭॥)
সুচিত্রা (২য়), শ্যামাশ্রী (২য়), মায়া (২য়), নেত্র (২য়), শ্রীমা (২য়), শ্রীরামপুর টকীজ (২য়), নৈহাটী সিনেমা (২য়), চিত্রালয় (দুর্গাপুর, ২য়), আজ থেকে—অলকা ১॥, ৪॥, ৭॥টা (শিবপুর), নিউ তরুণ (বরাহনগর), ইন্দ্রধনু (নুঙ্গী), শ্রীদুর্গা (চন্দননগর), কৈরী (চুঁচুড়া)


ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশন

## নোটিস

বাংলাদেশের জনগণকে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সংগ্রামে সমর্থনের উপায় বিবেচনা করার জন্য ৫ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ সোমবার বিকাল ৪টায় অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে ই আই এম পি এ-এর সদস্যগণের এক ঘরোয়া সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

সভায় যোগদানের জন্য সদস্যগণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

কমিটির আদেশ অনুসারে
ডি প্রামাণিক
সেক্রেটারি

(৪৯৫৬)

# চীনের সোয়েদলিং কাপ, জাপানের করবিলন

নাগোয়া (জাপান), ১ এপ্রিল—দীর্ঘ ৬ বছর টেবল টেনিসের বিশ্ব আসর থেকে দূরে সরে থাকবার পর চীন ৫—২ খেলায় জাপানকে হারিয়ে আবার পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতার বিজয়ীর পুরস্কার 'সোয়েদলিং' কাপ পেয়েছে। অবশ্য চীনকে ৩—১ খেলায় হারিয়ে জাপান পেয়েছে মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতার পুরস্কার 'করবিলন' কাপ। চেকোশ্লোভাকিয়াকে ৩—২ খেলায় হারিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া মহিলা বিভাগে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। পুরুষ বিভাগে যুগোশ্লাভিয়া ৫—৩ খেলায় সুইডেনকে পরাজিত করে পেয়েছে তৃতীয় স্থান। পুরুষ বিভাগে ভারত চতুর্দশ স্থান পেয়েছে।

চীন-এর আগে ১৯৬১, ১৯৬৩ এবং ১৯৬৫ সালে সোয়েদলিং কাপ লাভ করে।

মেয়েদের বিভাগে চতুর্থ স্থান পেয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়া, পঞ্চম স্থান রাশিয়া এবং ষষ্ঠ স্থান পেয়েছে রুমানিয়া।

১৯৬৭ সালে স্টকহোমের বিশ্ব আসরে এবং ১৯৬৯ সালে মিউনিখের বিশ্ব আসরে সোয়েদলিং কাপ বিজয়ী জাপানের পরাজয়ের মূলে চীনের কৃতী খেলোয়াড় লি চিং কোয়াং-এর অবদান সবচেয়ে বেশী। কোয়াং জাপানের বিশ্বজয়ী খেলোয়াড় শিগিও ইটোকে ২১—৩ ও ২১—৬ পয়েন্টে পরাজিত করেন।

২৪ বছর বয়সী বাঁ হাতের খেলোয়াড় লি চিং কোয়াং তিনটি সিঙ্গলসেই বিজয়ী হন অপূর্ব ক্রীড়াদক্ষতার পরিচয়ে। অনেকের ধারণা, চীনের প্রাক্তন কৃতী খেলোয়াড় এবং প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান চুয়াং সে তুং-এর মতই লি চিং কোয়াং এবারকার বিশ্ব আসরে বহু গৌরবের অধিকারী হবেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ উইকেটে ৬৭

ব্রিজটাউন, বারবাডোজ, ১ এপ্রিল—চতুর্থ টেস্টে ভারত টস জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাট করতে পাঠায়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ উইকেট হারিয়ে ৬৭ রান করেছে।

ভারতীয় দল থেকে প্রসন্ন ও দুরানিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যাঁরা খেলছেন তাঁদের নাম দেওয়া হল—ওয়াড়েকার, বেঙ্কটরাঘবন, কৃষ্ণমূর্তি, মাঁকড়, গাভাসকার, সারদেশাই, বিশ্বনাথ, জয়সীমা, সোলকার, আবিদ আলি ও বেদী। জয়ন্তীলাল দ্বাদশ ব্যক্তি।

## ডেভিস কাপ

কলম্বো, ১ এপ্রিল—ভারত-সিংহলের ডেভিস কাপের খেলায় প্রথম সিঙ্গলসে ভারতের গৌরব মিশ্র ২ সেটে এগিয়ে থাকার সময় খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আগামীকাল দুটি সিঙ্গলসের খেলা হবে।

### বিচারপতি শ্রীতালুকদার আবার আই-এফ-এর সভাপতি

বৃহস্পতিবার আই এফ এ-র নবগঠিত পরিচালক মণ্ডলীর প্রথম সভায় বিচারপতি শ্রী এন সি তালুকদারকে আবার সভাপতি এবং শ্রীহেমন্ত দেকে কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করা হয়েছে।

## ইউনিভারসিটি ল দলের এস রায় শীল্ড

বৃহস্পতিবার ইডেনে আন্তঃ কলেজ নক আউট ক্রিকেট অধ্যক্ষ এস রায় শীল্ডের ফাইনাল খেলায় সি ইউ ল' কলেজ ১২৩ রানে উমেশচন্দ্র কলেজকে পরাজিত করে পর পর তিনবার এস রায় শীল্ড জয়ের গৌরব অর্জন করে।

সি ইউ ল' কলেজ ৮ উইকেটে ২১৫ রান করে। সুব্রত গুহর ৬১ রান উল্লেখ করার মত। উমেশচন্দ্র কলেজ এই রানের উত্তরে ব্যাট করতে নেমে ৯২ রানে ইনিংস শেষ করে। বসু ৩৮ রানে ৫ উইকেট দখল করেন।

**সি ইউ ল'** : ৮ উইঃ ২১৫ (সুব্রত গুহ ৬১, গোপাল বসু ২৯, সঞ্জয় গাঙ্গুলী ১৯, এ রায় ৩০, এ রহমান ৪২ রানে ৩ উইঃ)

**উমেশচন্দ্র** : ৯২ (টি চন্দ্র ২২, জি বসু ৩৮ রানে ৫ উইঃ আর বালা ১২ রানে ২ উইঃ)

# আজ থেকে রনজি ফাইনাল

বোম্বাই, ১ এপ্রিল—শুক্রবার ২ এপ্রিল থেকে বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে রনজি প্রতিযোগিতায় পাঁচদিনব্যাপী ফাইনাল খেলা আরম্ভ হচ্ছে।

উপর্যুপরি তের বারের রনজি ট্রফি বিজয়ী বোম্বাই দলের প্রথম সারির পাঁচজন খেলোয়াড় এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজে। কিন্তু এই খেলোয়াড়রা দেশে থাকাকালেই পশ্চিমাঞ্চলীয় লীগে মহারাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ১ পয়েন্টের ব্যবধানে রানার্স হয়েছিল বোম্বাই। তবে মহারাষ্ট্রের অধিনায়ক বাপু বোরদে মনে করেন, বোম্বাই ক্রিকেটে এত শক্তিশালী যে, তারা দুটি দল করে রনজিতে খেলতে পারে।

দুই দলে যাঁরা খেলবেন নীচে তাঁদের নাম দেওয়া হল।

**বোম্বাই** : সুধীর নায়েক (অধিনায়ক), আর ডি পারকার, ভি ভোঁসলে, মাহেশ, আর সম্পৎ, এম ডি রেনে, কে হাজারে (উইকেটরক্ষক), আবদুল ইসমাইল, অতুল মেটা, পি কে শিভালকার, দ্বাদশ খেলোয়াড়—এম এম তেণ্ডুলকার।

**মহারাষ্ট্র দল** :—সি জি বোরদে (অধিনায়ক), হেমন্ত কানিটকার (উইকেটরক্ষক), মধু গুপ্তে, চেতান চৌহান, সঞ্জয় কিরতনে, স্বরূপ কাবানি, এন সালধানা, সদানন্দ, এন মোহন, ভিঠল যোশী, আনোয়ার শেখ, অফজল খান ও সবীর কমকাবনি, দ্বাদশ খেলোয়াড় সবীর কুলকারনি।

# বেটনে মহমেডান দলের ৩ গোল

স্টাফ রিপোর্টার

**মহমেডান স্পোর্টিং—৩ খালসা ব্লুজ—০** (এলাহি, মহম্মদ বাঁন হাসান ২)

খালসা ব্লুজের রক্ষণভাগের দৃঢ়তায় মহমেডান স্পোর্টিং প্রথমার্ধে কোন গোল করতে না পারলেও দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমাগত আক্রমণের চাপে খালসা ব্লুজের রক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। মহমেডান স্পোর্টিং এই পর্বে তিনটি গোল করে বেটনের প্রাথমিক পর্যায়ের তৃতীয় রাউনডের খেলায় খালসা ব্লুজের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়।

দ্বিতীয়ার্ধের ১০ মিনিটে লং করনার থেকে বল পেয়ে এলাহি মহমেডানকে অগ্রগামী করেন ১—০। ২ মিনিট পরে মিলিত প্রচেষ্টা থেকে মহম্মদ বাঁন হাসান দ্বিতীয় গোল করায় মহমেডানের জয় নিশ্চিত হয়ে যায় ২—০। খেলা শেষ হবার ৭ মিনিট আগে মহম্মদ বাঁন হাসান একক প্রচেষ্টায় দলের শেষ গোল করেন ৩—০।

**মহমেডান স্পোর্টিং**—এম আর খাঁ; ইমদাদ আলি ও গিলবার্ট; জ্যাকি, সোলেমান ও সাবীর; জে পি তেওয়ারী, মহম্মদ বাঁন হাসান, রেজাক খাঁ, ই এলাহি ও ওমপ্রকাশ।

**খালসা ব্লুজ**—কে বর্মণ; হরমোহন ও হরপাল; গুরমেল, পবন ও শুকদেব; কুলবন্ত, বলবীন্দর, গোবিন্দ, মালকেত ও অবতার।

**আমপায়ারস**—এস এন ব্যানারজি ও টি সেন।

তৃতীয় রাউনডে আলেকজানডার রেমনড আলেকজেনডার রেমনড—১ এনটালি—০ (আর জেনিংস)

খেলা শেষ হবার ৫ মিনিট আগে লং করনার থেকে বল পেয়ে আর জেনিংস তীর হিটে যে গোল করেন ওই এক গোলেই আলেকজেনডার রেমনড বেটনের প্রাথমিক প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউনডে এনটালিকে হারিয়ে পরবর্তী রাউনডে উঠেছে। আলেকজেনডার রেমনডকে পরবর্তী রাউনডে ফোর্ট উইলিয়াম স্টীল প্ল্যানটের সঙ্গে খেলতে হবে।

এনটালি অধিকাংশ সময় আলেকজেনডার রেমনডের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দেয়। এছাড়া দ্বিতীয়ার্ধের ৮ মিনিটে গোলমুখের জটলার মধ্য থেকে জে এস সোধী শূন্য গোলে পুস করলে সি এলভারেজ গোল লাইন থেকে নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দেন।

## এম সি সি ৭৫ হাজার স্টার্লিং ক্ষতিপূরণ পাবে

লন্ডন, ৩০ মারচ—গত বছর দক্ষিণ আফরিকা ক্রিকেট দলের ইংলন্ড সফর বাতিল হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৭৫,০৫৪ স্টার্লিং এম সি সিকে দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

সমস্ত শ্বেত খেলোয়াড় নিয়ে গড়া বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফরিকার ইংলনড সফর গত বছর বাতিল হয়ে যায় শ্রমিক সরকারের নির্দেশে।

এম সি সিকে ক্ষতিপূরণ দেবার কথা ঘোষণা করেন রক্ষণশীল দলের সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী মিঃ এলডন গ্রিফিথ।

### শুক্রবারের অফিস ক্রিকেট

**দ্বিতীয় ডিভিশন লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ** (খেলা শুরু) :—আই সি আই : সি ই এস সি (ফেডারেশন—১১টা)।

# ৩৪ জন খেলোয়াড়ের আবেদন মঞ্জুর

বোম্বাই, ১ এপ্রিল—১৯৭১-৭২ সালে মোট ৩৪ জন ফুটবল খেলোয়াড় আন্তঃ রাজ্য ছাড়পত্রের জন্য যে আবেদন করেছিলেন, নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন তাঁদের আবেদন অনুমোদন করেছেন। এই ৩৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে বেশীর ভাগ আই এ এ-র অনুমোদিত কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবে খেলার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন।

দীন মহম্মদ সালে (অন্ধ্র থেকে আই এফ এ)।

স্বপনকুমার বাগ ও বিনয় মুখার্জি (আই এফ এ থেকে আসামে)।

দিলীপ দে, কর্পূর ব্যানার্জি, নির্মলেন্দু মণ্ডল, দিলীপ মণ্ডল ও মুসাফর হাসান (আই এফ এ থেকে বিহারে) ও সুরিন্দর কালিয়া (দিল্লি থেকে বিহারে)।

সুরেন্দ্রকুমার রাওয়াৎ (উত্তরপ্রদেশ থেকে দিল্লি), দেবরাজ, ডেভিড রাজা ও ফ্রানসিস ডি রডরিগস (তামিলনাড়ু থেকে গোয়া)।

মহম্মদ আকবর, নাজাম লতিফউদ্দীন ও হাসান পাশা (অন্ধ্র থেকে আই এফ এ); জীবন ঘোষ ও মহম্মদ ইসমাইল (বিহার থেকে আই এফ এ); মহম্মদ ইউসুফদার (জম্মু ও কাশ্মীর থেকে আই এফ এ); ইকবাল মহম্মদ (উত্তরপ্রদেশ থেকে আই এফ এ); সি মণিলাল দাস (ডবলিউ আই এফ এ থেকে আই এফ এ)।

কে সি যোশেফ (তামিলনাড়ু থেকে কেরলে)।

ক্যাওনেল, সাম্পাঙ্গিপাঙ্গানি, এন আবদুল কোদার রহমৎউল্লা ও সারমাদ খাঁ (আই এফ এ থেকে মহীশূরে)।

এম এ রসিদ বেগ (বিহার থেকে ওড়িশা)।

এস আবদুল হামিদ (কেরল থেকে তামিলনাড়ু); চন্দ্রপ্রসাদ নারায়ণ (মহীশূর থেকে তামিলনাড়ু)।

বিমলকুমার রায়চৌধুরী (আই এফ এ থেকে ত্রিপুরা)।

সানিল উইলিয়াম (মধ্যপ্রদেশ) ও বাবু সালিয়ান শ্রীনিবাসন (গোয়া থেকে আই এফ এ)। —ইউ এন আই

### শুক্রবারের হকি খেলা

**পঙ্কজ গুপ্ত মেমোরিয়াল কাপ** (স্কুল) :—রাণী রাসমণি : এনটালি একাডেমি (গ্রীয়ার—২টা); **কাইজান কাপ**—চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ : ক্যালকাটা আদিবাসী (ইসটবেঙ্গল—৩-৪৫); **ল্যাগডন শীল্ড**—বেঙ্গল ইউনাইটেড : খালসা ব্লুজ (রেনজারস—৩-৪৫); **লক্ষ্মীবিলাস কাপ** : দুর্গাপুর স্টীল : এনটালি এ সি (সি এফ সি—২-৪৫); পোরট কমিশনারস : মহমেডান স্পোরটিং (সি এফ সি—৩-৪৫); **আন্তঃ অফিস লীগ** : এয়ার করপোরেশন : অ্যালকেলি কেমিক্যাল (গ্রীয়ার)।

### ইজরায়েলের ম্যাককেবি দল এশিয়ান কাপ বিজয়ী

ব্যাংকক, ৩১ মারচ—চতুর্থ এশিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়নশিপের ফুটবল খেলায় ইরানের পুলিশ ক্লাব রাজনৈতিক কারণে ইজরায়েলের ম্যাককেবি ক্লাবের সঙ্গে খেলতে রাজি না হওয়ায় ম্যাককেবি না খেলেই বিজয়ী হয়েছে। ইরাক পুলিশ দল আগের খেলায় ইরানের তাজ ক্লাবকে ২—০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। —রয়টার


পরশু ৫টায়
শতাব্দী নাট্য সংস্থা
পাগলা ঘোড়া

তরুণ অপেরা ৩৩-৪২২১
আজ থেকে
তপন সিংহের সাগিনা মাহাতো
দিলীপ-সায়রা-অনিল
আলেয়া : প্রিয়া

আজ থেকে
BEIRUT with LOVE
রঙিন (A)
কালিকা
প্রত্যহ : ২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০

বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম

মাত্র শেষ কয়েকদিন!
ANNUAL
SALE
১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত
১০% থেকে ৩০% পর্যন্ত কম
হরলালকা
কলিকাতা

সুবিধাজনক নগদ মূল্যে
অথবা সহজ কিস্তি ব্যবস্থায়
পাখা ও ফ্রিজ
● ইণ্ডিয়ানপাখা ● রত্ন ● উষা ● পাওয়ার ● ওরিয়েণ্ট ● জি ই সি ● ক্রম্পটন
● কেলভিনেটর ● অলউইন ● ইডেকোবেল্টাস ● জি ই সি
আরও পাবেন:— এয়ার কন্ডিশনার, ট্রানজিস্টার, রেডিও, সেলাই মেশিন, প্রেশার কুকার, স্টীল ও কাঠের ফার্নিচার, ভোজন, রেকর্ড, রেকর্ড চেঞ্জার, গ্রাম প্রভৃতি।
কে, সি, সি
সেলস এম্পোরিয়াম

## শুক্রবারের পাওয়ার লীগ

**বৌবাজার ওয়াই এম ইউনিয়ন** : রবার্ট হাডসন (সি টি—৪-৩০ মিঃ)

**অফিস ফুটবল লীগ**—ডাবলিউ বি স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড : ইনসপেক্টর অফ আরমামেন্টস (হাইকোর্ট—৪-১৫)

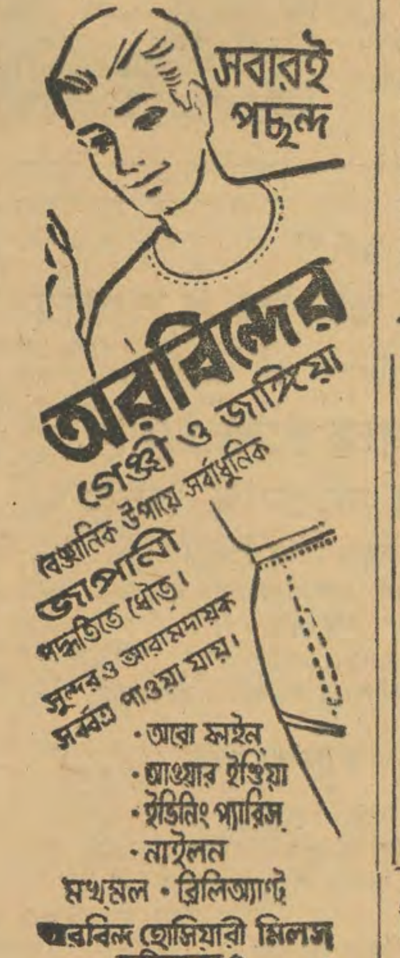


আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিদ ও তান্ত্রিক, গবর্নমেণ্ট উপাধিপ্রাপ্ত

## রাজ জ্যোতিষী

মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডঃ শ্রী হ রি শ চ ন্দ্র ভ ট্টা চা র্য, শাস্ত্রী, জ্যোতিষতীর্থ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, হস্ত, কপাল রেখা, নির্ভুল কোষ্ঠী বিচারে, প্রশ্ন গণনায়, ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান নির্ণয়ে অদ্বিতীয়।

ভারত, পাকিস্তান, বর্মা, সিংহল, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, আফ্রিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দ পণ্ডিত মহাশয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া অযাচিত প্রশংসাপত্রাদি দিয়াছেন।

**মহাশক্তিসম্পন্ন কয়েকটি জাগ্রত কবচ।**

**শান্তিকবচ**—পরীক্ষায় পাশ, মানসিক ও পারিবারিক ক্লেশ, আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি সর্বদুর্গতিনাশক। সাধারণ—৫৲; বিশেষ ২০৲।

**বগলাকবচ**—মামলায় জয়লাভ, রাজ কৃপালাভ, ধন ও সম্মান বৃদ্ধি, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও যশস্বী হয়। সাধারণ—১২৲; বিশেষ—৪৫৲।

**আকর্ষণীকবচ**—শত্রুকে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ করিতে এবং অভীষ্টজনকে বশীভূত করিতে ইহার ক্ষমতা অপরিসীম। সাধারণ—১২৲; বিশেষ—৫০৲।

তাঁহার আধুনিকতম বইগুলি পড়ে হস্তরেখা বিচার ও জ্যোতিষবিদ্যা শিখুন:

**জুয়েল অফ পামিস্ট্রী** (ইং) ২য় সং—১০৲

**সামুদ্রিকরত্ন** (বাংলা) ২য় সং — ৬৲

**এ গাইড টু এস্ট্রোলজি** (ইং) —১১৲

**হাউস অফ এস্ট্রোলজি**

৪৫এ এস পি মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৭-৪৬৯৩

বালকৃষ্ণ পেন প্রাঃ লিঃ

নাগরদাস রোড, আন্ধেরি, বম্বে ৬৯এ. এস, ফোন : ৫৭৪৩২১ (৩টি লাইন)

সোল ডিস্ট্রিবিউটর্স :

কিরণ অ্যাণ্ড কোম্পানি : ৭৩/৭৫, শামসেট স্ট্রীট, বম্বে-২, ফোন : ৩২৪৪৩২

## "আসল রাজা" নই —কুলকারনি

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল—নব কংগ্রেস সদস্য রাজা কুলকারনি আজ অধ্যক্ষ শ্রী জি এস ধীলনের কাছে এই মর্মে এক স্বীকারোক্তি করেন যে, তিনি 'আসল রাজা' নন। প্রশ্নোত্তরের সময়ে শ্রীধীলন রাজা কুলকারনির নাম ধরে ডাকতে থাকেন। অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি সত্যি রাজা না 'রাজা' তাঁর নামের একটি অংশ।

হাস্যরোলের মধ্যে সদস্য মহোদয় বলেন, "আমি সত্যি 'রাজা' নই। এটা আমার নামের একটি অংশ।" —ইউ এন আই

## বিমানবাহিনীর ৩৭ জন সম্মানিত

**নয়াদিল্লি**, ১ এপ্রিল—আজ ভারতীয় বিমান বাহিনীর ৩৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে পালামে এক কুচকাওয়াজে বিমান বাহিনীর ৩৭ জনকে বায়ুসেনা ও বিশিষ্ট সেবা পদক দেওয়া হয়।

বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চীফ মারশাল পি সি লাল কর্তব্যপরায়ণতা ও সাহসের জন্য ২৫ জনকে অফিসারকে বায়ুসেনা পদক দেন। আর বারজন পান বিশিষ্ট সেবা পদক। —পি টি আই

## স্টেট ব্যাংকের নতুন ডেপুটি সেক্রেটারি ও ট্রেজারার

শ্রী এস কে নাথন এম এ, এম সিই সি এ আই, আই বি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়ার বেঙ্গল সারকেলের ডেপুটি সেকরেটারি ও ট্রেজারার নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি ১ এপ্রিল থেকে শ্রী এস নিয়োগীর স্থলাভিষিক্ত হলেন। শ্রীনাথন ১৯৪৪ সালে এই ব্যাঙ্কের কাজে যোগ দেন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন।

## পি-এল ৪৮০তে এবার ভারত ১১২ কোটি টাকার জিনিস পাবে

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল—নতুন পি এল-৪৮০ চুক্তি অনুসারে আমেরিকা ভারতকে ১৫,৭০,০০০ টন গম, ২,৫০,০০০ টন তুলো ও ৭৫ হাজার টন বনস্পতি সরবরাহ করবে। আজ এখানে ওই মর্মে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অর্থমন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিভাগের সচিব ডঃ আই জি প্যাটেল এবং মারকিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ বি কিটিং। ওইসব সামগ্রীর দাম হবে ১১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। —পি টি আই

## গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেণ্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

# মুক্তিসংগ্রামীদের সাহায্য দানে সংস্থা গঠন

'বাংলা দেশে' মুক্তি সংগ্রামীদের সাহায্য দানের জন্য এপার বাংলার বিভিন্ন মহলেই উদ্যোগ আয়োজন চলছে। বৃহস্পতিবার কয়েকটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠনের সংবাদ পাওয়া গেল। এছাড়া রক্তদানের জন্যও আয়োজন করা হচ্ছে।

### বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি

'বাংলাদেশের' মুক্তি সংগ্রামী মানুষকে 'সম্ভবমত সব সাহায্য' করার উদ্দেশ্যে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা বৃহস্পতিবার গঠিত হয়েছে।

শ্রীবিজয় সিংহ নাহারকে সমিতির কার্যকরী সভাপতি এবং অধ্যাপক সমর গুহকে সহ-সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে চারজন সাধারণ-সম্পাদক নির্বাচিত করা হবে।

### বাংলাদেশ সংহতি ও সাহায্য কমিটি

পূর্ব বাংলার সংগ্রামী মানুষকে সাহায্যের এবং বাংলা দেশের প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকৃতিদানের জন্য এক আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে 'বাংলা দেশ সংহতি ও সাহায্য কমিটি' গঠিত হয়েছে। এই কমিটির সভাপতি —শ্রীজ্যোতি বসু; সম্পাদক-শ্রীসুধীন কুমার ও কোষাধ্যক্ষ-শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ। বর্তমানে ওই কমিটিতে আরও ১৮জন সদস্য আছেন।

বাংলাদেশের জনসাধারণের সাহায্যের জন্য কমিটি সব শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী সহ সবাইকে অগ্রণী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ৮০ জগদীশ বসু রোড (টেলি : ২৪-৪২৪৭) এই ঠিকানায় অর্থ ওষুধপত্র এবং অন্যান্য সাহায্য পাঠানো যেতে পারে।

### যুক্ত বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক কমিটি

ভারতীয় কম্যুনিস্ট পারটির উদ্যোগে বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য 'যুক্ত বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক কমিটি' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। জেলাগুলিতেও অনুরূপ যুক্ত কমিটি স্থাপিত হবে। কমিটি অর্থ, ঔষধ এবং অন্যান্য ত্রাণদ্রব্য সংগ্রহ করবেন।

### বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের আবেদন

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায়, অধ্যাপক হেম চন্দ্র গুহ, শ্রীজাহাঙ্গীর কবির, ডঃ দেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার, অধ্যক্ষ পারিজাত গুহ, অধ্যক্ষ এইচ কে মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ বৃহস্পতিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে জাতি ধর্ম রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে সরকার ও ভারতের সকল জনসাধারণকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য সকলকে একত্র হবার আহ্বান জানান।

### নববর্ষের দিন গণযাত্রা

বাংলা নববর্ষের দিন, আগামী ১৫ এপ্রিল ভারতের একসপ্লোরারস ক্লাব-এর উদ্যোগে কলকাতা যুবসমাজের পক্ষ থেকে বাংলা দেশের (পূর্ব পাকিস্তান) সীমান্ত পর্যন্ত এক গণযাত্রা পরিচালিত হবে।

ক্লাব-এর চেয়ারম্যান শ্রীমিহির সেন এ সম্পর্কে আরও জানিয়েছেন যে, তাঁরা ২৪-পরগণায় সীমান্তে একটি শিবির স্থাপন করছেন। খোঁজ নিয়ে তাঁরা জেনেছেন যে—ব্যানডেজের জন্য সারজিক্যাল ড্রেসিং, বীজানুনাশক দ্রব্য, ঔষধ, রক্তের 'প্লাজমা', শিশু খাদ্য, শুকনো ফল ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ৮৭ কারনানি এসটেট, লোঃ সাঃ রোড, কলকাতা ১৭ (টেলি : ২৩-৩৪৪৮), এই ঠিকানায় উক্ত ক্লাবে ত্রাণদ্রব্যাদি পাঠানো যেতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের এবং ওখানে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার দাবির সমর্থনে ক্লাব গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করবেন।

স্টেট হেল্‌থ সারভিসেস (নন-প্র্যাকটিসিং) অ্যাসোসিয়েশন-এর সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশে ওষুধপত্র, বস্ত্রাদি অর্থ-সাহায্য সমিতি যে ত্রাণ-ভাণ্ডার খুলেছেন সেখানে পাঠানো যেতে পারে। পাঠাবার ঠিকানা ডাঃ গুরুদাস রায় (মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) এবং ডাঃ কে সি বসুমল্লিক (এস এস কে এম হাসপাতাল)।

### রক্ত নেবার আয়োজন

আজ, ২ এপরিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন-এর উদ্যোগে ১০৭ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে ছাত্র ও যুবকদের রক্তদানের ব্যবস্থা হয়েছে।

'বাংলাদেশের' মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য রক্তদানের জন্য ইনডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন-এর রাজ্য সম্পাদক ডাঃ দেবেন ঘোষ সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৬৭, ধর্মতলা স্ট্রিটে সমিতি অফিসে প্রতিদিন রক্ত গ্রহণ করা হবে।

### বেতন দান

জঙ্গী শাসনে নিপীড়িত বাংলাদেশের জনসাধারণের সাহায্যার্থে ইনডিয়ান অয়েল অফিসারস অ্যাসোসিয়েশন সদস্যদের একদিনের বেতন দান করেছেন।

ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইনডিয়ার এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন-এর (কেন্দ্রীয় কমিটি) সাধারণ সম্পাদক সব কর্মচারীকে অর্থ ও রক্তদান করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

### সর্বোদয় মণ্ডলের তহবিল

পশ্চিমবঙ্গ সর্বোদয় মণ্ডল বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য এক ত্রাণ তহবিল খুলেছেন এবং সি-৫২, কলেজ স্ট্রিট মারকেট, কলকাতা ১২ (টেলি : ৩৪-৭৫৩০) এই ঠিকানায় সাহায্যাদি পাঠাবার জন্য সাধারণ সম্পাদক সকলকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

# "অস্ত্র দিন, অস্ত্র পেলে নিশ্চয়ই জিতব"

আপনারা আমাদের অস্ত্র দিন।—যে কোন উপায়ে হোক জোগাড় করে দিন। অস্ত্র পেলে আমরা নিশ্চয়ই জিতব। বলতে বলতে আওয়ামী লীগের যশোর জেলা কমিটির সদস্য বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনারা কি অস্ত্রসাহায্য কিছুই পাননি?"

ম্লান হেসে তিনি বললেন—"যা পেয়েছি তা দিয়ে পারটিতে পারটিতে মারামারি খুনোখুনি চলে। অরমির সঙ্গে লড়াই করা যায় না। ভাবতে পারেন, শুধু যশোরেই ইয়াহিয়ার দখলদার বাহিনীর হাতে রয়েছে কম করেও একশ মরটার, অটোমেটিক চীনা রাইফেল, মেশিনগান, রকেট। আর আমরা লড়ছি ন্যূনতম অস্ত্রশক্তি নিয়ে। চাচরা রাজবাড়িতে ঘাঁটি করে মুক্তি ফৌজ লড়ছে শুধু একটি মরটার এবং কিছু রাইফেল নিয়ে। জঙ্গী বাহিনী আমাদের এই ঘাঁটি দখল করার জন্য চার মাইল দূর থেকে ঘন ঘন গোলা বর্ষণ করছে। আমাদের জবাব দিতে হচ্ছে খুব হিসাব করে, একটি মরটারের সাহায্যে। অত্যন্ত কম গোলাগুলি নিয়ে। তবুও চাচর রাজবাড়ির ঘাঁটি আমাদের রক্ষা করতেই হবে। ওখানেই রয়েছে যশোর দখলদার ফৌজী ছাউনির বিজলী সরবরাহ কেন্দ্র। সে সরবরাহ বন্ধ করে ওদের পানি বন্ধ করে দিয়েছি।

এ লড়াইয়ের বর্ণনা দিতে দিতে **তরুণ আওয়ামী লীগ কর্মী আবেগে আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন—"আপনারা কি আমাদের একটু সাহায্য করতে পারেন না? চীন যদি ইয়াহিয়ার দখলদার বাহিনীকে অস্ত্র যোগাতে পারে তবে আপনারা আমাদের অস্ত্র দিতে পারেন না কেন? দোষ কোথায়?"**

যশোরের পালেরহাট থেকে বনাপোল পর্যন্ত প্রায় ১৭ মাইল রাস্তা তিনি এসেছেন কখনও হেঁটে, কখনও সাইকেলে, **কিন্তু কোথাও দখলদারী বাহিনীর কাউকে দেখেননি।**

একথা বলতে বলতে গর্বে তাঁর চোখ দুটো **জ্বলে ওঠে, ভেবে দেখুন** কী অদম্য আমাদের মনোবল! নিরস্ত্র মানুষ কী অকুতোভয়ে এই সমস্ত এলাকায় লড়ছে! **এই সমস্ত অঞ্চলে** দখলদারী ফৌজের অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই।

"আপনারা কি আমাদের সাহায্য করবেন না?"—এই শেষ আবেদন জানিয়ে যশোর এস সি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক তরুণ আওয়ামী লীগ কর্মী বিদায় নিলেন, বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটায়। ২৬ মার্চ তিনি যশোর থেকে বেরিয়েছেন। যশোর শহরে তখন 'জঙ্গীশাহীর তাণ্ডব শুরু হয়ে গিয়েছে। ওরা গুলি করে ঘর জ্বালিয়ে নির্বিচারে মানুষ মারছে। পরিবারের লোকজন নিয়ে শহর ছেড়ে পাঁচ মাইল দূরে চমনকাঠি বাজারে আশ্রয় নিই। সেখান থেকে স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্যদের ভাইয়ের ভরসায় রেখে বেরিয়ে পড়ি। জানি না ওরা কোথায়? আমি ছুটেছি সেখান থেকে কখনও ঝিকারগাছি, কখনও অন্য গ্রামে সংগ্রামের বার্তা নিয়ে। সীমান্ত পেরিয়ে এসেছি সেই সংগ্রামে সাহায্যের দাবি নিয়ে।"

*

"আমাদের রাইফেল, ব্রেনগান আছে। এই দিয়েই পশ্চিমা হানাদারদের কোণঠাসা করেছি। ওরা এখন শহরেই আটক, তাও মাত্র কয়েকটি বাড়িতে। সেখান থেকেই মরটার চালাচ্ছে, সঙ্গে আছে চীনা রাইফেল; বিমান থেকে আক্রমণ করছে।"

বৃহস্পতিবার ইসট পাকিস্তান রাইফেলসের শ্রীসুরুজ আহম্মদ (ই পি আর ৭৭২১) আমাদের দফতরে এসে ওই কথা জানালেন। বললেন, "খুলনা রোড, ঢাকা রোড, কেশবপুর রোড বন্ধ করে দিয়েছি। এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, মিলিটারি এগুতে গেলেই উড়ে যাবে। রেল লাইনও উপড়ে ফেলা হয়েছে।"

শ্রী অহম্মদ যশোরের চাচরা-রাজবাড়ি মোড় এলাকায় গত ক'দিন মুক্তি বাহিনীর হয়ে লড়ছেন। বৃহস্পতিবার তিনি সাতক্ষীরার কলারোয়া হয়ে চাম্বুরিয়ার পথে এপার বাংলায় এসেছেন। সঙ্গে আছেন আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী। তাঁদের সকলের কথা, অস্ত্র চাই।

কলারোয়া থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি শ্রী বি এম নজরুল ইসলাম'ও আবেদনেও একই কথা—'সমরাস্ত্র দিন।'

### অজয় মুখরজির কাছে আবেদন

বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ নেতা শ্রীআবু আবজলুর রসিদ পশ্চিমবঙ্গের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখারজির কাছে বাংলাদেশের দুর্দিনে সব রকমের সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের পবিত্র দিনে বাংলাদেশের জনগণ আপনার কাছে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাদের বর্বরতার বিরুদ্ধে সাহায্য চায়।'

শ্রী রসিদ ভারত এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, করাচির বাংলাভাষাভাষী মানুষের নিরাপত্তার দিকে তাকান—ওখানে তাঁরা এখন নিদারুণ বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

## ইয়াহিয়া বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কমন্সসভায় প্রতিবাদ

**লনডন অফিস**

**১ এপরিল**—শ্রমিক দলের এম পি পিটার শোর গতকাল কমন্সসভায় বাংলাদেশের মানুষের উপর ইয়াহিয়া খান সরকারের বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানান। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালীদের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে, অনেক ব্রিটিশ নাগরিক যেতাতে ক্ষুব্ধ সেই কথা পাকিস্তান সরকারকে জানিয়ে দেবার জন্য শ্রী শোর ব্রিটেনের পররাষ্ট্র সচিব স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউমকে অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, সেখান থেকে পাক সেনা বাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং হত্যা বন্ধ করা উচিত। মুজিবরের অনুগামীদের উপর বর্বর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে।

পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জীবনহানিতে স্যার অ্যালেক গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তবে তিনি বলেন, পাকিস্তান একটি স্বাধীন, স্বার্বভৌম দেশ। পাকিস্তান সরকারের রাজনৈতিক ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারি না।

## ক্যালকাটা পেইনটারস-এর গ্রীষ্মকালীন প্রদর্শনী

ক্যালকাটা পেইনটারস-এর নাম কলকাতার শিল্পরসিক মহলে সুপরিচিত। এ দলে আছেন কলকাতা শহরের বিশিষ্ট শিল্পী রবীন মণ্ডল, গোপাল সন্ন্যাল, প্রকাশ কর্মকার, ইশা মহম্মদ, শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, অমিতাভ সেনগুপ্ত, অমল চাকলাদার, যোগেন চৌধুরী অনিতা রায় চৌধুরী, দিলীপ কুণ্ডু, নিখিলেশ দাশ এবং তপন ঘোষ। ক্যালকাটা পেইনটারস গত ২৯ মারচ থেকে কলকাতার ইনফরমেশন সেণ্টার-এ এঁদের গ্রীষ্মকালীন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। প্রদর্শনীটি আগামী ৪ঠা এপরিল পর্যন্ত চলবে।

ক্যালকাটা পেইনটারস - এর শিল্পীদের পেইনটিং-ই আমরা সচরাচর দেখে এসেছি। স্কেচ-এর প্রদর্শনী বড় একটা দেখিনি। কালো-সাদা স্কেচ থেকেই শিল্পীর অঙ্কনবিদ্যার প্রকৃত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন মণ্ডল, প্রকাশ কর্মকার, ইশা মহম্মদ ও গোপাল সান্ন্যাল এ দলে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং খ্যাত। প্রদর্শিত স্কেচগুলি থেকে এঁদের শক্তির যথাযথ পরিচয় পাওয়া যায়। দলের সর্বাপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য তাঁর স্কেচ-এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন অসুন্দরকে এঁকেও শিল্প সৃষ্টি হতে পারে। এঁর কুৎসিৎ প্রতিকৃতিগুলি সোচ্চারে কিছু অভিযোগ জানাতে চায়।

দিলীপ কুণ্ডুরও দৃষ্টিভঙ্গী কতটা একই রকম তবে এঁর প্রকাশ ভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক। এঁর বিষয়-বস্তু দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার। প্রতীক হিসেবে ইনি বেছে নিয়েছেন পাখি। মোটা মোটা কালো 'নার্ভাস' লাইন-এ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে শিল্পী বক্তব্য পেশ করেছেন।

অমল চাকলাদার তাঁর আধা ভারতীয় আধা মডার্ন চিত্রকলার জন্য সুপরিচিত। স্কেচগুলির মধ্যেও তাঁর ঐ একই প্রকাশভঙ্গী স্পষ্ট।

যোগেন চৌধুরীর শক্তি সম্বন্ধে আমাদের কোনও রকম সন্দেহ নেই। এই কুশলী শিল্পীর বর্তমান স্কেচগুলি কিন্তু আমাদের একটু হতাশ করেছে।

অনিতা রায়চৌধুরীর ড্রইং একেবারেই বিমূর্তরূপ ধারণ করেছে। এ আরট উপভোগ করতে একটু সময় লাগে।

তপন ঘোষের প্যারিস থেকে প্রেরিত গ্রাফিক আরট তিনটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং নিখুঁত কাজ। কালো এবং স্বচ্ছ হাল্কা রঙের সমন্বয়ে শিল্পী এক অপূর্বভাবের অবতারণা করতে সক্ষম হয়েছেন।

অমিতাভ সেনগুপ্তের কোলাজগুলি সুবিন্যস্ত সে বিষয় সন্দেহ নেই কিন্তু আগে আমরা এঁর আরও অনেক উচ্চাঙ্গের কাজ দেখেছি।

নিখিলেশ দাশের কাজ কৌতূহলোদ্দীপক।

# সশস্ত্র ভারতীয়দের বাংলাদেশে ঢোকার অভিযোগ অস্বীকার

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল—সশস্ত্র ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকরা পূর্ব বাংলায় অনুপ্রবেশ করছে—পাকিস্তান ফৌজী জমানার এই অভিযোগ জনৈক সরকারী মুখপাত্র আজ অস্বীকার করেন।

পাকিস্তান পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্রের ওই অভিযোগ পাকিস্তান বেতারে ও বি বি সি-তে প্রচার করা হয়।

সরকারী মহল বলেন : বিমানে করে পশ্চিম পাকিস্তানের আধা-সামরিক বাহিনীকে পূর্ব বাংলায় যে পাঠানো হচ্ছে, সেটা সম্ভবত ঢেকে রাখার জন্যই পাকিস্তান এ রকম ভিত্তিহীন অভিযোগ এনেছে। ওই বাহিনী নিয়ে বিমানগুলি পূর্ব বাংলায় আসছে সিংহল হয়ে।

এখানে পাওয়া খবরে জানা যায়, পাকিস্তানের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখতে জঙ্গীশাহী অধিক সংখ্যায় সেনা বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য লাহোর এলাকার তরুণদের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

তরুণদের প্রতি এই আহ্বান দিল্লির পর্যবেক্ষকরা 'বিপজ্জনক' বলে মনে করছেন। তাঁদের মতে, পশ্চিম পাকিস্তানের গেরিলাদের পূর্ব বাংলায় পাঠানো এটা একটা চেষ্টা। —ইউ এন আই

আপনার কথাই ঠিক

কিন্তু এখন দক্ষিণ কলিকাতাতেও সকল প্রকার এ. সি ও ডি. সি ফ্যান নগদ বা সহজ কিস্তিতে কিনতে পারেন।

টটকো

১এ, সদানন্দ রোড, হাজরা জংশন, কলিকাতা-২৬

ফোন : ৪৭-৮৬০৫

লিনটাস-INC. 16-95 BG

বেঁচে থাকুন বাঁচতে দিন

হিংস্রতা বর্জন করুন

## সংশোধনী

৩১ মার্চ, '৭১ তারিখে প্রকাশিত মেসার্স হিন্দুস্তান সেফটি গ্লাস ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনদাতার ঘোষণায় টেকনিক্যাল ডিরেক্টর শ্রী এন কে আগরওয়াল কারখানার সিনিয়র স্টাফের সংগে আলোচনারত—এই পরিচিতি সম্বলিত চিত্রের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে প্রকাশিতমতো না পড়ে নিম্নোক্তমতো পড়তে হবেঃ (বাম থেকে দক্ষিণে) সর্বশ্রী ওয়াই কে পাঠক, এন সি গুপ্ত, সি বি সিং, টি সি কাপুর, ডি গুপ্ত, এস পি গোয়েল এবং এন কে আগরওয়াল।

॥ সপ্তদশ নিখিল ভারত তাঁত সপ্তাহ ॥
সকল রকম তাঁতবস্ত্রের উপর ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত
টাকা প্রতি ১০ পয়সা
বিশেষ রিবেট
॥ ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত, এম্পোরিয়াম, শনি ও রবিবার সমেত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৭-৩০ পর্যন্ত খোলা ॥
স্তু-সিল্ক ★ সিল্ক ★ সুতী
হ্যাণ্ডলুম
শাড়ি পশমী শাল ড্রেসপীস স্টোল ★ টাই
সুটের ও সার্টের কাপড় ★ ধুতি ★ গৃহসজ্জার বস্ত্রাদি
তৈরী জামাকাপড় ★ বিছানার চাদর ★ লুঙ্গি
তোয়ালে ★ সুতীর কার্পেট প্রভৃতি
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত
হ্যাণ্ডলুম হাউস
২, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
পাইকারী বিভাগ : ২, গার্স্টিন প্লেস, কলি-১
দি অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম ফ্যাব্রিক্স্ মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ কর্তৃক পরিচালিত।
Progressive/HH-5/70

কাঠে-কাঠে জোড়া থেকে
শুরু ক'রে
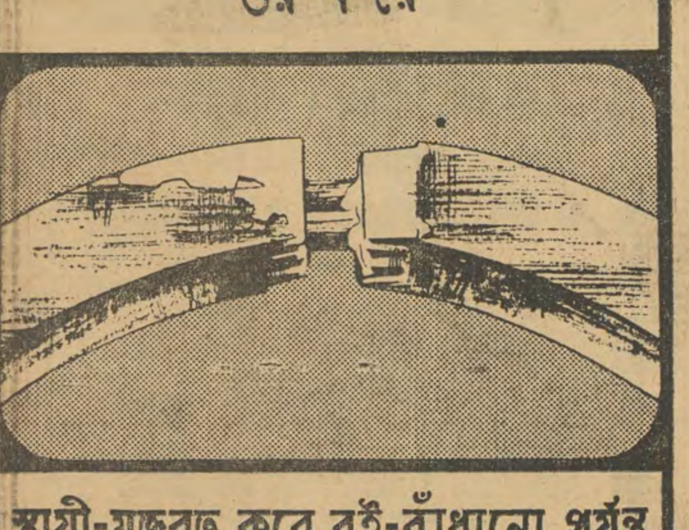
স্থায়ী-মজবুত করে বই-বাঁধানো পর্যন্ত
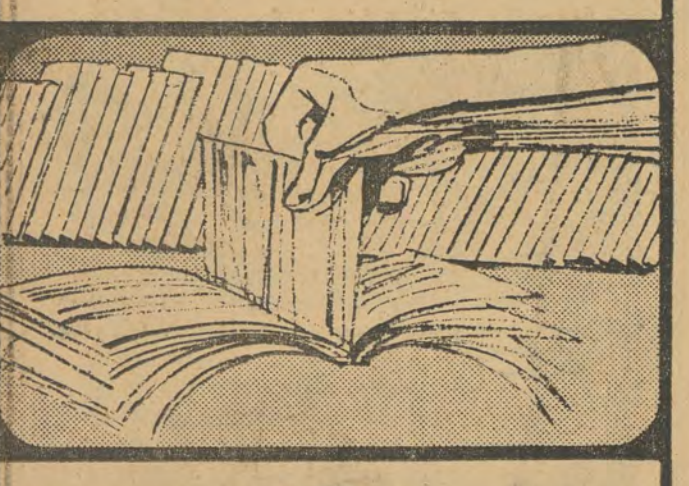
® মোয়িকল
অনেক কাজে লাগে!

হেক্সট
ডাইজ অ্যাণ্ড কেমিক্যালস লিমিটেড

# সীমান্তে বাংলা দেশের খবর

## ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা মরীয়া হয়ে উঠেছে। ইয়াহিয়ার সৈন্যরা যে সব এলাকা হারিয়েছে সেগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য এখন সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করেছে। বিচ্ছিন্ন এলাকায় অবরুদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের সাহায্য দিচ্ছে পাক বিমান বাহিনীর জেট ও বোমারু বিমান।

ইয়াহিয়া বাহিনী ট্যাঙ্ক, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, মরটার, গ্রেনেড প্রভৃতি মারণাস্ত্র দিয়ে নির্বিচার নরহত্যা চালিয়েছে। শিশু, বৃদ্ধ, নারী, রুগী কেউই রেহাই পাচ্ছে না। মুজিবর রহমানের অস্থায়ী সরকারের একজন পদস্থ অফিসার আজ এখানে আমাকে বলেন, পাঞ্জাবী দখলদার সৈন্যরা যে অমানুষিক বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে তাতে হিটলারও লজ্জা পেতেন। তাঁর হিসাব মত নারী ও শিশু নিয়ে কমপক্ষে ১৫ লক্ষ মানুষ—বাংলা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা দুজন ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন। পনর লক্ষেরও বেশি লোকের শহর ঢাকা নগরী মৃত্যুলোকে পরিণত। হাজার হাজার বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ পানজাবি সৈন্যদের চরম নৃশংসতার স্বাক্ষর বহন করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে যে শহীদ মিনার তৈরি হয়েছিল, তাও ধ্বংসস্তূপে বিলীন।

যাঁরা বুলেট এড়াতে পেরেছেন তাঁরা গ্রামাঞ্চলে অথবা মুক্তাঞ্চলে চলে গিয়েছেন। ক্যানটনমেনটগুলিতে অবরুদ্ধ পানজাবি সৈন্যদের গতিবিধি শহর এলাকায় সীমাবদ্ধ। ঢাকার রাস্তাঘাট মৃতদেহে ঢেকে গিয়েছে আর শব মাড়িয়ে চলাচল করছে ইয়াহিয়ার ট্যাঙ্ক। ঢাকার শহরতলি পুরোপুরি মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে। পাক সৈন্যদের বেরুবার পথ বন্ধ।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রশের সদস্যরা এসে পড়ার আগেই ঢাকার রাজপথগুলি থেকে পানজাবি সৈন্যদের নৃশংসতার চিহ্ন স্তূপীকৃত মৃতদেহ সরিয়ে ফেলতে পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র টাঙ্গি অজস্র বোমার আঘাতে ধূলিসাৎ।

মুক্তিফৌজ ট্রানসমিটার টাওয়ার উড়িয়ে দিয়ে ঢাকা রেডিও স্টেশনকে বিকল করে দেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ একটা অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র খাড়া করেছে।

বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চল সম্পূর্ণভাবে পাকসৈন্যমুক্ত। শ্রীহট্ট শহরের সামান্য কিছু জায়গায় মাত্র মুক্তিফৌজ অবরুদ্ধ আছেন।

বাংলা দেশের মাটির উপর দিয়ে যতই হাঁটছি ততই একটি জিনিস আমি সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি—সেটি হল বাংলা দেশের মানুষ মুক্তির জন্য অধীর। সকলেরই মুখে এক কথা—চাই স্বাধীনতা। চাই পানজাবি প্রভুত্ব থেকে মুক্তি।

আওয়ামি লীগের আখাউড়া শাখার সভাপতি লিলু মিঞা বললেন, "আমরা অনেক রক্ত ঢেলেছি, মুক্তি না আসা পর্যন্ত আরও ঢালব।"

আমাকে ও আমার সহযাত্রী কলকাতার একটি সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারকে সর্বত্র 'জয় বাংলা' বলে অভ্যর্থনা করা হয়েছে, যাঁদের সংগেই আমাদের দেখা হয়েছে তাঁরাই আমাদের জড়িয়ে ধরেছেন। প্রতি গ্রামে আতিথেয়তার মধ্য দিয়ে আমরা ঢাকার পথে এগিয়ে চলেছি।

## সাতক্ষীরা থেকে

—সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

১ এপ্রিল — পূর্বপাকিস্তানের নৌ-সেনাদের দ্বিতীয় ঘাটি খুলনায় নৌ-সেনারা মংগলবার থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। বিদ্রোহীরা সকলেই বাঙ্গালী।

বৃহস্পতিবার সাতক্ষীরায় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের একজন মুখপাত্র ওই সংবাদ জানান।

তিনি বলেন, ভৈরব নদীতে নোঙর করা স্টীমার ও জাহাজ থেকে আমাদের নৌ-সেনারা হানাদারদের উপর আঘাত শুরু করেছেন। ভৈরবে পানজাব রেজিমেনটের সৈন্য বোঝাই একটি স্টীমার বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে ওঁদের কাছে খবর এসেছে। তাই শত্রুপক্ষ শহরের সবচেয়ে উঁচু সাঁই হোটেল থেকে বাঙ্গালী নৌ-সেনাদের আক্রমণ করছে। ওখানে চলেছে প্রচণ্ড লড়াই।

**ঢাকার ক্ষয়ক্ষতি**

**ঢাকার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে ওই সূত্র থেকে বলা হয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কারজন হল, জগন্নাথ হল, সালিমুল্লা হল, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ঢাকা শহরে দোতালা কোন বাড়ির চিহ্ন নেই। মুক্তিফৌজের সদর দফতর থেকেই ওই তথ্য সবগুলি ইউনিটকে জানানো হয়েছে।**

**কাতারে কাতারে গৃহত্যাগ**

খুলনা, যশোহর থেকে কাতারে কাতারে লোক গৃহত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। হাজার হাজার আসছেন পঃ বংগে। এঁদের বেশিরভাগই নারী, বৃদ্ধ ও শিশু। পোঁটলাপুঁটলি সংগে নিয়ে এঁরা ছুটছেন মাঠময়দান দিয়ে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সীমান্ত দিয়ে যখন সাতক্ষীরা শহরের দিকে এগোচ্ছিলাম তখন দশ মাইল এলাকার রাস্তায় এইরূপ হাজার হাজার লোক দেখেছি। ওদের জিজ্ঞেস করেছি কোথায় যাচ্ছেন—উত্তর দিয়েছেন হিন্দুস্থানে। ১৯৬৪ সালে দেখেছিলাম ওইরূপ লোক এদেশে আসতে। আর ১৯৭১ সালে দেখলাম যাঁরা আসছেন তাঁদের অধিকাংশই মুসলমান। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের, আবার কেউ বা গরীব চাষী পরিবারের। দৌলতপুরের একজন সহকারী হেডমাসটার বললেন, 'খুনী ইয়াহিয়া ইসলামের শত্রু।'

দুপুরে সাতক্ষীরা শহরে পোঁছতেই দেখি শহরের দোকানপাট সব বন্ধ। স্কুলের ছেলেমেয়েরা বন্দুক হাতে করে রাস্তায় ছুটছেন। আবার কেউবা রাস্তার মোড়ে 'পজিশান' নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু আগে সাতক্ষীরা শহরে একটা গুজব রটে গিয়েছিল পানজাবি সৈন্যরা ওই শহরে ঢুকে পড়েছে। তাই এই ত্রাস ও আতঙ্ক। অবশ্য কয়েক মিনিটের মধ্যে জানা গেল যারা ঢুকেছিল তাঁরা মুক্তিফৌজের লোক।

এরপর সারা সাতক্ষীরা শহর ঘুরেছি। দেখেছি প্রায় বাড়িতেই দরজা বন্ধ। আওয়ামি লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা জানালেন, এই শহরের বহুলোক তাঁদের পরিবারের মেয়েদের এবং শিশুদের হয় পঃ বংগে আর না হয় বরিশাল, নোয়াখালিতে সরিয়ে দিয়েছেন। এই দুটি জেলায় অবশ্য ইয়াহিয়া ফৌজ পৌঁছতে পারেনি।

সাতক্ষীরা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক শ্রীইমতাজ আলী অভিযোগ করেন, 'শত্রুপক্ষ' যশোহর ও খুলনায় বাঙ্গালী মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার, নির্যাতন চালিয়ে বহু নারী হত্যা করেছে।

**সাতক্ষীরা থানায়**

এরপর সাতক্ষীরা থানায় বসে সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের সংগে কথা বলছি। ঠিক এই সময় বেতারে (অয়ারলেস) খবর দিল : যশোহর থেকে চার মাইল দূরে রাজারহাটে শত্রুপক্ষের হাত থেকে চারটি কামান মুক্তিফৌজ ছিনিয়ে নিয়েছে। 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে উল্লাসে মেতে উঠল সকলে।

বেতারে একের পর এক খবর : গতরাত্রে মুক্তিফৌজ যশোহর জেল ভেংগে ১৭০০ কয়েদিকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। এরা বেরিয়ে এসে মুক্তিফৌজের সংগে শত্রুকে আক্রমণ করছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ৩৬ জন পানজাবি সৈন্যকে হত্যা করা হয়েছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার খবর ওয়্যারলেস বলছি—ছিনিয়ে নেওয়া কামান দিয়ে মুক্তিফৌজ পালটা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে।

অয়ারলেস আবার সতর্ক সাতক্ষীরা থেকে মাত্র ২২ মাইল দূরে চাচরার রাজবাড়িতে শত্রুপক্ষ নতুন ক্যামপ করেছে। এই ক্যামপে প্রায় এক হাজার সৈন্য মরটার নিয়ে অপেক্ষা করছে।

**খুলনার খবর**

এইদিন সকালে মুক্তিফৌজের সদর দফতর থেকে জানানো হয়েছে একমাত্র খুলনার খালিশপুরেই এক লক্ষ লোক মারা গিয়েছে। এদের বেশির ভাগই কলকারখানার কর্মী। এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দা। এই শহরটি এখন প্রায় জনমানব শূন্য। খাঁ খাঁ করছে। শুধু সৈন্যরা অলিগলিতে ঢুকে আক্রমণ করছে।

**দুটি সামরিক ট্রাক আটক**

মুক্তিফৌজ দু'টি সামরিক ট্রাক আটক করেছে। এবং এই ট্রাকে যেসব গোলাগুলি ছিল তাও তাঁরা ছিনিয়ে নিয়েছে।

**সামনে লড়াই, আর এগনো যাচ্ছে না**

সাতক্ষীরা শহর ছেড়ে আমরা খুলনার দিকে এগোবার চেষ্টা করি। একটি মোটরবাইকে কয়েক মাইল অর্থাৎ পাটকেলঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। রাস্তায় একটা থমথমে ভাব। প্রায় ১০।১২ মাইল যাওয়ার পর গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দ। আর এগোবো কিনা ভাবছি। সংগী আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক বললেন,—সামনে ১০।১৫ মাইল দূরে থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির শব্দ আসছে। এ পরিস্থিতিতে আর এগোনো ঠিক হবে না। কে জানে কোথায় ঝোপঝাড়ে শত্রুপক্ষ লুকিয়ে আছে। তবু আমরা আর মাইল দুই এগিয়ে গেলে প্রচণ্ড শব্দ কানে আসতে লাগল। তিনিও আর যেতে চাইলেন না। অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রের কয়েক মাইল দূরে গিয়েও ঘটনাস্থলে না গিয়েই ফিরে এলাম।

ফিরে আসতে আসতে ওই বন্ধুটি বললেন, দু-তিন দিনের মধ্যে যদি আমরা প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ পাই, তবে আগামী সপ্তাহে আপনাদের খুলনা-যশোহর নিয়ে যেতে পারব।

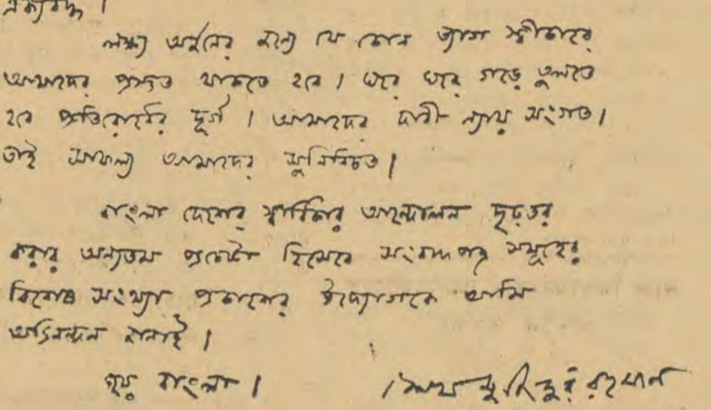


সাফল্য সুনিশ্চিত : আওয়ামি লীগের মুখপত্র ইত্তেফাকের একটি বিশেষ সংখ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আশীর্বাণী।

## মুক্তিফৌজের যশোর শহর দখল

হরিদাসপুর সীমান্ত থেকে
কৃষ্ণ দেবনাথ

বৃহস্পতিবার বিকালে যশোর শহর মুক্তিফৌজের দখলে আসে। তখন সময় ২টা বেজে ৫৫ মিনিট। পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা ছত্রভংগ। পলাতক। অনেকে শহর থেকে দু মাইল দূরে বেলের মাঠে ক্যানটনমেনটে শেষ আশ্রয় নেয়। পানজাবি সেনাদের অনেকে দিশেহারা হয়ে এদিক সেদিক পালাতে থাকে। রণক্ষেত্র থেকে পলাতক সৈন্যদের কেউ কেউ গ্রামবাসীদের হাতে মারা পড়ে।

বিকাল ৪টা ২৫ মিনিটে এই বিজয়বার্তা পেলাম। খবর দিলেন যুদ্ধবিজয়ী কোমপানি কম্যানার ক্যাপটেন জলিল। সংগে সারজেনদ নুরুল হুদা ও আরও মুক্তিযোদ্ধারা। এই খবর সমর্থন করলেন যশোর শহর ঘুরে আসা কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক। তাঁতা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছড়ানো কয়েকটি মৃতদেহ ছাড়া আর সব শান্ত দেখলেন।

## খুলনা জেলার ভিতর থেকে

অমিতাভ গুপ্ত

বৃহস্পতিবার স্বাধীন 'বাংলা দেশের' খুলনা জেলার ভিতরে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। কিছুটা হেঁটে, কিছুটা রিকশায়, বাকীটা সাইকেলে। স্থান-কাল ঠিক করাই ছিল। ভোমরা, মহম্মদপুর, আলিপুর, বাকাল্ল গ্রাম পেরিয়ে দেখা হোল গত নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগের স্থানীয় সদস্যর সংগে। তাঁর ইচ্ছায় নামটা এখন উহ্যই থাক।

তিনি আমাকে গত ১৯ মারচ শেখ মুজিবর রহমানের নিজের হাতে লেখা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রচারিত একটি দুষ্প্রাপ্য বাণী দিলেন। ১৫ মারচ শেখ মুজিবর সারা "বাংলা দেশে"র শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন, ১৬ মারচ ঢাকায় প্রেসিডেনট ইয়াহিয়ার সংগে তাঁর বৈঠক শুরু হয়েছিল কিন্তু ১৮ ও ১৯ মারচ জয়দেবপুরে নিরস্ত্র মানুষের উপর ফৌজ গুলি বর্ষণ করায় 'বংগবন্ধু' এত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে আলোচনা ভেংগে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তাই যদিও সরকারিভাবে বৈঠক চলছিল তবুও ১৯ মারচ-এর এই বাণীতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুজিব বলেছিলেন : বুলেট, বন্দুক, বেয়নেট দিয়ে "বাংলা দেশের" মানুষকে আর স্তব্ধ করা যাবে না।

ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেবার সময় ওপারের আওয়ামী লীগ নেতাকে বললাম, জয় বাংলা। উত্তরে শুধরে দিয়ে তিনি বললেন : জয় স্বাধীন বাংলা।

## আগরতলা থেকে

অমিয় দেবরায়

চট্টগ্রামে তীব্র যুদ্ধ চলছে। চট্টগ্রামের সাগরদারিয়ায় পাক সৈন্যরা আটক আছে। মুক্তি ফৌজ তাদের নামতে দিচ্ছে না। গুলিবর্ষণ অব্যাহত আছে। চট্টগ্রাম সমগ্রভাবে দখল করার জন্য রাওয়ালপিনডির সৈন্যরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। মংগলবার চট্টগ্রামে বিমান থেকে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করে।

শ্রীহট্ট জেলায় সমসেরনগর বিমানঘাঁটিতে এক প্ল্যাটুন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যকে মুক্তি ফৌজ অবরোধ করে রেখেছে। বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলের কয়েকটি জায়গায় মুক্তিসেনা পঃ পাকিস্তানী ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত দলকে আটক করে রেখেছে।

ঢাকার বেশ কয়েকজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি পাক ফৌজের কাছে প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে আছেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ জেড, ডঃ কবির, অধ্যাপক আহমদ, ডঃ মুজফর খান চৌধুরী প্রভৃতি।

## চুয়াডাঙা থেকে, — ফোনে

চুয়াডাঙ্গা থেকে আমাদের অফিসে টেলিফোন এল। ও প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি বললেন, 'আজ আমরা পাবনাতে মুক্তি ফৌজ ১৫০০ পাক সামরিক বাহিনীর একটি প্লেটুনকে খতম করে দিয়েছি। এবং এর ভিতর মিলিটারির একজন মেজরও আছেন।'

টেলিফোনে আরও জানা গেল, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা ও পাকশির মাঝে হার্ডিনজ ব্রীজে কয়েক দিন আগে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের বোমাবর্ষণের ফলে যে ক্ষতি হয়েছিল তা ইতিমধ্যেই মুক্তি ফৌজ সারিয়ে ফেলেছেন; বৃহস্পতিবার থেকে আবার যাতায়াতের উপযোগী হয়েছে।

পাক সৈন্যরা ভেড়ামারার পাশে পদ্মাপাড়ে দামুকদিয়ায় গংগা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনার অফিসের ভিতর বিমান থেকে বোমা ফেলে। ফলে দফতরটি খানিকটা পুড়ে যায়। এ ছাড়া ভেড়ামারার পূর্ব প্রান্ত থেকে খুলনার দিকে যে সামরিক জলপথ ছিল সেটাও এখন মুক্তি ফৌজের দখলে। ওই সূত্রে আরও জানা যায়, কুষ্টিয়ার সাধারণ মানুষ পথে পথে ব্যারিকেড রচনা করে সদাসতর্ক পাহারা দিচ্ছে।

আমরা কি এখান থেকে যেতে পারব? ও প্রান্ত থেকে মুক্তি ফৌজের ওই নেতা টেলিফোনে বলেন, 'হ্যাঁ, যাতি পারবেন। প্রাকপুর-কুষ্টিয়ার বাস সারভিস দু-এক দিনের মধ্যেই চালু হবে।'

## শিলিগুড়ি থেকে

দীনেন চক্রবর্তী
নিজস্ব সংবাদদাতা

**শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল**—বগুড়া শহর ও উপকণ্ঠে মুক্তি ফৌজ এখন বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানী ফৌজকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। একটি দলকে বগুড়া শহরের সাত মাইল দূরে মড়ারথানে, অপর একটি দলকে শহরের মহিলা কলেজে আটক করেছে। কয়েক মাইল দূরে পলাশবাড়িতে দু-পক্ষের খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে।

ফুলবাড়িতে পাক হানাদার ফৌজ নিরস্ত্র মানুষের উপর বোমা বর্ষণ করেছে, সীমান্ত থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি ও আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে। তবে খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে দখলদার বাহিনী ক্রমশ কাবু হয়ে পড়ছে। তাদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে এসেছে। রাস্তাঘাট কোথাও অবরুদ্ধ, কোথাও বিচ্ছিন্ন।

মুক্তি ফৌজের জেলা সদর দফতর থেকে বলা হয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র খুবই সীমিত। কাজেই ওদের ভাতে ও পানিতে মারুন।

## মেহেরপুর থেকে

শুভ্রাংশু গুপ্ত

**মেহেরপুর (কুষ্টিয়া), ১ এপ্রিল**—ইয়াহিয়া ফৌজের বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য শীঘ্রই 'বাংলা দেশের' বিভিন্ন অঞ্চলে বিমানবিধ্বংসী কামান বসানো হবে। কাল সন্ধ্যায় ই পি আর-এর মেজর ওসমান এই খবরটি দিলেন। বললেন, স্বাধীন বাংলা দেশকে ধ্বংস করার জন্য জংগীবাহী তার বিমানবহর নিয়ে বর্বর আক্রমণ চালাতে কসুর করবে না জেনেই এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মেজর ওসমান জানালেন, ই পি আর বাহিনী এখন বেতারের সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধরত বাহিনীর লোকদের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করছেন। তাঁরা একটা গোপন সংস্থাও তৈরি করছেন। ওই সংস্থার লোকদের সারা বাংলা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তাঁরা নিজ নিজ এলাকার অবস্থা সম্পর্কে ঢাকার সদর দফতরে সমস্ত খবর জানাবেন। প্রধানত কলেজ ছাত্রদের নিয়েই এই সংস্থা গঠিত। সকলেই বেতার শিক্ষণপ্রাপ্ত।

'বাংলাদেশ' সরকারের এক পদস্থ অফিসারের সংগে কথা হচ্ছিল। তিনি এখন পাক ফৌজ কবলমুক্ত কুষ্টিয়ায় নিযুক্ত। বললেন, অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে যশোহরের রোশন আলি, দিনাজপুরের অধ্যাপক ইউসুফ আলি, পাবনার মনসুর আলি ও অন্যান্যদের ডাকা হয়েছে। বৈঠকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ইত্যাদি ঠিক করা হবে।

মুজিব ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কিনা জানতে চাইলাম। বললেন, না। আঞ্চলিক পর্যায়ে এটি হচ্ছে, কাজেই তাঁর থাকার দরকার নেই। বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে জংগীশাহী সম্পূর্ণ বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত 'বংগবন্ধু' আত্মপ্রকাশ করবেন না।

**ঢাকা বেতারকেন্দ্র সামরিক ছাউনিতে?**

কৃষ্ণনগরে পাওয়া খবরে জানা যায়, ঢাকা বেতারকেন্দ্র আওয়ামী লীগের দখলে চলে যাওয়ায় ইয়াহিয়া সরকার ঢাকা শহর থেকে ১০ মাইল দূরে কুরমিটোলায় একটি সামরিক ছাউনিতে বেতারকেন্দ্র খুলেছেন। আজ সকাল থেকে ঢাকা বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে ওই ছাউনি কেন্দ্র থেকেই পরিচালনা করা হয়।

## শ্রীহট্ট সীমান্ত এখন বাঁধাহীন মুক্ত

ধ্রুব মজুমদার

**শিলং, ৩১ মারচ**—গতকাল খবর সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলাম ডাউকি চেকপোসটে। অবশ্যই ওপার বাংলার খবর। জানা গেল গত ১০ দিন ধরে এই চেকপোসটে কোন কাজই হচ্ছে না। কেউ ওপার থেকে যেমন আসছে না, তেমন এপার থেকেও কেউ ওপারে যাচ্ছে না। সীমান্তের একজন কাসটমস অফিসার জানালেন, শ্রীহট্ট থেকে প্রতিদিন ৬টি বাস এই সীমান্ত পর্যন্ত আসত গত ৬ দিন ধরে তাও বন্ধ।

সীমান্তের ওপারের অবস্থা থমথমে। জীবনের সাড়া নেই।

১৭শ
নিখিল ভারত তাঁতশিল্প সপ্তাহ
(৩১শে মার্চ – ৭ই এপ্রিল)
তাঁতশিল্পজাত দ্রব্যে ১০ %
রিবেটের সুযোগ নিন
নীচের ঠিকানা থেকে কিনুন
গভঃ সেলস এম্পোরিয়ামসমূহ
* ৭/১ডি লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা
* ১২৮/১ বিধান সরণী, কলিকাতা
* ১৫৯/১এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা
— এবং —
* ১৮/এ জি টি রোড (সাউথ), হাওড়া
ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৬৭ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা
এবং
তন্তুজ ফেব্রিক
-এর জন্য সারা রাজ্যে এর শাখাসমূহ
ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন
৪৫ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা
— এবং —
শাখাসমূহ
সব সময় চাইবেন
পশ্চিমবঙ্গের তাঁতশিল্পজাত দ্রব্যাবলী
রঙে ডিজাইনে বয়নে
মর্যাদাপূর্ণ ও টেঁকসই
—ডবলিউ বি (আই অ্যাণ্ড পি আর) অ্যাডঃ নং ১১৩৭(৫) আই পি আর/৭১—

যেমন নদীর স্রোত চলে
সমুদ্রের পানে
তেমন-ই
লটারীপ্রেমী জনস্রোত চলেছে
এস, পাল-এর কাউন্টারে
কারণ, লটারীতে সর্বাধিক পুরস্কার
উপহার দেবার অনন্য গৌরবের
অধিকারী এজেন্ট
ফোনঃ ৩৫-৮৩০০
এস, পাল
১৩/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, শিয়ালদহ, কলিকাতা-৯
যাদের টিকিট নীচের ঠিকানাগুলিতেও পাওয়া যায়—
১। মেসার্স এস্ পাল,
১৯৫/২, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ, কলিকাতা-১৯
২। মেসার্স এস্ পাল,
৭৯/৩/৫, বিধান সরণি, হাতিবাগান, কলিকাতা-৬
৩। মেসার্স এস্ পাল,
৭৯/২, পদ্মপুকুর রোড, জগুবাজার, কলিকাতা-২০
৪। মেসার্স এস্ পাল,
হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গ।
৫। র‍্যাফল কর্ণার,
পোড়ামাতলা, নবদ্বীপ, জিঃ নদীয়া।
আপনিও আমাদের ঠিকানায় আসুন, নীচের লটারীগুলির মাধ্যমে আপনার ভাগ্য যাচাই করতে —

| লটারীর নাম | খেলার তারিখ | প্রথম পুরস্কার | ২য় পুরস্কার | ৫০ টিঃ দাঃ | ১০০ টিঃ দাঃ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। রাজস্থান | — ১২-৫-৭১ | ১৬,০০,০০০, | ৩,০০,০০০ | ৩৭, | ৭৪, |
| ২। মহীশূর | — ১৮-৪-৭১ | ১০,০০,০০০, | ৫,০০,০০০ | ৪৪, | ৮৭, |
| ৩। তামিলনাড়ু | — ৬-৫-৭১ | ৫,০০,০০০, | ৩,০০,০০০ | ৪৮, | ৯৫, |
| ৪। রেড্ক্রস (দিল্লী) | ১৭-৬-৭১ | ৫,০০,০০০, | ২৫,০০০ | ৩৫, | ৭০, |
| ৫। পশ্চিমবঙ্গ | — ১০-৪-৭১ | ৩,০০,০০০, | ৬০,০০০ | ৩৮, | ৭৬, |
| ৬। আসাম | — ২৬-৪-৭১ | ৩,০০,০০০, | ৫০,০০০ | ৩৬, | ৭২, |
| ৭। কেরালা | — ১৪-৪-৭১ | ৩,০০,০০০, | ১,০০,০০০ | ৪১, | ৮১, |
| ৮। দিল্লী | — ৯-৪-৭১ | ২,৫০,০০০, | ৫০,০০০ | ৩৭, | ৭৩, |
| ৯। হরিয়ানা | — ৭-৫-৭১ | ২,০০,০০০, | ৫০,০০০ | ৩৮, | ৭৫, |
| ১০। মধ্যপ্রদেশ | — ১৫-৪-৭১ | ২,০০,০০০, | ১০,০০০(২) | ৩৭, | ৭৩, |
| ১১। উত্তরপ্রদেশ | — ৩০-৪-৭১ | ২,০০,০০০, | ৭৫,০০০ | ৩৮, | ৭৬, |
| ১২। বিহার | — ৩-৫-৭১ | ২,৫০,০০০, | ২৫,০০০(৪) | ৪০, | ৭৯, |
| ১৩। পঞ্জাব | — ৭-৪-৭১ | ১,৫০,০০০, | ২৫,০০০ | ৩৭, | ৭৩, |
| ১৪। ডি বি | — ১৪-৫-৭১ | ১,৫০,০০০, | ৫০,০০০ | ২৮, | ৫৫, |
| ১৫। এ-এস্ (৫০ পঃ) | ১৪-৪-৭১ | ১,০০,০০০, | ১০,০০০ | ১১, | ২২, |
| ১৬। জম্মু কাশ্মীর | ১৬-৫-৭১ | ২,৫০,০০০, | ৫০,০০০ | ৩৮, | ৭৫, |
| ১৭। হিমাচল | — ২৯-৫-৭১ | ১,৩০,০০০, | ১০,০০০ | ৩৩, | ৬৫, |

প্রতি টিকিটের মূল্য (এ-এস লটারী ছাড়া) ১, টাকা মাত্র।
ডাকযোগে টিকিট পেতে হলে টিকিটের প্রকৃতমূল্য এবং তৎসহ অতিরিক্ত ১-১৫ পয়সা রেজিস্ট্রি খরচ বাবদ পাঠাতে হবে। পাইকারী হারে টিকিট নিলে প্রথম ১০০ পর্যন্ত টিকিটের জন্য ২, টাকা এবং পরবর্তী ১০০ বা তদংশ টিকিটের জন্য আরো ১, টাকা হিসাবে অতিরিক্ত পাঠাতে হবে। ডাকযোগে টাকা-পয়সা I. P. O., M. O. অথবা Bank Draft-যোগে একমাত্র "এস্ পাল, ১৩/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯"—এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
উপরোক্ত পাইকারী দর ২।৪।৭১ হতে প্রযোজ্য। টিকিটের সরবরাহ মজুদ সাপেক্ষ।

## বাংলাদেশের সমর্থনে অনশন

... দেশের জনগণের প্রতি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচার বন্ধের দাবিতে আগামী সোমবার কলকাতার রুশ ও মার্কিন কনসাল অফিসের সামনে ১২ ঘণ্টা ব্যাপী অনশন ধর্মঘট হবে। যারা এতে যোগ দেবেন তারা অধ্যাপক ও পি শাহ, ৬০ বেনটিক স্ট্রীট এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।


excel INSTRUMENT PANELS

সকল রকম ইলেকট্রনিক, সায়েন্টিফিক মেজারিং ও রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের অ্যানোডাইজড প্লেট ও ডায়াল
প্রস্তুতকারক:
এক্সেল প্রসেস
প্রাইভেট লিমিটেড
২২ডি, এস এ ব্রেলভি রোড বম্বে-১
ফোন: ২৫৯১৮১—৫৭৩০২৭
শাখা: ১০বি, ইডেন হসপিটাল রোড
কলিকাতা-১২, ফোন: ৩৪৬৫৯৩


## স্বাতের নাসতা — গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত ৮

**সতীর্থ সম্মেলন:**—কুলটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সংঘের পুনর্মিলন উৎসব আগামী ৩১ চৈত্র বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগের ঠিকানা: শ্রীসমীপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী (যুগ্ম সম্পাদক), ১, লোয়ার রোড, পোঃ কুলটি, বর্ধমান।


# পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিগত ৩১শে মার্চ তারিখে দৈনিক আনন্দবাজার এবং স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত পর্ষৎ সভাপতির আদেশ অনুযায়ী মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ অফিস ৩১শে মার্চ হইতে ৩রা এপ্রিল ১৯৭১ পর্যন্ত বন্ধ থাকার পর আগামী সোমবার ৫ই এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে পুনরায় খুলিবে। যে সমস্ত কর্মচারী স্বাভাবিক কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা অতি অবশ্য ঐ দিন বেলা ১০-৩০ মিঃ-এর মধ্যে পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রী এস. কে. সরকারের নিকট অথবা অন্য কোন ডেপুটি সেক্রেটারির নিকট ব্যক্তিগতভাবে রিপোর্ট করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, পর্ষৎ সভাপতির আদেশ অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ৫ই এপ্রিল বেলা ১০-৩০ মিঃ-এর মধ্যে স্বাভাবিক কাজে যোগদানে অনিচ্ছুক কর্মচারীরা বিগত মার্চ মাসের কর্মবিরতির দিনগুলির জন্য কোন বেতন পাইবেন না।

শ্রীঅমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সচিব
পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ

(৪৯৮৪)



পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ডিরেক্টরেট অফ ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট,
২৩এ নেতাজী সুভাষ রোড, ১০ম তল,
কলিকাতা-১

# নোটিফিকেশন

যেহেতু কোন বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই সেই হেতু ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের জন্য মিল্ক কার্ড নিম্নোক্তমত রিনিউ করা হইবে:—

(১) ১৯৭১ সালের দুগ্ধ-মাস এপ্রিলের জন্য ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নন-সাপ্লাই, নন-ড্রয়াল-এর নিমিত্ত পূর্বে বিজ্ঞাপিত মত সামঞ্জস্য করিয়া লওয়া হইবে। সুতরাং এ/সি পেয়ী চেক, মনিঅর্ডার বা নগদে পেমেন্ট করার পূর্বে ডিপো হইতে সঠিক টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া লইতে ক্রেতাগণকে অনুরোধ করা হইতেছে।

(২) প্রাভাতিক ও আপরাহ্নিক ডিপো হইতে দুধ সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ/সি পেয়ী চেক, মনি অর্ডার, ক্যাশ রিসিট ইত্যাদিতে পৃথক পৃথক অ্যাকাউন্টে অবশ্যই পেমেন্ট দিতে হইবে।

(৩) মিল্ক ডিপোগুলিতে ১-৪-৭১ হইতে ১০-৪-৭১ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত দিন নিম্নোক্ত ধরনে পেমেন্ট গৃহীত হইবে:

(ক) এ/সি পেয়ী চেক:—পশ্চিমবঙ্গের মিল্ক কমিশনারের অনুকূলে এ/সি পেয়ী ক্রস্ড চেকের ক্ষেত্রে, ক্রেতাগণকে চেকের উল্টাপিঠে এককোণে বড় হাতের হরফে তাঁহাদের পুরো নাম, ঠিকানা ও মিল্ক ডিপো নং লিখিয়া দিতে অনুরোধ করা হইতেছে। চেকের উল্টাপিঠে কোন স্বাক্ষর থাকিবে না। (ডিমান্ড ড্রাফট/ব্যাঙ্ক পে অর্ডার এবং পোস্টাল অর্ডার গ্রাহ্য হইবে না)।

(খ) নূতন পেমেন্টের জন্য মনিঅর্ডারের রসিদ দাখিল:—মনিঅর্ডার মিল্ক কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ, ২৩এ নেতাজী সুভাষ রোড, ১০ম তল, কলিকাতা-১ শিরোনামে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডারের কুপনে ডিপো নং, দুধের শ্রেণী ও পরিমাণ লিখিয়া দিতে হইবে। বর্তমান দুধের কার্ডের সঙ্গে মনিঅর্ডারের রসিদ ডিপোতে পেশ করিলে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের জন্য নূতন মিল্ক কার্ড ইস্যু করা হইবে। অবহিত থাকিবেন যে, ডিপো-স্টাফ মনিঅর্ডারের রসিদটি রাখিয়া দিবেন।

(৪) যে সকল ক্রেতা দুধের মূল্য নগদে দিতে চাহেন তাঁহারা ২রা, ৫ই, ৬ই, ৭ই, ৮ই, ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ নিম্নে তালিকাভুক্ত যে কোন ক্যাশ কলেকটিং সেন্টারে উহা আদায় দিতে পারেন। এইরূপ ক্ষেত্রে, ক্রেতাগণ বর্তমান কার্ড পেশ করিয়া দুধের দাম জমা দিবেন এবং ক্যাশ কলেকটিং সেন্টার হইতে রসিদ লইবেন। মিল্ক ডিপোতে উক্ত রসিদ ও বর্তমান দুধের কার্ড দেখাইলে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের জন্য নূতন মিল্ক কার্ড ইস্যু করা হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রেও ডিপো-স্টাফ রসিদগুলি রাখিয়া দিবেন।

(৫) নূতন পারমিট ইস্যুর ক্ষেত্রে এবং বর্তমান কার্ড এক ডিপো হইতে নূতন ডিপোতে স্থানান্তরিত করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হইবে।

(৬) সুতরাং, দুধ সরবরাহে সুনিশ্চিত হইবার জন্য ক্রেতাগণকে অবশ্যই ১৩-৪-৭১ তারিখের মধ্যে তাঁহাদের কার্ড রিনিউ করাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে। ক্রেতাগণের যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জন্য গভীর দুঃখিত।

### ক্যাশ কলেকটিং সেন্টারের তালিকা

(ক) নিম্নলিখিত ক্যাশ কলেকটিং সেন্টারগুলিতে বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ১টা পর্যন্ত কাজ চলিবে।

১। সেন্ট্রাল ডেয়ারি, ৬৪/৯৯ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭।
২। পশ্চিমবঙ্গের মিল্ক কমিশনারের অফিস, ২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড, ১০ম তল, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং, কলিকাতা-১।
৩। সুরভি মিল্ক ক্যানটিন, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১।
৪। ডেয়ারি অ্যান্ড পোলট্রি ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন, ১০৫ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬।

(খ) নিম্নলিখিত ক্যাশ কলেকটিং সেন্টারগুলি সকাল ৭টা হইতে বেলা ৯-৩০টা পর্যন্ত খোলা থাকিবে।

৫। মানিকতলা রেশনিং অফিস—১; ২২৪ আচার্য পি সি রায় রোড।
৬। মানিকতলা রেশনিং অফিস—২; ২৮ গিরিশ অ্যাভিনিউ।
৭। আমহার্স্ট স্ট্রীট রেশনিং অফিস; ১১৬ বিবেকানন্দ রোড।
৮। বেলিয়াঘাটা রেশনিং অফিস; পি-২০ বেলিয়াঘাটা মেন রোড।
৯। জোড়াসাঁকো রেশনিং অফিস; ৯৪ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ।
১০। বাগবাজার রেশনিং অফিস; ৯৫-এ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ।
১১। বড়বাজার রেশনিং অফিস; ৩ বৈকুণ্ঠ সেন লেন।
১২। মুচিপাড়া রেশনিং অফিস; ৭০-ই আনন্দ পালিত রোড।
১৩। বেনিয়াপুকুর রেশনিং অফিস; ৫/১০-সি রাইফেল রেঞ্জ রোড।
১৪। পার্ক স্ট্রীট রেশনিং অফিস; ৫০ রিপন স্ট্রীট।
১৫। যাদবপুর রেশনিং অফিস; ৪০/এ সাউথ এন্ড পার্ক।
১৬। বালিগঞ্জ রেশনিং অফিস; ২৭ হিন্দুস্থান পার্ক।
১৭। নিউ আলিপুর রেশনিং অফিস; পি-৬৫৬ টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড।
১৮। ওয়াটগঞ্জ রেশনিং অফিস; ৭/১-এ মনসাতলা লেন।
১৯। সেন্ট্রাল ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড রেস্কু ট্রেনিং স্কুল; বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের বিপরীত।
২০। টালিগঞ্জ রেশনিং অফিস; ১৭৪/১ এন এস সি বসু রোড, নেতাজী নগর।
২১। হালতু রেশনিং অফিস; ৫/১ রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড।
২২। বরানগর রেশনিং অফিস; ১০৪/৪০ বি টি রোড।
২৩। হাওড়া রেশনিং অফিস (সাউথ); ২৯/২ কাসুন্দিয়া রোড।
২৪। হাওড়া রেশনিং অফিস (সেন্ট্রাল); ১৯/১ পঞ্চাননতলা রোড।
২৫। হাওড়া রেশনিং অফিস; ২৬৩ গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড।
২৬। হাওড়া রেশনিং অফিস (নর্থ); ১৩/১৪ মদন ঘোষ রোড।
২৭। টালিগঞ্জ পোলট্রি ফার্ম; ৪২ গ্রাহাম রোড, কলিকাতা-৪০।

(গ) নিম্নলিখিত ক্যাশ কলেকটিং সেন্টারগুলি সকাল ৮টা হইতে বেলা ১০-৩০টা পর্যন্ত খোলা থাকিবে:

২৮। মিল্ক জোনাল অফিস নং ২৬৩; পি-৩৪ নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীট।
২৯। মিল্ক ডিপো নং ২৭৫; ৩৯/এ কালীঘাট রোড।
৩০। মিল্ক ডিপো নং ৫৩৯; ৮ আব্দুল রাজ রোড।
৩১। সুরভি মিল্ক ক্যান্টিন নং ৭; ৬ গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর।

স্বাঃ এস আর জোয়ার
মিল্ক কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ

ডব্লিউ বি/আই পি আর ১১৬৬(১৪)/৭১


### আইন-আদালত

## 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' সম্পর্কে হাইকোর্টের রুল

শ্রীবুদ্ধদেব বসুর একতরফা আবেদনক্রমে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী এন সি তালুকদার কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের উপর একটি রুল জারি করে 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' উপন্যাস সম্পর্কে অশ্লীলতার অভিযোগে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট আবেদনকারীকে যে ২০০, টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন কেন তা বাতিল হবে না তার কারণ দর্শাবার আদেশ দিয়েছেন।

প্রকাশ, শ্রীনীলাদ্রি গুহের অভিযোগক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ও ২৯৩ ধারা অনুযায়ী লেখক শ্রীবুদ্ধদেব বসু, প্রকাশক শ্রীসুপ্রিয় সরকার এবং মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আনা হয়। আসামীপক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয় যে, ওই পুস্তকে কোন অশ্লীলতা নেই। এটি একটি সাহিত্য কীর্তি এবং জনসাধারণের কল্যাণের জন্যই রচিত হয়েছে।

বিচারকারী আদালত তিন আসামীকেই দণ্ডিত করেন এবং বইটি নষ্ট করে ফেলার আদেশ দেন। বিচারপতি ওই আদেশ প্রয়োগ স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। চার মাসের মধ্যে রুলের জবাব দিতে হবে।

### নেপাল রায়ের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে একজন অভিযুক্ত

শ্রীনেপাল রায়ের হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ বুধবার শ্যামপুকুর এলাকায় শম্ভু হেলা ওরফে শঙ্কর ওরফে কালুকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রী এইচ এস বাড়রির আদালতে আসামীকে হাজির করা হয়।

প্রকাশ, আসামীকে বে-আইনী সমাবেশ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হত্যার চেষ্টার অভিযোগে প্রথমে শ্যামপুকুর পুলিশ গ্রেফতার করে। বুধবার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেটের আদালতে আসামীকে হাজির করা হয়। ম্যাজিসট্রেট তাকে ৬ এপরিল পর্যন্ত পুলিশ হাজতে আটক রাখার আদেশ দেন। ইতিমধ্যে প্রকাশ পায় যে, আসামী শ্রী রায়ের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত। আরও তদন্ত সাপেক্ষে আসামীকে পুলিশ হাজতে আটক রাখা হয়েছে।

## মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্মচারী সমিতির প্রতিবাদ

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের সভাপতি ৩ এপরিল পর্যন্ত পর্ষৎ কার্যালয় বন্ধ ঘোষণা করায় কর্মচারী সমিতি পর্ষৎ সভাপতির ওই কাজের প্রতিবাদ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সভাপতি শ্রীভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত বুধবার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আরও জানান যে, ৫ এপরিল যাঁরা কাজে যোগ দেবেন না, তাঁরা মার্চের বেতন পাবেন না।

কর্মচারী সমিতির সম্পাদক শ্রীঅনিল রায় ওই বিবৃতিতে দাবি করেছেন যে, "অবিলম্বে অঘোষিত লক-আউট প্রত্যাহৃত হোক, কর্মচারীদের উপর অর্থনৈতিক আঘাত বন্ধ হোক এবং কর্তৃপক্ষ তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে নিন।" কর্তৃপক্ষই পরীক্ষার কাজ বিলম্বিত ও বিঘ্নিত করছেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

## ইউ বি আই কর্মচারী সমিতির ধিক্কার

পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে 'বাংলা দেশে' নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার কর্মচারিগণ তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। কর্মচারী সমিতির (কেন্দ্রীয় কমিটি) সাধারণ সম্পাদক শ্রীতারা দাস এই মর্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন: বাংলা দেশের জনগণকে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত। বিবৃতিতে বাংলা দেশের সরকারকে স্বীকৃতি দানের এবং সেখানকার ঘটনা রাষ্ট্রপুঞ্জে তোলার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়।

## লোকসভার পরবর্তী অধিবেশন ২৪ মে

**নয়াদিল্লি, ১ এপরিল**—পঞ্চম লোকসভার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হবে সম্ভবত ২৪ মে এবং অধিবেশন চলবে আগসট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

ঐ অধিবেশনেই সংশোধিত সাধারণ ও রেলওয়ে বাজেট পেশ করা হবে। —পি টি আই

## ওয়াশিংটন থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার

ওয়াশিংটন থেকে বাংলা দেশ বিপ্লবী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মইন নবাব ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এক জরুরী তারবার্তায় বলেছেন: অবিলম্বে বাংলা দেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিন। তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করুন। খুনীদের হাত থেকে 'বাংলা দেশের' মানুষকে বাঁচান।

## সভা-সমাবেশ

**রামকৃষ্ণ মিশন (গোল পারক)**—সাড়ে ৬টায় শিবানন্দ হলে শ্রীমদ্ ভাগবতম্ পাঠ ও ব্যাখ্যা (বাংলায়)। **ভারতীয় যাদুঘর**—জনপ্রিয় বক্তৃতামালার দ্বিতীয় বক্তৃতা। বক্তা—ডঃ বি কে চ্যাটারজি। বেলা সাড়ে ৫টায়। **স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন**—বক্তৃতা মঞ্চে বেলা ৩টায় ৩০৯তম স্বাস্থ্য বিষয়ক সভা। **শ্রীশ্রীবাসন্তী দুর্গাপূজা**—তিনদিন ধরে পূজার উদ্বোধন। ৪১ দেব লেন। **শ্রীশ্রীবাসন্তী ও অন্নপূর্ণা পূজা**—১০বি বামনপাড়া লেন (বালিগঞ্জ) সর্বানন্দ মন্দিরে। **ইনডিয়ান কাউনসিল অব ওয়ারলড এফেয়ারস**—সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় পি-৫৪২ রাজা বসন্ত রায় রোডে আলোচনা: "স্বাধীন সংবাদপত্রের ভূমিকা"। বক্তা: শচীন সেন। **পতাকা দিবস**—আজ দি ক্যালকাটা অরফ্যানেজের পতাকা দিবস।

**ছাত্র পরিষদ (মহাজাতি সদন)**—আনন্দমোহন কলেজ ইউনিটের পরিষদ কর্মীদের সভা ৫-৩০টায় কলেজ প্রাঙ্গণে।

## আজ বৃষ্টি হতে পারে

স্টাফ রিপোরটার

আজ শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। দিনে তাপমাত্রার তেমন হেরফের হবে না।

বৃহস্পতি তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ৩৬·৪ ডিঃ সেঃ বা ৯৭·৫ ডিঃ ফাঃ সর্বনিম্ন ২৫·৬ ডিঃ সেঃ বা ৭৮·০৬ ডিঃ ফাঃ। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বাধিক শতকরা ৯৩ ভাগ, সর্বনিম্ন ৩৬ ভাগ, বৃষ্টি হয়নি।

## ওয়েসট ইনডিজ ১ উইঃ ১৬৯

চতুর্থ টেসটের প্রথম দিনে চা-পানের বিরতির সময় ওয়েসট ইনডিজ ১ উইকেটে ১৬৯ রান করেছে।

## আজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের প্রতীক ধর্মঘট

স্টাফ রিপোরটার

গত মঙ্গলবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী শ্রীদেবব্রত পালের ছুরিকাঘাতের ঘটনার প্রতিবাদে আজ, শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিনের প্রতীক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্মচারী ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রীপরিমল দাশ এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা বিধানের দাবিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা বৃহস্পতিবার অস্থায়ী উপাচার্য ডঃ পি কে বসুর ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখান।

এদিনই বিশ্ববিদ্যালয় সিনডিকেটের সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে শ্রীপালকে ছুরি মারার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁর সত্বর আরোগ্য কামনা করা হয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ফেডারেশন আহূত শুক্রবারের ধর্মঘটে তাঁরাও যোগ দেবেন।

## কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির বৈঠক ডাকার প্রস্তাব

**নয়াদিল্লি, ১ এপরিল**—আজ লোকসভায় প্রশ্নোত্তরের সময় কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী আর কে খাদিলকর বলেন, তিনি আগামী মে মাসের কোন এক সময়ে দেশের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির এক সম্মেলন আহ্বান করবেন। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির অনুমোদন বহির্ভূত অন্যান্য সংগঠনগুলিকেও এই সম্মেলনে ডাকা হবে। শ্রীখাদিলকর জানান, ঐ সম্মেলনে তিনি বেসরকারীভাবে দেশের শিল্প সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

শ্রীখাদিলকর বলেন, এই বেসরকারী সম্মেলনের পরেই তিনি সরকারিভাবে বর্তমান শ্রম কমিটি এবং ভারতীয় লেবার কনফারেন্সের সম্মেলন আহ্বান করবেন।

তিনি বলেন, বেসরকারি সম্মেলনের আগে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এবং শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করবেন।

## দু' দলে সংঘর্ষে একজন নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

সিউড়ি, ১ এপরিল—এক সংবাদে প্রকাশ সম্প্রতি মুরারই থানার অন্তর্গত কাশিমনগর গ্রামে একই সম্প্রদায়ের বিরোধী দুইদল লোকের সংঘর্ষে মহম্মদ ইলিয়াস শেখ (৪৫) নিহত হন। তাঁকে লাঠি বল্লম ইত্যাদির আঘাতে হত্যা করা হয়।

## রেল পুলিশের কনসটেবল ছুরিকাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

**ধানবাদ, ১ এপরিল**—ধানবাদ রেল পুলিশের একজন কনসটেবল শ্রীবজরঙ্গওয়ালি সিং, গত মঙ্গলবার রাত্রে ছুরিকাহত হয়েছেন। পুলিশী সূত্রে জানা যায়, ধানবাদ স্টেশনে কর্মরত অবস্থাতেই চারজন অপরিচিত যুবক তাঁকে ছুরিকাঘাত করে। আততায়ীরা নকশালপন্থী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। শ্রীসিংকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁর অবস্থা উন্নতির দিকে।

এই ঘটনা সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয় নি।

## ইরাক ও তুরস্কের কাছে সাহায্য প্রার্থনা

বিশেষ সংবাদদাতা

**নয়াদিল্লি, ১ এপরিল**—পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফৌজ ও সামরিক সাজসরঞ্জাম পাঠাবার কাজে পরিবহণ বিমান ও জাহাজ দিয়ে সাহায্য করার জন্য পাকিস্তান ইরান ও তুরস্কের কাছে দরবার করেছে।

গত পরশু সেনটোর দুই সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ও নিয়ে উচ্চপর্যায়ে আলোচনা হয়। করাচিতে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে সেনটোর সদস্য দেশ ইরান ও তুরস্কের বিমান ও নৌবহরের প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

## পশ্চিমবঙ্গ নব কংগ্রেস 'বাংলাদেশ'-এর স্বীকৃতি দাবি করেছেন দিল্লিতে

স্টাফ রিপোরটার

নব কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ শাখা 'বাংলা দেশ'-এর স্বীকৃতি দাবি করেছেন।

সম্প্রতি দিল্লিতে কংগ্রেসের হাই কম্যানডের সঙ্গে দেখা করে রাজ্য নব কংগ্রেস সভাপতি বিজয়সিংহ নাহার ওই দাবি জানিয়ে এসেছেন।

শ্রীনাহার যেসব নব কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নেতার সঙ্গে দেখা করেন, তাঁরা হলেন: শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীজগজীবন রাম, শ্রী ওয়াই বি চবন, শ্রী ডি সঞ্জীবায়া এবং শ্রীবহুগুণা।

## মহিলা ফেডারেশনের সভায় 'বাংলাদেশের' স্বীকৃতি দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি

পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ যশোরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশ্যভাবে মেয়েদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার ভারত সভা ভবনে ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন আয়োজিত এক সভায় যশোর থেকে আগত ছাত্র নেতা মহঃ সিরাজুল ইসলাম একথা বলেন। বাংলা দেশ থেকে আগত আরও চারজন ছাত্র ওই সভায় যোগদান করেন। সভানেত্রীর ভাষণে ডঃ রমা চৌধুরী বলেন, আমাদের এখন একমাত্র কর্তব্য অর্থ, ঔষধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে 'বাংলা দেশকে' সাহায্য করা। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বাংলা দেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে মেনে নেবার জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়।

শ্রীমতী মীরা দত্তগুপ্ত, অপর্ণা ব্যানার্জি, গীতা মুখার্জি, ইলা মিত্র, মায়া দাস সভায় ভাষণ দেন।

### টালিগঞ্জে সভায়

বুধবার টালিগঞ্জ ডেভেলপমেন্ট কাউনসিলের আহ্বানে কলাবাগান পারকে অনুষ্ঠিত এক সভায়ও 'বাংলা দেশ' সরকারের স্বীকৃতি দাবি করা হয়। সভায় 'টালিগঞ্জ বাংলা দেশ সংগ্রাম সহায়ক সমিতি' গঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী; বক্তা শ্রীনির্মল সিংহ কাউনসিলার শ্রীপ্রণব মুখার্জি, শ্রীদেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বদেশী সঙ্গীত গান সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

## শুধু নৈতিক সমর্থন নয় —

### —তরুণ সাহিত্যিক, কবি, শিল্পিবৃন্দ

পশ্চিম বাংলার তরুণ সাহিত্যিক, কবি, শিল্পিবৃন্দ কবিতা লিখে, বিবৃতি দিয়ে 'বাংলা দেশে' পাকজঙ্গী চক্রের বীভৎস অত্যাচারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, আজ শুধু নৈতিক সমর্থনের দিন নয়, নয় শুধু সহানুভূতি জানাবার দিন। প্রয়োজনের সঠিক মুহূর্তে বাংলার সব বুদ্ধিজীবীরা যেন সাধারণ মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামকে সংগঠিত করার কাজে এগিয়ে আসেন। সেজন্যই আবেদন বঙ্গভাষী মনোবলকে তৈরি করুন শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার জন্য।

ওই তরুণদের মধ্যে রয়েছেন সর্বশ্রী শক্তি চট্টোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল পুরকায়স্থ, পূর্ণেন্দু পত্রী, তারাপদ রায়, অভিজিৎ ঘোষ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল বসু, শান্তি লাহিড়ী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল পুরকায়স্থ প্রমুখ।

## নির্বাচনী হাঙ্গামার হিসাব

**নয়াদিল্লি, ১ এপরিল**—আজ রাজ্যসভায় ডঃ শালিগ্রামের একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ জানান যে, সাম্প্রতিক নির্বাচনকালে সারা দেশে ২২৯১টি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে কয়েকটি রাজ্যের হিসাব এইরকম—পশ্চিমবঙ্গ ১০২৭, তামিলনাড়ু ৩৭০, কেরল ও বিহার প্রতি রাজ্যে ১৫৮, উত্তর প্রদেশ ১৭৩ ও অন্ধ্রপ্রদেশ ১০৪। —ইউ এন আই

## বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মীদের দাবি না মিটলে 'নিয়মমাফিক কাজ'

স্টাফ রিপোরটার

অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ইনজিনিয়ারদের দশ দফা দাবি পূরণ করা না হলে পর্ষতের প্রায় ৪৫০ ইনজিনিয়ার আগামী ১ মে থেকে নিয়ম মাফিক কাজ শুরু করবেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ ইনজিনিয়ারস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীঅমিয় ব্যানারজি মঙ্গলবার সাংবাদিকদের এই খবর দিয়ে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দাবিগুলির ব্যাপারে তাঁরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোনও ফল না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে তাঁদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

শ্রীব্যানারজি জানান, অন্যান্য বেশ কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে ইনজিনিয়ারদের সংখ্যা বেশ কম; কিন্তু কাজের চাপ বেশি। সব দাবি পূরণ করতে গেলে কর্তৃপক্ষের মাত্র চার লক্ষ টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাঁদের দাবিগুলির মধ্যে আছে প্রমোশনের সুযোগ, বিনা ভাড়ায় বাসস্থান, গ্র্যাচুইটি ও ঝুঁকি বীমা চালু ইত্যাদি।

## নন্দিতা স্মৃতি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

এপরিল মাসের শেষে বৈতানিকের পরিচালনায় নন্দিতা স্মৃতি সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েরা এতে যোগ দিতে পারবে। নাম দেবার শেষ তারিখ ১৫ এপরিল। যোগাযোগের ঠিকানা—বৈতানিক, ৪ এলগিন রোড, কলকাতা-২০ (রবিবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬—৮টা)।


ঝিলমিল

জবাকুসুমের পৃষ্ঠপোষকদের জন্য বিশেষ উপহার!
বড় জবাকুসুম তেলের সঙ্গে কেয়ার শ্যাম্পুর একটি ক'রে স্যাম্পল বিনা মূল্যে উপহার দেওয়া হবে।
স্টক থাকা পর্যন্ত কলিকাতা ও সহরতলীর জন্য এই বিশেষ সুবিধা।
সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ কলিকাতা • দিল্লী



# প্রিয় সঙ্গ লাভের প্রচুর অবসর রান্নার ভার দিন হিমাজীর ওপর

হীমার স্বাদের তুলনা নেই!
এর মুখরোচক কড়াইশুঁটি, মিষ্টিমধুর মিঠাই, নোনতা জলখাবার আর মজাদার সুপ···সবই এমন, যে পেট ভরে তবু আশ মেটে না!

হীমাজী আপনার দাসানুদাস! যা হুকুম করবেন কয়েক মিনিটেই তৈরী। কাটাকুটির ঝামেলা নেই, ধোওয়ার প্রয়োজন নেই, ভেজালের ভয় নেই, মাপ-জোখের দরকার নেই। স্রেফ উনুনের ওপর চাপান··· ব্যাস, চটপট তৈরী! সব জিনিষই কত স্বাদের! আপনার স্বামী বিয়ের আগে যে রান্না খেয়েছেন তা' ভুলে যাবেন! তবে আপনার রান্না আপনার বাচ্চারা সারাজীবন মনে রাখবে। আজই হীমার চার-ছয় প্যাকেট নিয়ে এসে পরিবারের সবাইকে খাইয়ে তাক লাগিয়ে দিন।

হীমা
স্বাদের নাই সীমা

কড়াইশুঁটি, গোলাপ জাম, ক্ষীর, দোসা, দহি বড়া, ইডলী, সাম্বার, সুপ, কেক।

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-HMR. 2-160 BG

বেনারসী ও সিল্কের জন্য
বেনারসী কুঠী
গড়িয়াহাট জং·কলি·ফোন: ৪৬-৭৪৭৭

## পুরস্কারজয়ী তিনটি একাঙ্ক

শিল্পী পরিষদ গত সোমবার রবীন্দ্র-সদনে শ্রীউদয়শঙ্কর, শ্রীমতী সরযূবালা দেবী এবং শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রকে একটি সংবর্ধনা-অনুষ্ঠানে অভিনন্দন জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংগীত-নাটক আকাদমি এ-বছর শ্রীউদয়শঙ্কর ও শ্রীমতী সরযূবালা দেবীকে যথাক্রমে সৃজনধর্মী নৃত্য ও অভিনয়ের উৎকর্ষের জন্য বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছেন। শ্রীমতী মিত্র ভূষিত হয়েছেন "পদ্মশ্রী" উপাধিতে।

"চিঠি" চিত্রে সন্ধ্যা রায়

সংবর্ধনা-অনুষ্ঠানের পর শিল্পী পরিষদের সাম্প্রতিক একাঙ্ক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত তিনটি একাঙ্কের অভিনয় হয়। নাটক তিনটি হল : 'মিছিল', 'চাঁদনী রাত' 'বিচার'। প্রতিযোগিতার গুণানুক্রমে এই তিনটি একাঙ্ক প্রথম তিন স্থান অধিকার করে।

তৃতীয় স্থানে চিহ্নিত হলেও শ্রীরবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বিচার' বক্তব্যের দিক দিয়ে সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ; অভিনয়ের মানও এক্ষেত্রে রীতিমত উন্নত। জিতেন ব্যানার্জির বলিষ্ঠ অভিনয় বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। পরিচালনার কৃতিত্বও তাঁর।

'চাঁদনী রাত' একটি বিদেশী নাটকের বাংলা রূপান্তর। ঋণের স্বীকৃতিটুকু থাকলে ভাল হত। ভাল অভিনয় করেছেন অমর মুখারজি।

'মিছিল' আরম্ভে এবং কিছু অংশ পর্যন্ত কৌতুকপ্রদ এবং খুবই উপভোগ্য। নাট্যকার শ্রীসুভাষ বসুর সংলাপ চমৎকার। শেষের দিকে নাটকে হঠাৎ প্রচারের সুর এসে পড়েছে। সেই অংশ চিৎকৃত এবং নাটকও তখন বেসুরো লাগে। 'মিছিল'ই কিন্তু প্রথম পুরস্কার জয় করেছে!

### বিদেশী ছবি

কলকাতায় উৎকৃষ্ট বিদেশী চিত্রের প্রদর্শন-স্থল (ব্যবসায়িক ভিত্তিতে) কি এখন **নিউ এম্পায়ার**? গত কয়েক সপ্তাহের তালিকা অন্তত সেই সাক্ষ্য দেয়। ১৯ মারচ এখানে মুক্তি পায় **উডস্টক**, যার অসাধারণত্ব সন্দেহাতীত। ২৬ মারচ **দ্য ব্যালাড অব কেবল হোগ,** একটি বিশিষ্ট ওয়েসটারন ছবি, একেবারে ভিন্ন জাতের। পরিণত শিল্প-বোধ দিয়ে রচিত ছবির পরমায়ু প্রেক্ষাগৃহে সচরাচর স্বল্প হয়ে থাকে—উভয় ক্ষেত্রে একই ব্যাপার ঘটেছে। এ-সপ্তাহে এসেছে এলিয়া কাজানের **দ্য অ্যারেনজমেনট**। তারও ভাগ্য কি অনুরূপ হবে?

"দ্য অ্যারেনজমেনট" এলিয়া কাজানের ওই নামের উপন্যাস অবলম্বনে তাঁরই তোলা ছবি। যার প্রধান চরিত্র এক সফল প্রচারসচিব। এই ব্যক্তি, এডি অ্যানডারসন, জীবনে সব পেয়েছে—চাকুরিতে সুনাম, অর্জিত অর্থের প্রাচুর্য, সকল প্রকার বিলাস-উপকরণ ইত্যাদি। সবই, শুধু আত্মসম্মান ছাড়া। সে পরাজিত কেবল নিজের কাছে, নিজের বিবেকের কাছে। আর এডি অ্যানডারসন ভেবে দেখল, সে যা পেয়েছে সেগুলো বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার ফল ছাড়া আর কিছু না—এ-সবে তার নিজস্ব কৃতিত্ব কোথায়?

এই চিন্তা এডিকে অপরিসীম যন্ত্রণায় বিদ্ধ করল। সেই যন্ত্রণার নাটক পর্বে পর্বে ছবিতে গড়ে উঠেছে।

"দ্য অ্যারেনজমেনট"কে বলা যায় সাহিত্য-চিত্র। লেখকের ভাবনা এখানে ছবি হয়ে ফুটেছে। প্রধান ভূমিকায় সু-অভিনয় করেছেন কার্ক ডগলাস।

**লাইটহাউস** সিনেমায় এ-সপ্তাহে দেখানো হচ্ছে **টেল দেম উইলি বয় ইজ হিয়ার**।

অকারণ প্রাণের অপচয়ের এই কাহিনী ছবির পরদায় বিশিষ্ট, বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে রূপায়িত। এক তাড়িত পলাতকের প্রতি মুহূর্তের প্রতিক্রিয়া দর্শকদের দেখতে হবে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের সঙ্গে। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন রবারট রেক, ক্যাথারিন রস রবারট রেডফোরড, মাইকেল এলাজেল। এব্রাহাম পোলানসকি চিত্রটির পরিচালক।

এ গ্রুপ অফ এডিটরস্ সম্পাদিত
লাস্ট মিনিট সাজেসন্স-৭১
মূল্য ২, টাকা
স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেণ্ডারী, প্রি-ইউ, বি-এ, বি-কম্, বি-এস্‌সি
(পার্ট ওয়ান এবং টু)
— প্রাপ্তিস্থান —
নবীন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২৩, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট, কলিঃ-৯
বিশ্বাস বুক স্টল, বেঙ্গল বুক এজেন্সী
(সি ১১৫৪)

দেশ
৩৮ বর্ষ
সংখ্যা ২২

॥ প্রবন্ধ ও রম্যরচনা ॥

**পঞ্চতন্ত্র : সৈয়দ মুজতবা আলী**

**জরাভরতের উপাখ্যান : ইন্দ্রজিৎ**

"জড় ভরত মৃগশাবকের মোহে পরমাত্মার ধ্যান থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, আমি তেমনি যৌবনের মোহে পড়ে জীবনের একটা মস্ত বড় অংশকেই হিসেবের বাইরে রেখে দিয়েছিলাম। কাজেই আমার এটিকে বলতে পারেন জরাভরতের উপাখ্যান।"—বার্ধক্যচর্চা প্রসঙ্গে বর্তমান মধুরপাঠ্য জল্পনাটির এই হল লেখকের মুখবন্ধ।

**বৃদ্ধদের বিষাদ মনোবিকার : অসীম বর্ধন**

মানুষের বয়স বাড়লে, অক্ষম অথর্ব হয়ে পড়লে যেসব বিশেষ ধরনের দৈহিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলি নিয়ে নানাভাবে চর্চা-গবেষণা করতে করতে একটি নতুন বিজ্ঞান-শাখা গড়ে উঠেছে—জেরিয়াট্রিকস, যাকে বাংলায় বলা যায় 'বৃদ্ধচর্যা'। এটি সেই বৃদ্ধচর্যা সম্পর্কীয় একটি সুরচিত প্রবন্ধ—এতে বৃদ্ধদের বিষাদ মনোবিকার সম্বন্ধে আকর্ষক ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

**দরবার নটী কলাবন্ত : দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়**

এই পর্যায়ে দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় অনেকগুলি রচনা 'দেশ'-এর পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। এই রচনাগুলিতে তিনি অতীত ভারতের বা ভারতের প্রতিবেশী দেশের সংগীত, সংগীতগ্রন্থ ও সংগীতশিল্পীদের সম্বন্ধে বহু তথ্য পরিবেশন করে এই সিরিজটির প্রতি সংগীত-প্রেমী বা সংগীত-উৎসাহী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় : ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিকালের দক্ষিণ ভারতের বিজাপুর দরবার, এই দরবারের স্রষ্টা বিজাপুর সুলতান সংগীতজ্ঞ দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের সংগীতপ্রিয়তা এবং তাঁর রচিত বিখ্যাত নবরসের সংগীতগ্রন্থ।

**ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা : ফাদার দ্যতিয়েন**

॥ গল্প ॥

**মানুষের মুখ : দিব্যেন্দু পালিত**

দিব্যেন্দু পালিত যদিও তরুণ লেখক, তবুও পাঠকসমাজে তিনি যথেষ্ট পরিচিত। হয়তো কিছুটা প্রতিষ্ঠিতও। তাঁর লেখার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা পাঠকদের ভালো লাগে — তাঁদের আকৃষ্ট করে। কলকাতা শহরের খুন-জখমের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসের পটভূমিতে একটি আটত্রিশ বছরের চাকুরিজীবী শান্তিপ্রিয় সাধারণ সংসারী মানুষকে কেন্দ্র করে এই গল্পে তিনি যে একটি আশ্চর্য আতঙ্কিত আবহাওয়া গড়ে তুলেছেন তার তুলনা বিরল।

॥ উপন্যাস ও জীবনস্মৃতি ॥

**রত্ন ও শ্রীমতী : অন্নদাশঙ্কর রায়**

**এই তার পুরস্কার : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী**

**ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা : শিবরাম চক্রবর্তী**

॥ কবিতা ॥

**দুটি কবিতা : সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়**

**স্মৃতি সমীপেষু : অরণি বসু**

**হিম জড়ানো দীর্ঘ সেতু : পবিত্র মুখোপাধ্যায়**

॥ নিয়মিত বিভাগ ॥

সম্পাদকীয় ॥ ব্যঙ্গচিত্র ॥ রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য ॥ দৃশ্যপট ॥ বৈদেশিকী ॥ ঘরে বাইরে ॥ বিশ্ববিজ্ঞান ॥ ভারতের অর্থনীতি ॥ চিত্র প্রদর্শনী ॥ আলোচনা ॥ সাহিত্য সংবাদ ॥ বিদেশী বই ॥ পুস্তক পরিচয় ॥ হকি খেলার আইনকানুন ॥ খেলার মাঠে ॥ অরণ্যদেব ॥ রঙ্গজগৎ ॥ সাপ্তাহিক সংবাদ ॥

দাম : ৬০ পয়সা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট। কলিকাতা ১

"দ্য অ্যারেনজমেন্ট" চিত্রে ফে ডানঅ্যাওয়ে

### এ-সপ্তাহের ছবি

এ-সপ্তাহের একমাত্র নতুন দেশী চিত্র—গ্যামবলার (হিন্দী)।

প্রযোজক-পরিচালক শ্রীঅমরজিতের "গ্যামব্লার" আজ, শুক্রবার, মুক্তি পাচ্ছে অপেরা, জেম, প্রিয়া, কৃষ্ণা, নবীনা প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে। চিত্রমন্দিরের এই রঙিন (ইসটম্যানকালারে তোলা), ছবিটি উত্তেজক, রোমহর্ষক দৃশ্যে পূর্ণ। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দেব আনন্দ। নায়িকা জাহিদা (শ্রীমতী নারগিসের ভ্রাতুষ্পুত্রী)। শ্রীশচীন দেব-বর্মন চিত্রটির সুরকার।

### থিয়েটার সেনটারে "পরাজিত নায়ক"

বাংলা নববর্ষের দিন থিয়েটার সেনটারের নতুন নাটকের নিয়মিত অভিনয় শুরু হবে। নাটকটির নাম **পরাজিত নায়ক**। সমকালের পটভূমিতে লেখা; রচনা ধনঞ্জয় বৈরাগীর। নাট্য নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করছেন শ্রীতরুণ রায়। দুই চরিত্রের এই নাটকের শিল্পী: শ্রীমতী দীপান্বিতা রায় ও শ্রীরায়।

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের "সীমাবদ্ধ" চিত্রে নবাগতা পারমিতা চৌধুরী

## 'আলালের ঘরের দুলাল'

আজ থেকে একশো তের বছর আগে ১৮৫৮ সনে টেকচাদ ঠাকুর রচিত "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলে দাবি করা হয়। ওই কাহিনী অবলম্বনে দাক্ষিণায়ন গোষ্ঠী "আলালের ঘরের দুলাল" নাটক অভিনয় করলেন গত ২২ মারচ, রঙ্গনা প্রেক্ষাগৃহে। এর আগেও অবশ্য 'আলালের ঘরের দুলাল' নাটকাকারে অভিনীত হয়েছে, ১৮৭৫ সনে, অধুনালুপ্ত বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে। ইতিমধ্যে আরও কেউ হয়তো ওই নাটক অভিনয় করেছেন, তবে তা আমাদের জানা নেই।

মূল কাহিনীতে নাটকীয় ঘটনার অভাব নেই, বরং একটু বেশী পরিমাণেই আছে। বর্তমান যুগের দর্শকের উপযোগী করে তুলতে সে সবের কিছু পরিবর্জন ও পরিমার্জনা দরকার। নাট্যকার ও নির্দেশক শ্রীসন্তোষ সেন সে-কাজে দক্ষতা দেখিয়েছেন। তবে, তা সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। যেমন জমিদারের নৌকাডুবির সংবাদ এবং পরক্ষণেই তাঁর বিপন্মুক্তি জানিয়ে চিঠি আসা রীতিমত অস্বাভাবিক। নাটকের শেষার্ধ কিছুটা মন্থর হওয়া সত্ত্বেও নাটকীয় রস উপভোগে দর্শকের অসুবিধা হয় না।

প্রয়োগকর্মেও বেশ কিছু ত্রুটি। এত চরিত্রের যেখানে আনাগোনা সেখানে মঞ্চসজ্জার রকমফের দরকার ছিল। আঙ্গিকের কাজ আধুনিকতাবর্জিত। অভিনয়ের দিকেই জোর দেওয়া হয়েছে তাই বেশী করে। কিন্তু এ নাটক মঞ্চে উপস্থিত করার পূর্বে আরও কিছুটা প্রস্তুতির দরকার ছিল। অধিকাংশ শিল্পীকেই প্রম্পটারের উপর নির্ভর করতে হয়েছে, ফলে গতি ও রস দুই-ই ব্যাহত। তবে চরিত্রবণ্টন পাত্রোপযোগী হয়েছে। অভিনয়ে ত্রুটি থাকলেও দর্শনে সবাই মানানসই। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে শ্রীমতী যূথিকা ভট্টাচার্য (প্রমদা) ও শিশির গাঙ্গুলির (হরি) অভিনয় অতি উচ্চস্তরের। এ-ছাড়া মনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, হর্ষ চট্টোপাধ্যায়, হীতেন চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্ত চক্রবর্তী, মুকুল সুরকার, গোবিন্দ নন্দী, দীপ্তি ভট্টাচার্য ও পুতুল চক্রবর্তী ভাল অভিনয় করেছেন। সংগীতের ব্যবহার মামুলি। বাউলের গান দুখানি বাদ দিলেও ক্ষতি ছিল না।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

### এক যে রাজা

দক্ষিণ কলকাতার নাট্যগোষ্ঠী কোরাস আগামী শনিবার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আরটস মঞ্চে অপেরাধর্মী **এক যে রাজা** নাটকটি অভিনয় করবেন।

'মোহন ২৩৩' আজ ঘরে ঘরে
ব্যবহারে মজবুত • গঠনে সুন্দর
মোহন ২৩৩
সর্বোৎকৃষ্ট দামেও কম
সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

### "বমবে টকি"

মারচেনট-আইভরি প্রোডাকশনসের চতুর্থ ছবি "বমবে টকি" (ইংরাজী) কলকাতায় নিউ এমপায়ারে এই মাসের শেষে মুক্তির জন্য চিহ্নিত। শ্রীমতী ঝাবওয়ালা রচিত গল্প অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন জেমস আইভরি। চিত্রনাট্য শ্রীআইভরি-কৃত। ইসমাইল মারচেনট ছবিটির প্রযোজক। বোমবাইয়ের চলচ্চিত্রলোকের এক জনপ্রিয় অভিনেতা তাঁর স্ত্রী এবং অভিনেতার বিদেশী প্রণয়িনীকে নিয়ে চিত্রনাট্যের বিস্তার। এই তিনটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন শশী কাপুর, অপর্ণা সেন, জেনিফার কেনডাল। অন্য কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী : উৎপল দত্ত, নাদিরা, হেলেন, জিয়া মহিউদ্দিন। শঙ্কর-জয়কিষেণ ছবিটির সংগীত-পরিচালক।

### মিনারভা থিয়েটারে "প্রবাহ"

মিনারভা থিয়েটারের কর্মীদের নতুন প্রযোজনা : **প্রবাহ**। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এই নাটকের বিষয়বস্তু। রচনা শ্রীঅমিতাভ গুপ্তের। ১৫ এপ্রিল থেকে নাটকটি মিনারভা থিয়েটারে নিয়মিত অভিনীত হবে। নির্দেশনার দায়িত্ব শ্রীইন্দ্রজিত সেন (চারণ দল) এবং শ্রীসুজিত গুপ্তের (পাদপ্রদীপ)।

### "আনন্দ" মুক্তির প্রতীক্ষায়

পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের **আনন্দ** কলকাতায় মুক্তির প্রতীক্ষায়। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত এই রঙিন হিন্দী চিত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। ছবিটি ইতিমধ্যে দিল্লী, উত্তর প্রদেশ, বোমবাই ও মধ্য প্রদেশের দর্শকদের মনে সাড়াও জাগিয়েছে যথেষ্ট। রাজেশ খান্না ও অমিতাভ বাচ্চন এ-ছবির প্রধান দুই শিল্পী। এছাড়া এতে অভিনয় করেছেন সুমিতা সান্যাল, সীমা, ললিতা পাওয়ার, রমেশ দেও, অসিত সেন, জনি ওয়াকার, দারা সিং। সলিল চৌধুরি চিত্রটির সুরকার।

### দুর্গাপুরে সংগীত-আসর

সরগম সংগীত বিদ্যালয়ের সাহায্য-কল্পে ১০ এপ্রিল দুর্গাপুরে সারা রাত্রিব্যাপী এক সংগীত-আসরের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান হবে সি-এম-ই-আর-আই হল-এ। শিল্পীরা হলেন : শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, বলরাম পাঠক, বিজয় চক্রবর্তী, আরতি বাগচী, বিমল মিত্র, তরু রাইকত, মালশ্রী সেন, দিলীপ সিংহ, রামগোপাল মিশ্র, মহাদেব চক্রবর্তী, চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, রামনাথ মিশ্র, স্বরাজ ভট্টাচার্য।

"কালো রাস্তা সাদা বাড়ি" ছবির নায়ক দেবরাজ রায়

# ॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

### সোনা বৌদি
(দীনেশ চিত্রম)

নাম শুনলেই শরৎচন্দ্র-ঘরানার যে-ধরনের ভাবাবেগমূলক গল্পের কথা মনে হয়, **সোনা বৌদি** পুরোপুরি সেই ব্যাপার নয়। অবশ্য সোনা বৌদি (প্রকৃত নাম রমা—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অভিনীত) মহিলাটির মধ্যে শরৎচন্দ্র-সৃষ্ট অনুরূপ নারীচরিত্রের যাবতীয় গুণ যে বর্তমান, সেটুকু বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। রামের সুমতি'র রামকে নিয়ে নারায়ণীর যে-যন্ত্রণা ছিল তারও কিছু কিছু এই মহিলাকে ভোগ করতে হয়েছে দেবর বিকাশকে (সুখেন দাস) কেন্দ্র করে। বিকাশের লেখাপড়ায় মন নেই, পাড়ায় মাসতানি করে তার সময় কেটে যায়; সোনা বৌদির কানে যখন দেবরের বিরুদ্ধে অভব্যতা আর অন্যায়কর্মের অভিযোগ আসে, তখন স্বভাবতই তিনি দুশ্চিন্তায় পড়েন। উভয়ের মধ্যে স্নেহ, ভালবাসা আর শ্রদ্ধার সম্পর্কটা একই রকম; নারায়ণীর মত এই বৌদিও দেবরকে শাসনের চেয়ে আদর বা প্রশ্রয়টাও একটু বেশী দিয়ে থাকেন। মিল এই পর্যন্ত। ছবির আসল গল্পটা (রচনা : শ্রীসুখেন দাস) কিন্তু আলাদা— সেখানে সোনা বৌদির ভূমিকা নিতান্তই গৌণ।

উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী ভুবনবাবুর (অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়) সংসারে এ-কাহিনীর অবতারণা। বৃদ্ধ ভুবনবাবুর ব্যবসার কাজকর্ম দেখে তাঁর ছেলে রমেশ (দিলীপ রায়) ও ভাইপো বিনোদ (নিরঞ্জন রায়)। তবে রমেশই যে তাঁর আস্থাভাজন, ভাইপো আদৌ না, সেটা প্রথম থেকেই স্পষ্ট। লোভী এবং অসৎ বিনোদ কাকার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার অপচেষ্টায় কীভাবে একের পর এক চক্রান্তে লিপ্ত হল (হত্যার ষড়যন্ত্রও বাদ যায়নি), কীভাবে তার পরাজয় সূচিত হল তা-ই নিয়ে ছবির নাট্য-কৌতূহলের বিস্তার ও পরিণতি। ছবির মধ্যভাগ থেকে শেষ দৃশ্যের আগে পর্যন্ত রমেশ ও রমা অর্থাৎ সোনা বৌদিকে অনেক দুঃখকষ্ট পেতে হয়েছে, বহন করতে হয়েছে মিথ্যা চুরির বদনামও। এ-সবই ছিল বিনোদের এবং অংশত তার স্ত্রী ইলার (কণিকা মজুমদার) কারসাজি। সোনা বৌদি আর রমেশের ক্লেশ দূর করবার আর বিনোদকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য শেষ পর্বে সক্রিয় হয়েছে বিকাশ, ইতিপূর্বে যাকে ভুবনবাবু বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য বিকাশ সক্রিয় না হলেও বিনোদ ধরা পড়তে পারত। কারণ, বিনোদের অপরাধ-কর্মের আসল সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল বিশিষ্ট আর-একজনের হাতে। ইতিমধ্যে পুলিসেরও সবকিছু জানারই কথা। মনে হয়, গল্পের ছড়ানো সূত্রগুলি মেলানোর জন্য আর উত্তেজনা সৃষ্টির তাগিদে শেষ দৃশ্যে রঙ্গস্থলে বিকাশের আগমন ঘটানো হয়েছে, সেই কারণে আইন ও শৃংখলার স্বাভাবিক গতিও কিছুকাল ছিল রুদ্ধ।

শুধু শেষ পর্ব নয়, আলোচ্য চিত্রের যাবতীয় নাট্যঘটনাই সাজানো। বিশেষ পরিস্থিতিতে যে-চরিত্রের পক্ষে যে-কর্ম, যে-আচরণ অথবা যে-মনোভাব সংগত আর স্বাভাবিক প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে তা থেকে তাকে সযত্নে দূরে রাখা হয়েছে। ছবির প্রথম দিকে পাড়ার মাসতানদের (বিকাশ যাদের অন্যতম) যেসব কাণ্ড দেখা গেল, সেগুলি অবিশ্বাস্য নয়—সেখানে সম-সময়ের একটা ছাপও আছে। কিন্তু ওদের অসভ্যতা, দুই দলের মারামারি, পরে বিকাশের দলের চুরি-ছিনতাই ইত্যাদিকে কিছু উত্তেজনার উপকরণ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। এমনিতে তাৎপর্যহীন, এসবের সঙ্গে মূল অপরাধ-নাট্যের যোগও সামান্য।

এ-ছবিতে একসঙ্গে অনেক জিনিস পাওয়া যাবে। কিছু প্রথানুগ মঞ্চ-নাট্যের বস্তু, কিছু চল্লিশ-দশকীয় বাংলা ছবির অশ্রু-সিক্ত দৃশ্য (যেমন, হঠাৎ-বিত্তহীন রমেশের রাস্তায় রাস্তায় জামাকাপড় ফেরি করা, সেই অবস্থায় গাড়ি চাপা পড়া ইত্যাদি), কিছু হিন্দী ছবির ব্যাপার (পাইপ-টানা খলনায়কের অপরাধ প্রবৃত্তি), কিছু সমকালের প্রায়-বাস্তবানুগ দৃশ্য; এ-সবের সঙ্গে যুক্ত গান, নাচ—ক্যাবারে নাচও বাদ যায়নি। বোঝা যায়, পরিচালক পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায় দর্শকদের ইচ্ছাপূরণ আর তাৎক্ষণিক আমোদের কথাই বিশেষ করে ভেবেছেন—অন্য কিছু না। নানা রুচির দর্শকদের জন্য এখানে তাই নানা প্রমোদ এবং আবেগ-উপাদানের আয়োজন। যুক্তি-সংগতির প্রতি নজর রাখলে দর্শকদের উপভোগের মাত্রা বাড়ত ঠিকই, তবুও বলব, শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের দৃশ্য-বিন্যাস ও উপস্থাপনার গুণে ছবিটি বহুলাংশে আকর্ষক হয়েছে। অন্তত অনেকেরই যে ছবিটি ভাল লাগছে, প্রেক্ষাগৃহের মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম দিকের এবং পরবর্তী অ্যাকশন দৃশ্যগুলির ফোটোগ্রাফি (মনীশ দাশগুপ্ত) এবং সম্পাদনা (কালীপ্রসাদ রায়) চমৎকার, উপযুক্ত গতিবেগ এইসব অংশে সঞ্চারিত। সাধারণভাবেও ছবিটি স্বচ্ছন্দগতি। খলনায়কের ষড়যন্ত্রকে কেন্দ্র করে সাময়িক নাট্যকৌতূহল রচনার কাজেও পরিচালক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গানের ব্যবহার এমনিতে প্রথানুগ হলেও এ-ছবির সঙ্গে গানগুলি খাপ খেয়ে গিয়েছে। শ্রীঅজয় দাসের সুর-আরোপিত সব কয়টি গানই শুনতে ভাল লাগে—দু-একটি তো বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলেও আশা করা যায়।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সোনা বৌদি, আগেই বলেছি, এ-ছবির মুখ্য চরিত্র নয়। এ-চরিত্রের মহত্ত্ব, ঔদার্য প্রভৃতি সৎ গুণগুলি অবশ্য শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় সহজেই ফুটিয়ে তুলেছেন। মিথ্যা অপবাদের মুহূর্তে তাঁর মূক, আহত অভিব্যক্তি মর্মস্পর্শী। দিলীপ রায় প্রথম দিকে রমেশ-চরিত্রে সংযম ও মর্যাদা-বোধের সঙ্গে খুবই সুন্দর অভিনয় করেছেন। যা বিশ্বাস্য এবং স্বাভাবিক। শেষাংশে চিত্রনাট্য তাঁর সেই সুযোগ খণ্ডিত করে রেখেছে: চরিত্রটি শারীরিক দিয়েও আবার তখন পঙ্গু। নিরঞ্জন রায়ের খলনায়ক চেহারায় মানানসই, কিন্তু আচরণে, কথাবার্তায় উপযুক্ত দাপটের যেন অভাব। তাছাড়া চরিত্রটিকেও এখানে বোকা-বোকা করা হয়েছে। অল্প অবকাশে বরং কণিকা মজুমদার দর্শকদের মনে ছাপ রাখেন। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময়েই নাটকীয়—তাঁর সংলাপও কিছু বেশী। সুখেন দাসের বিকাশকে দর্শকদের ভাল না লেগে উপায় নেই। চরিত্রটির কঠিন, কোমল দুই রূপই তিনি চমৎকার তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে তাঁর জোরালো অভিনয় দেখা গিয়েছে বিভিন্ন অ্যাকশন-দৃশ্যে। অন্য "মাসতান" চরিত্রগুলিও সু-অভিনীত; উল্লেখযোগ্য সমিত ভঞ্জের অভিনয়। এ-ধরনের চরিত্র-অভিনয়ে তাঁর দক্ষতা সহজাত। বিনোদের ছোটবোনের ভূমিকায় শিবানী বসুর অভিনয় সহজ, স-প্রাণ। কয়েকটি ঘরোয়া দৃশ্যে তাঁকে বিশেষ করে ভাল লাগে। আর ভাল লাগে চৌধুরী-বাড়ির গৃহ-চিকিৎসকের ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায়কে। কখনও কৌতুকপ্রিয়, কখনও উদাসীন, যিনি চরিত্রটির রহস্যময় চেহারাটা প্রায় আদ্যন্ত বজায় রেখেছেন, দর্শকদের যিনি বুঝতে দেননি, তিনি আছেন ঠিক কোন্ পক্ষে।

"গ্যামব্লার" ছবির নাম-ভূমিকায় দেব আনন্দ

### আন মিলো সাজনা
(ফিলম কুন্‌জ)

শোনা যাচ্ছে, "আন মিলো..." নাকি একটি নামকরা পুরনো বিদেশী ছবির আদলে তৈরি। সেই ছবির গল্পের সঙ্গে নাকি এখানে বেশ কিছু মিল আছে। হয়ত আছে। থাক বা না থাক, শেষ পর্যন্ত আমরা কিন্তু হিন্দী ছবি বলতে যা বোঝায় তা-ই পেয়েছি। অর্থাৎ এমন চিত্র, যেখানে গল্প পটভূমির মূলে প্রতিষ্ঠিত হয় না; কুশীলব যেখানে ষোল-আনা সৎ আর ষোল-আনা অসৎ, মোটামুটি এই দুই গোত্র-পরিচয়ে বিভক্ত; অবাস্তব ঘটনার যোগাযোগ যেখানে নাটকের ভিত্তি। আরও কিছু লক্ষণের কথা বলা যেতে পারে। যেমন, নায়ক আর নায়িকার যেখানে পারস্পরিক অনুরাগ ঘোষণা করবার জন্য একসঙ্গে গান না গেয়ে উপায় নেই, ইত্যাদি।

নায়িকা (আশা পারেখ) নিছক মজা করবার জন্য অচেনা এক যুবক, আসলে এক দুষ্ট চরিত্রের (বিনোদ খান্না) প্রণয়িনী তথা বাগদত্তা সেজে অভিনয় করতে প্রস্তুত, তখনই বোঝা গিয়েছে পরিচালক (শ্রীমুকুল দত্ত) কোনও এক অবাস্তব জগতে আমাদের নিয়ে যাবেন। প্রহসন-নাট্যে এ-রকম কাণ্ড মেনে নিতে ভালই লাগে। "আন মিলো..." কিন্তু সেই জাতীয় ব্যাপার না, তীব্র বাসনার নাটক। সেখানে শুরুতেই এই বিসদৃশ ঘটনা! উক্ত দুষ্ট যুবকের মা (নিরুপা রায়) ছেলেকে কঠোর শাসনে রাখবার চেষ্টা যদিও করতেন, ছেলের সব কথা যদিও তিনি বিশ্বাস করতেন না, তবু এক্ষেত্রে চাতুরীটা ভদ্রমহিলা ধরতে পারলেন না। আর নায়িকা? নিজের ভুল বুঝতে তার বিশেষ বিলম্ব হয়নি, সংগীর কুটিল, নিষ্ঠুর, অমানবিক প্রকৃতির পরিচয় পেতেও না। তবুও ওই ভদ্রমহিলার (যিনি ওকে ভাবী পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন) ভুল সে ভাঙল না। ভাঙলে ব্যাপারটা খানিকটা স্বাভাবিক হত, সেই কারণেই বোধহয় এই পথ বন্ধ।

নায়িকা যথাকালে একদিন তার "প্রিন্স চারমিং"কেও খুঁজে পেল। ঘোড়ায় চড়া এই নায়ক (রাজেশ খান্না) অনেক গুণের আধার। সে সাহসী, পরোপকারী, সহৃদয়—এবং রোমানটিক। আর গায়ক তো বটেই। অপরের বাগদত্তা-সাজা নায়িকা নায়কের প্রেমে পড়ল ঠিকই, কিন্তু যেহেতু নিজেরই পাতা জালে আবদ্ধ, প্রেমিকের সঙ্গে সে মিলিত হবে কেমন করে?

নানা সাজানো ঘটনার ঘনঘটায় নাটক ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে। জটিল, তবে বিশ্বাস্য নিশ্চয় না। শেষের দিকে নায়ক (এবং নাটকও) আদালতের কাঠগড়ায়। তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ, যেটা বলা বাহুল্য, মিথ্যা। অতঃপর চূড়ান্ত মেলোড্রামা। সব শেষে কী, তা না বললেও চলে।

এই ধরনের সিনেমার রূপকথায়, যতই বলি না কেন, একটা আবেদন নিশ্চয় আছে। নয়তো দশকরা মুগ্ধ হয়ে বসে থাকেন কেন? অন্তত এই ছবি যে অনেককে খুশী করছে সেটা সহজেই বোঝা যায়। সম্ভবত তার একটা কারণ প্রয়োগনৈপুণ্য। পরিচালক শ্রীদত্ত ছবিটির গতিবেগ কখনও শ্লথ হতে দেননি। ঘটনাগুলিও পর পর সাজিয়েছেন দক্ষতার সঙ্গে। এ-ব্যাপারে সম্পাদনার বিশেষ প্রশংসা করা যায়। ক্যামেরা - ফোটোগ্রাফিও চমৎকার। কাশ্মীরের দৃশ্য হিন্দী ছবিতে নতুন নয় অবশ্য, তবুও ভাল লাগে। এ-ছাড়া উপভোগ্য ছবির সংগীতাংশ। লক্ষ্মীকান্ত - প্যারেলালের সুর-আরোপিত কয়েকটি গান অনেককে আনন্দ দেবে।

অভিনয়াংশ ভাল। বলবার কথা এই, মূলত চরিত্রগুলি এবং ঘটনা কষ্টকল্পিত হলেও শিল্পীদের কাজ ছবির গতির সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে। তাঁদের আন্তরিকতার অভাব কোথাও ঘটেনি। তারই জন্য অবিশ্বাস্য কাণ্ডও মাঝে মাঝে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। শিল্পীদের কৃতিত্ব সেইখানে।

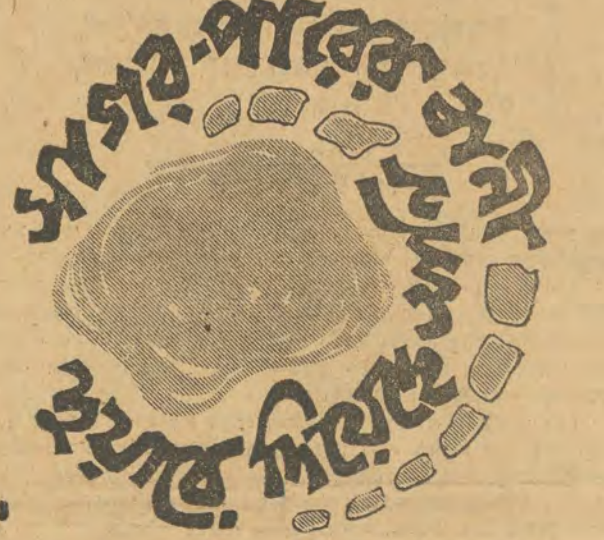


মিডিয়ম ওয়েভ, ১৯০ মিটারে শুনুন—
ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান
প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

| শর্টওয়েভ মীটার ব্যান্ড | কিলোসাইক্‌লস্ |
|---|---|
| ১৩, ১৯, ২৫ ও ৩১ | ২১৪৬৫, ১৫৩৯৫ ১১৭৩০ ও ৯৬৪০ |
| মিডিয়ম-ওয়েভ | |
| ১৯০ মীটার | ১৫৮০ |

ভিভা
স্বাস্থ্যকর পানীয়, কাজ করে দু'ভাবে
সারাদিন দেয় শক্তি অফুরান...
সারারাত নিশ্চিন্ত বিশ্রাম

ভিভা খান—গরম বা ঠাণ্ডা যেমন চান—জলে বা দুধে মেশান। পুরো স্নেহপদার্থযুক্ত দুধে ভরপুর ভিভা'তে আছে মল্ট, গম আর প্রোটিন—যা শরীরের কোষ সতেজ করে, স্নায়ু শান্ত রাখে, পেশীগুলোকে আরাম দেয়।
ভিভা সকালে খান—সারাদিন অফুরন্ত শক্তি পাবেন! আর শোবার সময় খেলে—সারারাত অঘোরে ঘুমান!
ভিভা সহজপাচ্য খাবার—যাঁরা অসুস্থ বা অসুখ থেকে সদ্য উঠেছেন তাঁদের জন্যে বিশেষ উপযোগী।

স্বাদ অনেক ভালো— মেশে আরো শিগ্‌গীর!

ভারতে তৈরি করেছেন
জগৎজীত ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড
একমাত্র বিক্রয় প্রতিনিধি
হোম প্রোডাক্টস মার্কেটিং এজেন্সী
Shilpi J.I. 2A-71 Ben.

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার